NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ অপারেশন সিঁদুরের সিন্দুকে উন্মুক্ত ভিতর বাহিরে কূটনীতি

হসপিটাল ম্যানেজমেন্টট পেশায় কিভাবে যুক্ত হবেন ৮

কলকাতা ২০ মে ২০২৫ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩৩৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 20.5.2025, Vol.18, Issue No. 337 8 Pages, Price 3.00

শিক্ষকদের আন্দোলন থেকে বিদেশ সফরের প্রতিনিধি বিতর্ক

উত্তরবঙ্গ সফর শুরুর আগে পিঠ বাঁচানোর চেষ্টা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ সফরের আগে সোমবার কলকাতা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ফের কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেকে বিতর্ক থেকে দূরে রাখার মরিয়া চেষ্টা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদেশ সফরের প্রতিনিধিত্ব নিয়ে বিতর্কের মুখে তিনি দাবি করলেন, 'আমাদের কেউ কিছু জানায়নি। তাই প্রতিনিধি পাঠানো হয়নি।' অথচ স্পষ্টভাবে বললেন, 'পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে কেন্দ্রের পাশে আছি।' তাহলে কেন যোগাযোগ না রাখার অভিযোগ উঠছে? তা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন এড়ালেন মুখ্যমন্ত্রী।

বিদেশ সফরের দল মনোনয়ন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'সাংসদরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার শুধুমাত্র 'মাদার পার্টির'।' কিন্তু সংসদীয় গণতন্ত্রে এই ধরনের 'মাদার পার্টি বনাম সংসদীয় দল' বিভাজন নিয়েই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে;তৃণমূল কি ইচ্ছাকৃতভাবে বিদেশ সফর এড়িয়ে যাচ্ছে?

অন্যদিকে, বিকাশ ভবনের সামনে দীর্ঘদিনের শিক্ষক আন্দোলন নিয়েও মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা স্পষ্ট। বলেন, 'আমাদের সহানুভূতি আছে, তবে আদালতের নির্দেশ মানতেই হবে।' অর্থাৎ, রাজ্য প্রশাসন আদালতের ঘাড়ে দায় ঠেলেই দায়মুক্ত হতে চাইছে। চাকরি হারানো কর্মীদের জন্য 'ভাতা' দেওয়ার আশ্বাস দিলেও, এটাও স্পষ্ট করে দেননি যে তাঁদের পুনর্বহালের চেষ্টায় সরকার কতটা আন্তরিক।

উল্টে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে আঙুল তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'যাঁরা মামলা করেছিলেন, তাঁরাই উস্কানি দিচ্ছেন।' এক গর্ভবতী মহিলা ও পরীক্ষার্থী ছাত্রীর উপর হেনস্থার অভিযোগকে আন্দোলনের নামে 'বাড়াবাড়ি' বলে আখ্যা দেন। অথচ এই অভিযোগের তদন্ত বা সমাধান নিয়ে কোনও দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করলেন না।

অবশেষে উত্তরবঙ্গ সফরের ব্যস্ত সূচি খতিয়ে শুনিয়ে বলেন, 'আজ চেম্বারস, কাল রেশন, পরশু প্রশাসনিক বৈঠক।' শিলিগুড়িকে 'চিকেনস নেক' বলে উল্লেখ করলেও, শিক্ষাব্যবস্থা বা রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভে অস্থিরতা নিয়ে তাঁর মুখে একটিও প্রতিকারমূলক কথা শোনা গেল না।

কলকাতার অদূরেই 'দ্বিতীয় খাগড়াগড়'!

টিটাগড়ের বিস্ফোরণে তীব্র ধোঁয়াশা

এনআইএ তদন্তের দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার সাতসকালে কলকাতা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে টিটাগড়ে এক বহুতল আবাসনে হঠাৎ ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। আতঙ্কে কেঁপে ওঠে গোটা বাঁশবাগান এলাকা। ফ্ল্যাটের চিলেকোঠার দেওয়াল উড়ে পাশের বস্তির ঘরের উপর গিয়ে পড়ে, উড়ে যায় পাশের বাড়ির টালির ছাদও। ঘরের ভিতরে কেউ না থাকায় অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পেলেও,ঘটনার পর যে ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধ ছড়ায়, তা কি শুধুই দুর্ঘটনার ইঙ্গিত, না কি কোনও বড়সড় ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে তা নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই এলাকার তৃণমূল কাউন্সিলর আরমান মণ্ডলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

ঘটনাস্থল টিটাগড় পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বহুতল, যেখানে রয়েছে পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কাউন্সিলর আরমান মণ্ডলের আবাসন। বিস্ফোরণ ঘটেছে ওই আবাসনেরই চিলেকোঠার ঘরে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কক্ষটি ভাড়া নেওয়া ছিল অনিল গুপ্তা নামে এক ব্যক্তির নামে, তবে চাবি ছিল কাউন্সিলরের কাছেই। বিস্ফোরণের সময় কেউ ছিলেন না ঘরে। স্থানীয়দের বক্তব্য, ঘরটিকে 'আড্ডার জায়গা' হিসেবেই ব্যবহার করা হত;ক্যারাম বোর্ড পাওয়া গিয়েছে ধ্বংসস্তূপে। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে, ফাঁকা ঘরে এ রকম তীব্র বিস্ফোরণ ঘটল কীভাবে?

প্রাথমিকভাবে পুলিশ ও ফরেনসিক দপ্তরের অনুমান, ঘরে দাহ্য পদার্থ বা মজুত বোমা থেকেই এই বিস্ফোরণ। যদিও এ বিষয়ে সরকারি স্তরে কোনও চূড়ান্ত বিবৃতি এখনও মেলেনি। সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের অভিঘাতে আশপাশের তিন-চারটি ঘরের কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পাশের বস্তির ছাউনিও ভেঙে পড়েছে। পুলিশ, বম্ব স্কোয়াড ও ফরেনসিক দল নমুনা সংগ্রহ করে ঘিরে ফেলেছে এলাকা। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে গোটা আবাসন খালি করে দেওয়া হয়েছে।

তবে বিস্ফোরণের পর থেকেই একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে; ফ্ল্যাটের ভিতর বোমা এল কোথা থেকে? কে বা কারা এনে রাখল? পুলিশের নজর এড়িয়ে এত কিছু ঘটে গেল কীভাবে? কাউন্সিলরের নিয়ন্ত্রণে থাকা ফ্ল্যাটে কীভাবে এমন বোমার মজুত? এই প্রশ্নগুলির উত্তর এখনও অধরাই। আর এই ঘোর অনিশ্চয়তার মধ্যেই বিস্ফোরণকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজাও শুরু হয়ে গিয়েছে। ঘটনার পরেই কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ অর্জুন সিং। তাঁর অভিযোগ, 'একটি ফ্ল্যাটে কী উদ্দেশ্যে বোমা মজুত করে রাখা হয়েছিল, তা স্পষ্ট হওয়া দরকার। ব্যারাকপুর সেনা ছাউনির এত কাছে এমন বিপজ্জনক কর্মকাণ্ড কেবল একটি স্থানীয় বিষয় নয়, জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত।'

তিনি আরও দাবি করেন, 'এই এলাকা কার্যত পুলিশের নিয়ন্ত্রণে নেই, বরং তা নিয়ন্ত্রণ করে তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলর আরমান মণ্ডল। তিনি একজন কুখ্যাত অপরাধী, যিনি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় সনাতনী সম্প্রদায়ের উপর আক্রমণ এবং অত্যাচারের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন।' এই পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং-এর উদ্দেশে নিজের এক্স হ্যান্ডলে ট্যাগ করে অর্জুন সিং অনুরোধ করেছেন, 'ঘটনার তদন্তে এনআইএ-র পাশাপাশি সেনা গোয়েন্দা বিভাগের ভূমিকা নিশ্চিত করা হোক।'

একই সঙ্গে তিনি সতর্ক করেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' গঠনের স্বপ্নে বিভোর জঙ্গি সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিম ও জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ -এর স্লিপার সেল সক্রিয় রয়েছে। টিটাগড়ের বিস্ফোরণ সেই বৃহত্তর জঙ্গি ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ হতে পারে। তাই বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখা জরুরি।' অর্জুনের এই বক্তব্যে ঘি পড়েছে রাজনৈতিক উত্তাপে। যদিও টিটাগড় পুরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কাউন্সিলর আরমান মণ্ডল এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি। যদিও স্থানীয়দের বক্তব্য, বিস্ফোরণের আগেও ফ্ল্যাটে সন্দেহজনক আনাগোনা ছিল, আর সেই ঘরে কোনও তালা না থাকায় কারও প্রবেশ আটকানোর সুযোগও ছিল না। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কোনও অপরাধমূলক চক্রান্তের কথা বলা হয়নি। যদিও তদন্ত চলছে বলে দাবি এক পুলিশ আধিকারিকের। কিন্তু প্রশাসনের দাবির বাইরেও একের পর এক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। আবাসনের প্রোমোটার বলছেন, কাউন্সিলর ফ্ল্যাট দখল করে রেখেছেন; তাহলে ওই ঘরের নিরাপত্তা দায়িত্ব কাদের ছিল?

যদি সত্যিই দাহ্য পদার্থ থাকে, তাহলে তার উৎস কী? তৃণমূল কাউন্সিলরের ঘরেই কেন এমন ঘটনা ঘটল? গোটা ঘটনাটি কি প্রশাসনের প্রশ্রয়েই ঘটে গেল? রাজনৈতিক তরজা চলবে, তদন্তও চলবে। কিন্তু আপাতত আতঙ্কের চাদরে মোড়া টিটাগড়ের আকাশ। আর সেই আকাশেই হঠাৎ ভেসে উঠেছে পুরনো এক নাম-খাগড়াগড়। সেই ছায়াতেই যেন ঘনিয়ে আসছে নতুন এক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত।

'ভারত কোনও ধর্মশালা নয়', শরণার্থী ইস্যুতে সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

নয়াদিল্লি, ১৯ মে: ভারত কোনও ধর্মশালা নয়। গোটা বিশ্বের উদ্বাস্তুদের এখানে আশ্রয় দেওয়া যায় না। এক মামলার শুনানি চলাকালীন মৌখিক পর্যবেক্ষণে এমনটাই জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। শ্রীলঙ্কার তামিল নাগরিককে আটক করার বিরুদ্ধে শীর্ষ আদালতে মামলা হয়েছিল। ওই মামলা খারিজ করার সময় এই পর্যবেক্ষণ করে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চ।

আইনি খবর পরিবেশনকারী ওয়েবসাইট 'লাইভ ল' অনুসারে, বিচারপতি দত্ত বলেন, 'ভারত কি গোটা বিশ্বের উদ্বাস্তুদের জন্য আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে? আমাদের নিজেদেরই ১৪০ কোটি (জনসংখ্যা) রয়েছে। এটা কোনও ধর্মশালা নয় যে আমরা গোটা বিশ্বের বিদেশি নাগরিকদের জন্য ব্যবস্থা করব।' এই মামলার ক্ষেত্রে আবেদনকারী শ্রীলঙ্কার তামিল নাগরিকের বিরুদ্ধে ইউএপিএ মামলায় অভিযোগ রয়েছে। মাদ্রাজ হাইকোর্ট-এর আগে জানিয়েছিল, সাত বছরের কারাদণ্ড শেষ হওয়ার পরে অভিযুক্তকে অবিলম্বে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে। ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন শ্রীলঙ্কার ওই নাগরিক। তাঁর আইনজীবীর দাবি, অভিযুক্ত ভিসা নিয়েই এ দেশে এসেছিলেন। নিজের দেশে তাঁর প্রাণ সংশয় রয়েছে বলেও জানিয়েছিলেন।

অভিযুক্ত যে প্রায় তিন বছর ধরে আটক রয়েছেন, সে কথাও তুলে ধরেন আইনজীবী। তখন বিচারপতি দত্ত জানতে চান, ওই ব্যক্তির ভারতে বসবাসের কী অধিকার রয়েছে? মামলাকারীর আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেল একজন উদ্বাস্তু এবং তাঁর স্ত্রী-সন্তানেরাও ভারতে বসবাস করেন। তবে সেই যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি আদালত। বিচারপতি দত্ত স্পষ্ট করে দিয়েছেন, যাঁরা এ দেশের নাগরিক, সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে একমাত্র তাঁদেরই ভারতে স্থায়ী ভাবে বসবাসের মৌলিক অধিকার রয়েছে।

মামলাকারীর প্রাণের ঝুঁকি সংক্রান্ত আর্জিও টেকেনি আদালত। ওই ব্যক্তি নিজের দেশে ফিরে গেলে প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা শুনে বিচারপতি দত্ত বলেন, 'তা হলে অন্য কোনও দেশে যান!'

'রানীমা পাহাড়ে ঘুরতে আসছেন', তীব্র কটাক্ষ বিরোধী দলনেতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাহাড় সফরকে কেন্দ্র করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণাকে তীব্র কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর তির্যক মন্তব্য, 'কখনও বৃষ্টি, কখনও রোদ্দুর, মনোরম পরিবেশে 'রানীমা' আসছেন ঘুরতে! শিলিগুড়ির টাইগার হিল, উত্তরকন্যা, সেবক রোড, সবখানেই ঘর রয়েছে। পাহাড়ের নেপালি গোর্খা মহিলারা বলেন, ঘুমনে আইছু। উনি ঘুরতে আসছেন, পাহাড়বাসী সব বুঝে গিয়েছে।'

পাহাড়ের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে তৃণমূল নেতৃত্বের অবস্থানকে কটাক্ষ করে শুভেন্দুর অভিযোগ, 'বাংলার সরকার এখন একটা প্রাইভেট কোম্পানি। চেয়ারম্যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর ভাইপো অভিষেক সেই কোম্পানির এমডি। গোটা রাজ্য চলছে এই পারিবারিক কর্পোরেট শাসনে। এই কোম্পানি বাংলা চালাতে পারে না, শুধু লুটপাট আর ভোটব্যাঙ্কে বিশ্বাস করে।'

ইউসুফ পাঠানের বিদেশ সফর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রের তরফে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে সাফ জানিয়ে দেন শুভেন্দু। পাল্টা কটাক্ষ করে বলেন, 'কে বিদেশ যাবে আর কে যাবে না, সেটা কেন্দ্র ঠিক করবে। তৃণমূল কোম্পানি নয়।'

এর পাশাপাশি রাজ্যের নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, 'বাংলা এখন জিহাদি আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছে। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়কের সঙ্গে নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন পিএফআই-এর যোগ রয়েছে। রাজ্যসভায় পাঠানো হয়েছে সিমি ঘনিষ্ঠ ইমরানকে। ক্যানিং থেকে ধরা পড়েছে কাশ্মীরি জঙ্গি জাভেদ মুন্সি। বাংলায় তৈরি হচ্ছে আরডিএক্স, সক্রিয় আনসারুল বাংলার জঙ্গি সেল।'

মুর্শিদাবাদ প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'সেখানে হিন্দুদের ঘর লুট, আগুন

লাগানো, ধর্ষণ সবই চলছে প্রশাসনের নীরব মদতে। ফরাক্কা, রতুয়া, দুর্গানগর-সর্বত্র চলছে তাণ্ডব। ২৬ বছর ধরে পালিয়ে থাকা রাষ্ট্রবিরোধীরা বাংলায় আশ্রয় পাচ্ছে। অথচ সরকার দেখেও কিছু করছে না।' উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের ভরাডুবির পূর্বাভাস দিয়ে শুভেন্দুর দাবি, 'হিন্দু, আদিবাসী কেউ আর তৃণমূলকে ভোট দেবে না। উত্তরবঙ্গে একটাও আসন পাবে না ওরা। মুর্শিদাবাদের হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসের মতো নির্যাতিতরা প্রমাণ করছেন, মানুষ আর ওদের পাশে নেই।' বাংলাদেশ থেকে 'অ্যান্টি-ইন্ডিয়া' প্রচারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের গোপন সহযোগিতার অভিযোগ তুলেও বিস্ফোরক মন্তব্য শুভেন্দুর। বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে সিন্ধু অপারেশন চালিয়ে ভারতবিরোধী প্রচার হয়। আমি তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে জানিয়েছিলাম। তৎপরতায় বন্ধ হয়েছে পাঁচটি ইউটিউব চ্যানেল। কিন্তু আরও কড়া পদক্ষেপ দরকার।'

শিক্ষক নিগ্রহের ঘটনাকেও টেনে আনেন তিনি। বলেন, 'বাংলায় এখন এমন পরিস্থিতি হয়েছে, যেখানে যাঁকে পুলিশ মারে, তাকেই পরে পুলিশ ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। যাঁরা অভিযোগ করেন, তাঁদের গলায় কুকুরের মতো নোটিস বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। এই বাংলায় এখন গণতন্ত্র নেই, আছে একনায়কত্ব ও আতঙ্ক।'

সবশেষে বিরোধী দলনেতার সাফ মন্তব্য, 'তৃণমূল কোম্পানির শাসনে এই বাংলায় সাধারণ নাগরিক, শিক্ষক, হিন্দু কেউই নিরাপদ নন। প্রশাসন জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক, সংখ্যালঘু তোষণই একমাত্র হাতিয়ার। এখনই না রুখলে বাংলা আর বাংলার ভবিষ্যৎ ধ্বংসের পথে।'

পাকিস্তানের গুপ্তচরবৃত্তিতে ৩ রাজ্য থেকে গ্রেপ্তার আরও ৭

নয়াদিল্লি, ১৯ মে: শুধু দেশের বাইরের শত্রুদের বিরুদ্ধেই পদক্ষেপ নয়, দেশে থাকা 'ঘরশত্রু বিভীষণ'দের চিহ্নিত করতে শুরু করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। গোয়েন্দারা মনে করছেন, এই 'গদ্দার'দের সহযোগিতাতে ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলার পরিকল্পনা করা অনেকটাই সহজ হয়েছিল জঙ্গিদের। অপারেশন সিঁদুরের পর গোয়েন্দাদের কাছে এই খবর আসে। এরপরই দেশে থাকা পাক গুপ্তচরদের খোঁজ করে গ্রেপ্তার করা হয়। তবে শুধু 'সুন্দরী' ইউটিউবার জ্যোতি মালহোত্রা একা নয়, এই তালিকায় রয়েছেন মোট ৮ জন। এঁদের মূলত তিনটি রাজ্য থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এঁদের মধ্যে চারজন হরিয়ানার, তিনজন পঞ্জাবের ও বাকি একজন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। এখনও পুলিশের নজরে রয়েছে আরও বেশ কয়েকজন। এদিকে, পাকিস্তান যাওয়ার আগে কলকাতায় এসেছিলেন জ্যোতি মলহোত্রা। ঘুরে বেড়িয়েছেন শহরের নানা জায়গায়। পাকিস্তানের হয়ে চরবৃত্তির অভিযোগে ধৃত ইউটিউবার জ্যোতির সঙ্গে ছিলেন শহরের এক নেটপ্রভাবী। সমাজমাধ্যমে জ্যোতির পোস্ট করা ভিডিয়ো ঘেঁটে মিলল এই তথ্য।

পরমাণু বোমার হুমকি দেয়নি পাক, জানালেন বিক্রম মিশ্রি

নয়াদিল্লি, ১৯ মে: বিদেশ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সঙ্গে সোমবার 'অপারেশন সিঁদুর' এবং ভারত-পাক উত্তেজনা নিয়ে আলোচনা করলেন বিদেশসচিব বিক্রম মিশ্রি। সোমবার বিকেল ৪টে নাগাদ সংসদ ভবনে ওই বৈঠক শুরু হয়। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রের খবর, ওই বৈঠকে উঠে এসেছে 'পরমাণু হুমকি'র প্রসঙ্গও। শাসক এবং বিরোধী সাংসদদের নিয়ে গঠিত ওই কমিটির বৈঠকে পরমাণু-বিতর্কে অবস্থান স্পষ্ট করেছেন বিদেশসচিব।

পিটিআই সূত্রে খবর, সংসদীয় কমিটির বৈঠকে মিশ্রি জানিয়েছেন, পাকিস্তানের দিক থেকে পরমাণু হামলার কোনও হুমকি ছিল না। ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষ সবসময়ই প্রচলিত অস্ত্রের ব্যবহারের মধ্যেই সীমিত ছিল। যদিও সরকারি ভাবে ওই বৈঠকের বিষয়ে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। বিদেশ সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেসের রাজীব শুক্লা, দীপেন্দর হুডা, বিজেপির অপরাজিতা ষড়ঙ্গী, অরুণ গোভিল এবং এআইএমআইএম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়েইসিও উপস্থিত ছিলেন বৈঠকে।

ভারত-পাক চার দিন ধরে সামরিক সংঘর্ষের পরে দু'পক্ষ সংঘর্ষবিরতিতে সম্মত হয়েছে। তবে দু'পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব কমেনি। এরই মধ্যে সোমবার ভারতীয় সেনা জানায়, ভারতের উপর হামলার সময় 'শাহিন' ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু পাক সেনার সেই হামলা প্রতিহত করা হয়েছিল। অনেকেই দাবি করেন, 'শাহিন' ক্ষেপণাস্ত্র পরমাণু অস্ত্র বহনে সক্ষম। তবে এ বিষয়ে সরকারি কোনও ঘোষণা নেই। 'শাহিন' ক্ষেপণাস্ত্র ঘিরে গুঞ্জনের আবহে পরমাণু হুমকির তত্ত্ব ওড়ানো হয় সংসদীয় কমিটির সঙ্গে বৈঠকে।

ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতির পরে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি বেশ কিছু মন্তব্য করেছেন। তাঁর দাবি, দু'পক্ষের সংঘর্ষ থামানোর জন্য বাণিজ্যের প্রসঙ্গকে ব্যবহার করেছিল আমেরিকা। ওই দাবি আগেই নস্যাৎ করেছে ভারত। সোমবারের বৈঠকে মিশ্রি আবারও সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেছেন।

সম্ভলে সমীক্ষার নির্দেশ বহাল

এলাহাবাদ, ১৯ মে: উত্তরপ্রদেশের সম্ভলের শাহি জামা মসজিদ সমীক্ষার নিম্ন আদালতের নির্দেশ বহাল রাখল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। খারিজ হয়ে গেল মসজিদ কমিটির সমীক্ষা না করার আবেদন। গত বছর ১৯ নভেম্বর নিম্ন আদালতে একটি মামলায় দাবি করা হয়, শাহি মসজিদ মোগল সম্রাট বাবরের আমলে হরিহর মন্দির ভেঙে তৈরি হয়েছিল। এই মামলা দায়েরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিম্ন আদালতের বিচারক মসজিদ সমীক্ষার নির্দেশ দেন। গত বছরের ২৪ নভেম্বর সরকারি আধিকারিকরা সমীক্ষার কাজে গেলে স্থানীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। তাতে ৪ জনের মৃত্যু হয়।এলাহাবাদ হাইকোর্টে পাঁচশো বছরের মসজিদটির সমীক্ষার নিম্ন আদালতের নির্দেশ বাতিলের দাবিতে মামলা করেছিল সম্ভল শাহি জামা মসজিদ কমিটি। আবেদন তারা জানায়, তাড়াহুড়ো করে আগাম নোটিস ছাড়াই সমীক্ষার নির্দেশ দিয়েছিল নিম্ন আদালত। আরও দাবি করা হয়, ইতিমধ্যে দু-বার মসজিদ সমীক্ষা হয়েছে। একবার হিন্দু পক্ষের মামলার দিনেই, এরপর ২৪

নভেম্বর। যেদিন হিংসা ছড়ায়। যদিও এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিচারপতি রঞ্জন আগরওয়ালের সিঙ্গল বেঞ্চ নিম্ন আদালতের সমীক্ষার নির্দেশ বহাল রাখে। খারিজ হয়ে যায় মসজিদ কমিটির আবেদন।

বড় নির্দেশ দেশের শীর্ষ আদালতের

নয়াদিল্লি, ১৯ মে: অবসরপ্রাপ্ত হাইকোর্টের সমস্ত বিচারপতিরাই সমান পেনশনের অধিকারী। কোনও বিচারপতি কবে কাজে যোগ দিয়েছিলেন, কবে অবসরগ্রহণ করেছিল সেসব না দেখে এখন থেকে এক পদ এক পেনশন

নীতি অনুযায়ী সকলেই সমান পেনশেন পাবেন। সোমবার একটি রায়ে এমনটাই জানিয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই, বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রণের বেঞ্চ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২৮/০৩/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ১৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Mithun Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Makhan Lal Das ও L. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ২৪ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Srivastava S/o. Bijay Prasad Srivastava ও Sanjoy Srivastav S/o. B. Srivastav সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৬৬০ নং এফিডেভিট বলে Abhijit Baidya S/o. Jagadish Baidya ও Avijit Baidya S/o. D. Baidya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৬৫৯ নং এফিডেভিট বলে Nilanjana De W/o. Sukalpa De ও Nilanjana Bhattacharya D/o. Amal Bhattacharya সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৯/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬৭৭১ নং এফিডেভিট বলে Partha Debnath S/o. Haripada Debnath ও Partha Debanth S/o. H. P. Debnath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯৮ নং এফিডেভিট বলে Jayanta Dutta S/o. Pramath Nath Dutta ও Jayanta Datta S/o. P. Datta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৫/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৬১৩২ নং এফিডেভিট বলে Obai Dullah Faruki S/o. Saifullah Faruki ও Md. Obai Dullah Faruki S/o. Md. Safiullah Faruki সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ১৬/০৫/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৭ নং এফিডেভিট বলে Sanjib Kumar Dey S/o. Sankar Nath Dey ও Sanjib Kumar De S/o. Shankar Nath De, S. N. De সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নোটিশ

সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করা হচ্ছে যে ০৫.০৫.২০২৫ তারিখে একটি জমির দলিল হারিয়ে গেছে। নিম্নলিখিত মূল স্বত্ব দলিল নং ১৫০৪০০৩৭২/১৯৯৭, খণ্ড নং - ১০, পৃষ্ঠা নং - ৭৯-৮৬ সাল-১৯৯৭, রজত শুভ পাল, পিতা-প্রভাত কুমার পাল, সম্পত্তির অবস্থান - ২৪ পরগনা (উঃ), থানা - রাজারহাট, মৌজা - খামার, প্রেমিসেস , ও এবং এটি এ.ডি.এস.আর. বিধান নগরে নিবন্ধিত। এই বিষয়ে ১৭.০৫.২০২৫ তারিখে বড়তলা থানায় একটি জি.ডি.ই. নং. এলআইএএসআই দায়ের করা হয়েছিল। যদি কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ উক্ত দলিলটি পেয়ে থাকেন, তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পনের দিনের মধ্যে নীচে উল্লিখিত ঠিকানায় তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে- রঞ্জিত কর, ঠিকানা- ২৩, যদু পণ্ডিত রোড, কলকাতা - ৭০০০০৬, মোবাইল- ৯১৪৩০০৯৬৬৭।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে মে, ৫ ই জৈষ্ঠ্য। মঙ্গল বার । কৃষ্ণ পক্ষের অষ্টমী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টত্তরী রাহু র মহাদশা, বিংশোত্তরী মঙ্গল র মহাদশা, মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(দেশনেতা বিপীন চন্দ্র পালের প্রয়াণ দিবস। ত্রীলোচনাষ্টমী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নাম-পদবী

আমি সালমা কুমারি মালিক স্বামী মারুফ হোসেন মল্লিক ঠিকানা গ্রাম এবং পোস্ট- বনহরিশপুর থানা- পাঁচলা জেলা- হাওড়া পিন-৭১১৩২২ ভুলবশত আমার স্বামীর পাসপোর্টে আমার নাম সালমা কুমারি মালিক হয়ে আছে আমার স্বামীর পাসপোর্টে নম্বর M 883763 ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট হাওড়া কোর্টে এর Affidavit দ্বারা আজ থেকে আমি মালিক সালমা কুমারি মোজাম্মেল নামে পরিচিতি হলাম Affidavit no J/1750 Date ১৭/০৫/২০২৫ সালমা কুমারি মালিক ও মালিক সালমা কুমারি মোজাম্মেল একই ব্যক্তি।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল জয়শ্রী মন্ডল, স্বা: অজয় মন্ডল সাং হঠাৎ কলোনি, থানা বহরমপুর মুর্শিদাবাদ ১০১৯৯/২১ ও ৬৩৬৪/১৮ দলিল বরাবর Power of Atony অসীম কুমার দেওয়ানজী ১৫০৯২/১৯ Power মূলে বিক্রয় করেন। উক্ত ব্যক্তির পক্ষে বিপক্ষে আপত্তি থাকলে ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করুন। মৌজা শিবপুর, JL ১০৪, খতিয়ান নং ৯০০, দাগ নং ২২০৭, পরিমাণ .০২৪২

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল অজয় কুমার ঘোষ, পিতা-মৃত মুকুল চন্দ্র ঘোষ, সাং-পাকুড়িয়া,থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ,14516/03.09.2024 A.D.S.R, Berhampore মোতাবেক আমমোক্তার ১) গৌতম চৌধুরী, পিতা-মানিক চৌধুরী,সাং- চুয়াপুর, পো:- চালতিয়া, থানা-বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, ২) অভিজিৎ পাল,পিতা-মৃণাল পাল, সাং- 29 নং মান কুমারী রোড,থানা- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, Power No 1936/ 21, A.D.S.R বহরমপুর। উক্ত ব্যক্তি দ্বয় এর পক্ষে বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন, মৌজা পাকুড়িয়া-৮০, খ:নং ৮৪৯-১৪৮৩, দাগ নং ১৬৮, পরিমাণ .০৩২২

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, আমি শ্রী অভিজিৎ কর্মকার পিতা শ্রী দুলাল কর্মকার, এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছি যে, আমি ব্যারাকপুর সাব-ডিভিশন্যাল আদালতে ল'ক্লার্কস শিক্ষানবিশ হিসাবে দীর্ঘদিন যাবৎ কাজ করিয়া আসিতেছি। আমি ল'ক্লার্কস লাইসেন্স পাইবার জন্য চেয়ারম্যান ল'ক্লার্কস স্টেট কাউন্সিলে আবেদন করিয়াছি। এব্যাপারে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে তাহলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত কাউন্সিলে জানাইবেন।

শ্রী অভিজিৎ কর্মকার

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা, ১) হরনাথ মজুমদার, পিতা- মৃত হৃদয় ভূষণ মজুমদার, ২) হীরক মজুমদার, পিতা- হরনাথ মজুমদার, সাং ও পো:- জয়কৃষ্ণপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পক্ষে বিগত ইং ২০/১১/২০২৩ তারিখে I - 16228/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার সেলাউদ্দিন শা, পিতা- সাহাবুল শা, সাং- দাঁইড়পাড়া, পো:- জয়কৃষ্ণপুর, থানা- জলঙ্গী, জেলা- মুর্শিদাবাদ, মহাশয়। জলঙ্গী এলাকাধীন ২৯ নং জয়কৃষ্ণপুর মৌজাস্থিত, খতিয়ান নং R .S.- ১৮৩১, L.R.- ২০২৭ ও ৬০১৯, দাগ নং- R.S. ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬ ও L.R.- ১৪৩৭, ১৪৩৮, ১৪৩৯, ১৪৪০মোট , ৩০.৫ শতক জমি আমমোক্তারকৃত। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে Jalangi B.L.&L.R.O. অফিসে আপত্তি জানাবেন অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমমোক্তারনামা

আমার মক্কেল মোজাম্মেল হক, পিতা- মৃত জাবের আলী, সাং-গোবিন্দপুর, থানা-বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, দলিল নং 6002/30.04.2025 A.D.S.R. Br পিঠ দলিল 6374/2017, 6376/2017, 5895/25 Power of Attorney 1) দেবাশীষ মন্ডল 2) ননী গোপাল মন্ডল, পিতা- মৃত আদম চন্দ্র মন্ডল, সাং- গোবিন্দপুর, থানা-বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। আমমোক্তার নং 343/2016 A.D.S.R Br. ২য় দফে আমমোক্তার দ্বয় ১) বঙ্কিমচন্দ্র মন্ডল ২) সুখেন মন্ডল, সৌমেন মন্ডল পিতা-মৃত গনেশ চন্দ্র মন্ডল, সাং-গোবিন্দপুর, থানা-বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, Power no. 526/2016 A.D.S.R. আমমোক্তারদ্বয় এর পক্ষে বিপক্ষে কোন আপত্তি থাকলে এক মাসের মধ্যে যোগাযোগ করুন। মৌজা - গোবিন্দপুর, জে এল ৩০, খ: নং ৪৪/2-৬০৬, L.R দাগ ১৮৩৮, পরিমাণ ০.৪৩

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমতী প্রভাবতী পান** স্বামী শ্রী দুলাল চন্দ্র পান, সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ ও **২)শ্রীমতী ভগবতী হালদার** স্বামী ৺উমাপদ হালদার সাকিম ধরমপুর শ্রীনিকেতন পল্লী, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০১ মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৩/০১/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী অফিসে অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-120/2025 নং আমমোক্তারনামা দলিলমুলে আমার মক্কেল **শ্রী মনজিৎ মাঝি** পিতা ৺সুফল মাঝি সাকিম কানাগড়, নলডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছেন।

তপশিল - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কানাগড়, ১৩ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ৯৩৬ ও ৯৩৯ নং খতিয়ানে, সাবেক ১৯০ তথা হাল এল.আর ২২২ নং দাগে, বাগান জমি ষোল আনায় ৫৫ শতকের মধ্যে ০.২৮২৯ অংশে ১৬ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু),**
জেলা জজ আদালত, চুঁচুড়া, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়** দীগর মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ২৪/০৭/১৯৭৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1073/1979 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **মহম্মদ হানিফ** সাকিম এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়কে নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করেন। ০৮/০২/১৯৮০ তারিখে **মহম্মদ হানিফ মহাশয়** পরলোক গমন করিলে পর তাহার ওয়ারিশানগন প্রাপ্ত সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই **১) এ্যায়সা খাতুন** স্বামী মৃত মহঃ হানিফ, **২)মহঃ সমিউল্লা, ৩)মহঃ আলি, ৪)মহঃ আব্দুল সামাত**, ২-৪এর পিতা মৃত মহঃ হানিফ, **৫)হুসনো বানু** স্বামী মহঃ মুক্তার, **৬)নূরবানু** স্বামী সৌকত আলি মহাশয়/মহাশয়াগণ মহঃ নিজামুদ্দিন পিতা মৃত মহঃ হানিফ মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিগত ইং ২২/০৬/১৯৯৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-1534/1999 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **অনুলিয়া বিবি** স্বামী রামজান আলি সাকিম ডাঃ নুরী লেন নং ১, চাঁপদানী, এ্যাঙ্গাস, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়াকে নিম্ন তপশীল সম্পত্তি বিক্রয় করেন। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত অনুলিয়া বিবি স্বামী রামজান আলি তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন না করিয়াই বিগত ইং ০৭/০৭/২০০৯ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-60/2009 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী ওমপ্রকাশ সাউ** পিতা ৺যদু সাউ, সাকিম ২২৫ বি এম রোড, চাঁপদানী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ০৮/০৫/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪০৫০/২০২৫ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রীমতী বাচী দেবী** স্বামী ৺রামধনি শর্মা, **২)শ্রী অশোক প্রসাদ শর্মা** পিতা ৺রামধনি শর্মা, **৩)শ্রী প্রদীপ শর্মা** পিতা ৺কুলদীপ ঠাকুর, **৪)শ্রীমতী মন্তি দেবী** পিতা ৺রামধনি শর্মা, **৫)শ্রীমতী কান্তি দেবী** পিতা ৺রামধনি শর্মা, মহাশয়/মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল** - জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা গৌরহাটী-চাঁপদানী, ২২১ নং জে.এল ভুক্ত, সাবেক ২৫১১ হইতে ২৫৩৭ তথা হাল ১১২৬ নং খতিয়ানে, সাবেক ৪৬২৭ তথা হাল ৪৭৩৪ নং দাগে শালি জমি ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রীমতী বাচী দেবী** স্বামী ৺রামধনি শর্মা, **২)শ্রী অশোক প্রসাদ শর্মা** পিতা ৺রামধনি শর্মা, **৩)শ্রী প্রদীপ শর্মা** পিতা ৺কুলদীপ ঠাকুর, **৪)শ্রীমতী মন্তি দেবী** পিতা ৺রামধনি শর্মা, **৫)শ্রীমতী কান্তি দেবী** পিতা ৺রামধনি শর্মা, তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এট্ মানকুন্ডু ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

Deo Kumar Prasad (Advocate),
Chandernagore Court, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল যথা শ্রীমতী মঙ্গলা কুন্ডু, স্বামী শ্রী অনিমেষ রক্ষিত, পিতা- শ্রী গুরুদাস কুন্ডু, তিনি বাঁকুড়া জেলা সাবরেজিস্ট্রী অফিসে ইং ০৩/০২/২০২০ তারিখে IV-010100041/2020 নং আমমোক্তার নামা রেজিস্ট্রীকৃত দলিলমূলে ১) শ্রী গৌতম মুখোপাধ্যায়, ২) শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৩) শ্রী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় সর্বপিতা ৺রাঘবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪) শ্রীমতী নিবেদিতা ব্যানার্জী, পিতা ৺রাখবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বামী শ্রী আশিষ কুমার ব্যানার্জী, সাকিম দোলতলা, বাঁকুড়া, পোঃ, থানা ও জেলা বাঁকুড়া পিন ৭২২১০১, ৫) শ্রীমতী শিখা বন্দোপাধ্যায়, পিতা ৺রাঘবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বামী শ্রী সাগর বন্দোপাধ্যায় সাকিম অশোকপল্লী, পোঃ রূপনারায়নপুর, থানা শালানপুর, জেলা পশ্চিম বর্দ্ধমান, পিন ৭১৩৩৮৬, ৬) শ্রীমত্যা পারুল মুখার্জী, স্বামী রাঘবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাকিম ও পোঃ শালবনী, থানা ও জেলা বাঁকুড়া ব্যক্তিগন দ্বারা নিযুক্তীয় আমমোক্তার গোপালকৃষ্ণ রায় পিতা ৺গৌরহরি রায় তাহার উক্ত দলিলে ক্ষমতাবলে থানা ও জেলা বাঁকুড়া মৌজা আসনাতে এল আর হাল ৪০২/১ নং খতিয়ানে লিখিত এল আর হাল ৪৮৭ নং দাগে কানালী জমি ৪.৩৯ একর ২ কাঠা ১০ ছটাক ২০ বর্গফুট কাত ১৯১০ বর্গফুট কাত ০.০৪৩৯ একর জমি আমার উপরোক্ত মক্কেলগন বাঁকুড়া জেলা অতিরিক্ত সাবরেজিস্ট্রী অফিসে গত ইং ৩০/০৩/২০২৩ তারিখে I-010201525/2023 নং রেজিস্ট্রীকৃত কোবালা দলিলমূলে খরিদ করিয়াছেন তাই রেকর্ড করিবার নিমিত্তে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে আমার সহিত অথবা B.L. & LR.O. Bankura-II আগামী ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

RAJARSHI BANERJEE
Advocate,
Bankura Court

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল যথা শ্রীমতী মিঠু মহাদানী, স্বামী শিবদাস মহাদানী তিনি বাঁকুড়া জেলা সাবরেজিস্ট্রী অফিসে ইং ০৩/০২/২০২০ তারিখে IV-010100041/2020 নং আমমোক্তার নামা রেজিস্ট্রীকৃত দলিলমূলে ১) শ্রী গৌতম মুখোপাধ্যায়, ২) শ্রী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ৩) শ্রী সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় সর্বপিতা ৺রাঘবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ৪) শ্রীমতী নিবেদিতা ব্যানার্জী, পিতা ৺রাখবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বামী শ্রী আশিষ কুমার ব্যানার্জী, সাকিম দোলতলা, বাঁকুড়া, পোঃ, থানা ও জেলা বাঁকুড়া পিন ৭২২১০১, ৫) শ্রীমতী শিখা বন্দোপাধ্যায়, পিতা ৺রাঘবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বামী শ্রী সাগর বন্দোপাধ্যায় সাকিম অশোকপল্লী, পোঃ রূপনারায়নপুর, থানা শালানপুর, জেলা পশ্চিম বর্দ্ধমান, পিন ৭১৩৩৮৬, ৬) শ্রীমত্যা পারুল মুখার্জী, স্বামী ৺রাঘবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সাকিম ও পোঃ শালবনী, থানা ও জেলা বাঁকুড়া ব্যক্তিগন দ্বারা নিযুক্তীয় আমমোক্তার গোপালকৃষ্ণ রায় পিতা ৺গৌরহরি রায় তাহার ত্যক্ত দলিলে ক্ষমতাবলে থানা ও জেলা বাঁকুড়া মৌজা আসনাতে এল আর হাল ৪০২/১ নং খতিয়ানে লিখিত এল আর হাল ৪৮৭ নং দাগে কানালী জমি ২.৩১ একর জমি আমার উপরোক্ত মক্কেলগন বাঁকুড়া জেলা অতিরিক্ত সাবরেজিস্ট্রী অফিসে গত ইং ৩০/০৩/২০২৩ তারিখে I-010201527/2023 নং রেজিস্ট্রীকৃত কোবালা দলিলমূলে খরিদ করিয়াছেন এবং উপরোক্ত একই তপশীল বর্নিত সম্পত্তিতে একই তারিখে একই সাবরেজিস্ট্রী অফিসে I-010201526/2023 নং রেজিস্ট্রীকৃত দলিলমূলে এল আর হাল আসনা মৌজার ৪৮৭ নং দাগে ০.২২৩১ একর কাত ১০০৬ বর্গফুট কাত ২.৩১ শতক কানালী জমি আমার মক্কেল খরিদ করিয়াছেন তাই রেকর্ড করিবার নিমিত্তে যদি কাহারো কোন আপত্তি থাকে তাহা হইলে আমার সহিত অথবা B.L. & L.R.O. Bankura-II আগামী ৩০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

RAJARSHI BANERJEE
Advocate,
Bankura Court

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে আমারা ১) তরুণ বিশ্বাস ২) নিমাই ঘোষ ৩) জয়ন্ত রায় এই তিন জন বিমলেন্দু বল ও পিনাকী বল সহ আনান্য মহাশয় / মহাশয়া দের নিকট হইতে রানাঘাট -১ ADSR অফিসে I- 7288/2023 আমমোক্তারনামা বলে আমমোক্তার নিযুক্ত হয়ে মৌজা- বীরনগর, J.L 19 দাগ- ৩৭৩৭.৩৭৪৯ তে খতিয়াণ- ১৬৭ ও ৩১৬৫ জমি বিক্রয় করেছি। নিম্নে ক্রেতাগনের নাম দেওয়া হল। প্রদীপ মোদক (I - ৩০৩৮/২০২৫), সাগর বসাক (I - ৩০৪১/২০২৫), অমল বসাক (I - ৩০৪২/২০২৫) উক্ত জমি ক্রেতাগনের নামে রেকর্ড হলে কারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে রানাঘাট- ১ B.L.&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন। নচেৎ আইন আনুক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

// জেলা-হুগলীর অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত প্রথম ট্রাক কোর্ট চুঁচুড়া //
২০১৮ সালের - ১৭ নং প্রবেট মোকর্দ্দমা
বিজন ঘোষ ..... দরখাস্তকারী
(বনাম)
ব্রজেন কুমার ঘোষ .... প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো যাইতেছে যে-জেলা- হুগলীর, সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত ছুটিপুর সাকিমের বাসিন্দা স্বর্গীয় তুলসী চরন ঘোষের পুত্র শ্রী অজিত কুমার ঘোষ, জেলা- হুগলীর, সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত ছুটিপুর মৌজাস্থিত সম্পত্তি সম্বন্ধে গত ইং- ২৫/৪/২০০১ তারিখে একটি উইল করিয়া যান। ঐ উইলের প্রবেটে প্রার্থনায় জেলা- হুগলীর চন্দননগর জেলা ডেলিগেট আদালতে ২০১৭ সালের ০৭ নং এ্যাক্ট-৩৯ মোকর্দ্দমা দাখিল হয় এবং পরবর্ত্তীকালে তাহা কনটেনসিয়াস হইয়া যাওয়ার কারন উক্ত মোকর্দ্দমা জেলা-হুগলীর জেলা জজ আদালতে পুনরায় দাখিল করা হয় এবং তদপর উক্ত মোকর্দ্দমা জেলা-হুগলীর চুঁচুড়ার অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, প্রথম ট্রাক কোর্ট-এ স্থানান্তরিত হইয়াছে, যাহা ২০১৮ সালের ১৭ নং প্রবেট মোকর্দ্দমা হিসাবে নথিভুক্ত হইয়াছে । এই মোকর্দ্দমায় যদি কোন ব্যক্তির বক্তব্য থাকে তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা কোন আইনজীবি মারফৎ আদালতে উপস্থিত হইয়া অত্র বিজ্ঞতি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বক্তব্য পেশ করিবেন । অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
তন্ময় মুখার্জ্জী (উকিলবাবু)
আদালতের আদেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
জেলা-হুগলীর অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত প্রথম ট্রাক কোর্ট, চুঁচুড়া, ০৪/০৪/২৫

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমার মক্কেল **গোপাল মুর্মু**, পিতা ৺ চুনু মুর্মু, সাবেক সাকিম রহিমপুর, পোঃ- মহানাদ, থানা - পোলবা, জেলা - হুগলী, পিন নং-৭১২১৪৯ এবং হাল সাং- রোসনা, পোঃ- রোসনা, থানা- পাভুয়া, জেলা- হুগলী, পিন নং- ৭১২১৪৯। আমার মক্কেলের সম্পত্তি থানা পোলবার সামিল ১)জে.এল. নং-৯, মৌজা- দক্ষিণপাড়া, এল.আর ১২০৪ নং খতিয়ানে, দাগ নং- ৮৬, শ্রেণী শুনা, ১ আনায় ১০৩ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ৫১ শতক এবং ২)জে.এল. নং-৯, মৌজা- দক্ষিণপাড়া, এল.আর ১২০৪ নং খতিয়ানে, দাগ নং- ৮৬/৮০৬, শ্রেণী শুনা, ১ আনায় ৬২ শতকের মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ৩১ শতক, একুনে দুইটি দাগে মোট ৮২ শতক শুনা জমি আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত সম্পত্তি যাহা বর্তমান এল.আর জরিফে মক্কেলের নিজ নামে নথিভুক্ত রহিয়াছে। মক্কেলের অভাব অনটন থাকার কারনে উক্ত সম্পত্তি তিনি বিক্রয় করিতে চান তাহাদের সহজাতী অর্থাৎ আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত কাহারো ক্রয় করিতে ইচ্ছা প্রকাশ থাকিলে আমার মক্কেল গোপাল মুর্মু, মোবাইল - ৯৮০০২৯৭২২৯- নম্বরে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইবার ১৫ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন। যদি কোনো সহজাতী ক্রয় করিতে ইচ্ছুক না হন তা হইলে তিনি অন্য সহজাতী কে বিক্রয় করিবেন।

ইতি- **সনৎ কুমার শীল (উকিলবাবু)**
জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল তথা বিবেকানন্দ মান্না পিতা রঙ্গলাল মান্না গ্রাম কিসমত শিবরাম নগর থানা ভবানীপুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, জয়ন্ত মান্না পিতা ভোলানাথ মান্না গ্রাম কিসমত শিবরাম নগর থানা ভবানীপুর পূর্ব মেদিনীপুর, অতসী মান্না স্বামী জয়ন্ত মান্না গ্রাম কিসমত শিবরাম নগর থানা ভবানীপুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর. শর্মিষ্ঠা মাইতি স্বামী সমীর মাইতি গ্রাম কিসমত শিবরাম নগর থানা ভবানীপুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, তনুশ্রী মান্না স্বামী বিকাশ মান্না গ্রাম দেউর্গ থানা ভবানীপুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, সুলেখা সামন্ত স্বামী তরুণ কুমার সামন্ত নিবেদিতা কলোনি থানা ভবানীপুর জেলা পূর্ব মেদিনীপুর। এতদ্বারা জ্ঞাত করিতেছি যে বিগত ইংরেজি ১৩/৬/২০১৬ এবং ২২/৭/২০১৬ তারিখে সম্পাদিত যথাক্রমে I-00268 and I-00385 নম্বর আমমোক্তার বলে সন্তোষ সরদার, সমর সরদার, বিশ্বনাথ সরদার, শিবনাথ সরদার, সুকুমার সরদার, পরিমল সরদার, নির্মল সরদার, সঞ্জীব সরদার, ইন্দ্রজিৎ সরদার , ভারতী সরদার, লতিকা সরদার, মায়া সরদার, দীপঙ্কর সরদার, স্বপন সরদার, যমুনা সরদার, শুভেন্দু সর্দার, সুখেন্দু সরদার, সরোজ সরদার, শুভঙ্করী সরদার, কমলা বালা সরদার, স্বর্ণালি গায়েন সরদার, শম্ভুনাথ সরদার সকলের সাং Garagacha paschim, PO. Garia, PS. Sonarpur, Kolkata - 700084, Dist. South 24 pargana ব্যক্তিগণ আমমোক্তার বলে (1) শ্রী বিশ্বজিৎ বিশ্বাস পিতা প্রভাত বিশ্বাস জাতি হিন্দু পেশা, ব্যবসা সাকিন A/41, গংগানগর পোস্ট মুকুন্দপুর থানা পূর্ব যাদবপুর কলকাতা 700099, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা. (2) শ্রী মতিলাল মন্ডল পিতা লালমোহন মন্ডল জাতি হিন্দু সাকিন 7/1 নিতাই নগর গ্রীন পার্ক পোস্ট মুকুন্দপুর থানা পূর্ব যাদবপুর কলকাতা 700099, জেলা দক্ষিণ 24 পরগনা ব্যক্তিকে আমমোক্তার যুক্ত করে বর্তমানে কালিকাপুর মৌজায় 375 হাল দাগ 3 কাঠা 1 ছটাক 35 বর্গফুট জে এল নম্বর ২০, খতিয়ান নম্বর ৩৩৯, সম্পত্তি বিগত ইংরেজি 19.09.2016 তারিখে বিক্রয় করে যাহা ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিসে বুক নম্বর 1, দলিল নম্বর I-3050/16 হিসাবে রেজিস্টিকৃত আছে। বর্তমানে BL & LRO অফিসে Mutation cash number MN/2025/1630/4602, MN/2025/1630/4603, MN/2025/1630/4601, MN/2025/1630/4600, MN/2025/1630/4604, MN/2025/1630/4599 নথিভুক্ত করা হয়েছে। উক্ত কেসে কারোর যদি কোন আপত্তি থাকে তারা সংশ্লিষ্ট BL & LRO Kolkata অফিসে 30 দিনের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করবেন, তা না হইলে কোনরূপ অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

বিবেকানন্দ মান্না, জয়ন্ত মান্না, অতসী মান্না, তনুশ্রী মান্না, শর্মিষ্ঠা মাইতি, সুলেখা সামন্ত

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা
দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪,
মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

NOTICE

Notice is hereby given by the undersigned that One Original Sale Deed No. 03789 for the Year 2015, dated 01.04.2015 which was duly registered at office of the A.R.A - II KOLKATA and recorded in Book No. I, Volume No. 21, Pages : 2458 to 2478, Being No. 03789 for the Year 2015, has been lost by my client Raj Kumar Daga, Partner of Blue Vista Agency, since 15.01.2025 from their office at Khamar Bhatinda, 24 Parganas (N), Kolkata - 700135. That my client have lodged a General Diary at Rajarhat Police Station vide No. 488 dated 08.05.2025 If anybody has any information or any objection in respect of the said lost Deed, please do raise such objection in writing along with documentary proof within 7 days hereof and thereafter no such objection shall be entertain thereafter.

Gourab Banerjee, Advocate
Mb : 9230235220
Damodar House, 1/A, Vansittart Row
2nd Floor, Kolkata - 700 001

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

আ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী চন্দ্রনাথ কুন্ডু** পিতা ৺হেমন্ত কুমার কুন্ডু সাকিম মুন্ডুলিকা, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী-৭১২৪০৪, মহাশয় বিগত ইং ২২/০৮/২০২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর, জাঙ্গীপাড়া, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ০৬১৫ ভল্যুমের ৭০৫৮৬-৭০৫৯৮ নং পাতায় লিপিবদ্ধ ৩১৬৪/২০২২ নং আমমোক্তার দলিল মুলে আমাকে (**শ্রী সোমনাথ পাল** পিতা সুজিত পাল সাকিম মির্জাপুর, তারকেশ্বর, হুগলী- ৭১২৪১০) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমি নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতেছি। **তপশিল** - জেলা হুগলী, থানা জাঙ্গীপাড়া, মৌজা মুন্ডলিকা, ১২৩ নং জে. এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৮৮৭ নং খতিয়ানে, সাবেক তথা হাল এল.আর ২৭৫২ নং দাগে, শালি জমি ষোল আনায় ০৮ শতক সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়ের পর ক্রেতাগণ তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও জাঙ্গীপাড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিবেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।

ইতি- **শ্রী সোমনাথ পাল**
আমমোক্তার

'আপনার পাশে মানুষ নেই, চোরেরা আছে', মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'অপারেশন সিঁদুর' সফল হওয়ার পর বীর ভারতীয় সেনাবাহিনী ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাতে সোমবার বানারহাটে তিরঙ্গা যাত্রা ও ধন্যবাদ সভা আয়োজিত হয়। হাজার হাজার দেশভক্ত নাগরিকের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, জলপাইগুড়ির সাংসদ ডা. জয়ন্ত রায়, বিধায়ক দীপক বর্মন, বিশাল লামা ও বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্ব।

সভার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করে শুভেন্দু বলেন, 'আপনার সঙ্গে মানুষ নেই, পুলিশ আর উন্নয়ন গুণ্ড-গৌতমের মতো চোরেরা আছে। আপনাকে আর রাজ্যের মানুষ বিশ্বাস করে না। এখানে দশ হাজারের বেশি সংখ্যায় মানুষ তিরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিয়েছে, আমরা দেখিয়ে দিয়েছি। দেশের সেনাবাহিনী যখন প্রাণ বাজি রেখে অভিযান চালাচ্ছে, তখন আপনি ঢাক ঢাক গুড় গুড় করে চুপ করে থাকেন।' সভামঞ্চে তাঁর বক্তৃতা বারবার দেশপ্রেম, নিরাপত্তা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মুখর হয়। তাঁর দাবি, 'আজ সারা বাংলা বুঝে গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার শুধু দুর্নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে। গরু, কয়লা, চাকরি, সবখানেই চুরি চলছে।'

'দেশ নয়, রাজনীতিই বড়', ইউসুফ বিতর্কে মমতাকে তোপ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রীয় সরকারের গঠিত সর্বদলীয় প্রতিনিধিদলে তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানকে প্রত্যাহার নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে তাঁর মন্তব্য, 'এই সফর কোনও রাজনৈতিক ভ্রমণ নয়। এটি ভারত সরকারের একটি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ফলে কারা এই প্রতিনিধিদলে থাকবেন, তা ঠিক করার অধিকার একমাত্র কেন্দ্রের। এটি সাংবিধানিকভাবে সঠিক এবং বাস্তবসম্মত।' সুকান্ত মতে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিলে ইউসুফ পাঠানকে প্রত্যাহার করতেন না। বরং মমতার মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত গোটা দেশকে বার্তা দিচ্ছে, তাঁর দল পাকিস্তান-পৃষ্ঠপোষিত সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে চায় না। এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে তৃণমূলের কয়েকজন প্রভাবশালী নেতার ভূমিকা ছিল বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। সুকান্ত বলেন, যাঁরা শুরুতে বাদ পড়েছিলেন, তাঁদের কেউ কেউ এখন সেই প্রতিনিধিদলে যোগ দেওয়ার আগ্রহ দেখাচ্ছেন বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক, এই নেতিবাচক রাজনীতির চরম মূল্য চোকাতে হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষকে। সুকান্তর অভিযোগ, মমতার তোষণভিত্তিক রাজনীতির ফলে রাজ্যে পরিস্থিতি এক ধরনের জনসংখ্যাগত রূপান্তর ঘটানো হচ্ছে। তাঁর মতে, এই ধারা বন্ধ না হলে বাংলার ভবিষ্যৎ গভীর সঙ্কটে পড়বে।

'দেশ আগে নয়, ভোটব্যাঙ্ক বড়' মুখ্যমন্ত্রীকে তুলোধনা অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগবাজার মায়ের বাড়ি থেকে সোমবার 'তিরঙ্গা যাত্রা'য় অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভানেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। 'কাশ্মীরে জঙ্গিহানার প্রেক্ষিতে দেশজুড়ে সেনার পাশে থাকার বার্তা ঘিরে যখন দেশ একজোট, তখন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্র রাজনৈতিক স্বার্থ দেশপ্রেমের উপরে উঠতে পারছে না' বলে অভিযোগ করে বসলেন তিনি।

অগ্নিমিত্রা বলেন, '১৪০ কোটির দেশ একজোট হয়েছে, সমস্ত রাজনৈতিক দল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে দেশের পাশে দাঁড়িয়েছে। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে এখনও ক্ষুদ্র রাজনীতি। এ কেমন দুঃখজনক।' তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পুরনো অবস্থানগুলিও মনে করিয়ে দেন। 'বালাকোট, পুলওয়ামা, বাটলা হাউস—সব ক্ষেত্রেই সেনা ও দেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছিলেন উনি। এবারও কিছু বললেন, কেন বললেন?' অগ্নিমিত্রার বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে প্রশ্ন ছোঁড়েন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি উদ্দেশ্য, পাকিস্তানকে বার্তা দেওয়া? যে আমরা সেনার সঙ্গে তিরঙ্গা নিয়ে হাঁটি ঠিকই, কিন্তু মনের দিক থেকে তোমাদের সঙ্গেই আছি?' তিনি আরও অভিযোগ, 'সাম্প্রতিক কালে পাকিস্তানের এক টিভি চ্যানেলে মুখ্যমন্ত্রীর নাম নেওয়া হয়েছে 'পাকিস্তানপন্থী শুভানুধ্যায়ী'দের তালিকায়। তাহলে কি সেজন্যই ইউসুফ পাঠানের নাম প্রতিনিধি দল থেকে বাদ গেল?' এখানেই না থেমে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'যে প্রতিনিধিদলকে নিয়ে আমরা গর্ব করি, সেই দলে কেন বাদ গেলেন পাঠান? শুধুমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ঈর্ষা থেকে?' অগ্নিমিত্রা সোশ্যাল মিডিয়ায় পাকিস্তান-পন্থী পোস্ট প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, 'যারা ভারতের বিরুদ্ধে, পাকিস্তানের পক্ষে পোস্ট করছে, তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেই। সাইবার অপরাধ দমন শাখা কোথায়? পুলিশের মন্ত্রী তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। তাহলে এ নিশ্চুপতা কেন?'

অমৃত ভারত প্রকল্পে নব রূপে জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন, উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: আধুনিকতার ছোঁয়ায় নব রূপে সাজানো হচ্ছে দেশের ১০৩টি স্টেশন। সেই তালিকায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশন। ২২ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই স্টেশনগুলির উদ্বোধন করবেন। ওই দিনই উদ্বোধন হবে পশ্চিমবঙ্গের পানাগড় ও কল্যাণী ঘোষপাড়া স্টেশনও। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে পশ্চিমবঙ্গে মোট ১০০টি স্টেশনের উন্নয়ন চলছে। আধুনিক পরিকাঠামো ও যাত্রী সেবাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনের সংস্কার সম্পন্ন হয়েছে রেকর্ড সময়ে। স্টেশনে তৈরি হয়েছে নতুন লিফট, উন্নত স্টেশন কনকোর্স, রিটায়ারিং রুম, শৌচাগার, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির প্রতীক্ষালয়, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত বিশ্রামাগার। প্ল্যাটফর্মে বসানো হয়েছে উন্নত গ্রানাইট টাইলস। বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের জন্য তৈরি হয়েছে র‍্যাম্প, জলকক্ষ, টিকিট কাউন্টার ও শৌচাগার। পার্কিং অঞ্চলের উন্নয়ন হয়েছে মোরাম পাথর বিছিয়ে। স্থানীয় শিল্পকলাকে তুলে ধরতে কনকোর্স ও স্টেশন এলাকাজুড়ে আঁকা হয়েছে মধুবনী শিল্প। উন্নয়ন হয়েছে সঞ্চালন এলাকা, প্রবেশপথ ও রাস্তার। সংস্কার কাজ তুলে ধরতে সাংবাদিক, রেল অনুরাগী ও সোশ্যাল মিডিয়া প্রভাবশালীদের নিয়ে জয়চণ্ডী পাহাড় স্টেশনে আয়োজন করা হয় মিডিয়া সফর। তাঁদের সেই স্টেশনের আধুনিক সুবিধাগুলি ঘুরিয়ে দেখানো হয় ও বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ২০ মে ২০২৫, ৫ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার

‘আন্দোলন করুন, হিংসাত্মক আচরণ নয়’

চাকরিহারাদের অভিষেকের পরামর্শে পাল্টা শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘আন্দোলন হবে অহিংসার পথে, গণতন্ত্রের পথে। গান্ধীজি অহিংসার কথা বলেছিলেন, আমরাও আন্দোলন করেছি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রতিবাদ প্রদর্শন করা মানেই হিংসাত্মক আচরণ নয়।’ দিল্লি যাওয়ার আগে চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলন নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আন্দোলন করুন, কিন্তু হিংসাত্মক আচরণ করবেন না, চাকরিহারা শিক্ষকদের পরামর্শ অভিষেকের।

সরকারি সম্পত্তি নষ্ট ও সরকারি কর্মচারীদের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে ৫ শিক্ষককে ডেকে পাঠিয়েছে বিধাননগর নর্থ থানা। বৃহস্পতিবার বিকাশ ভবনে আন্দোলনকারী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আগেই একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করেছিল পুলিশ। তারপরও বিকাশ ভবনের সামনে লাগাতার অবস্থান চালিয়ে যাচ্ছেন চাকরিহারা ‘যোগ্য’ শিক্ষকরা। সরকার পাশে থাকার আশ্বাস দিলেও কোনওরকম আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না বলেই জানিয়েছিলেন চাকরিহারারা। যদিও দিল্লি যাওয়ার পথে কলকাতা বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে অভিষেক একপ্রকার বরাভয় দেওয়ার চেষ্টা করেছেন চাকরিহারাদের। জানিয়েছেন, বিচারব্যবস্থার উপর তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। রাজ্যও রিভিউ পিটিশন দিয়েছে। একটা সুরাহার পথ নিশ্চয়ই বেরোবে। তবে আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তাঁর পরামর্শ, আন্দোলন চলুক, তবে তাতে রাজনৈতিক রং না লাগতে দিয়ে প্রতিবাদ যেন গণতন্ত্রের পথে হয়। অভিষেক বলেন, ‘আমি কিছু ফুটেজ দেখেছি। গেট ভাঙার ভিডিও দেখেছি। চাকরিহারাদের এই আন্দোলনকে আমি ছোট করব না, সেই ধৃষ্টতা আমার নেই। কিন্তু আন্দোলন কখনও উগ্র হয় না, হিংস্র হয় না। আমরা একশো দিনের কাজ নিয়ে দিল্লিতে আন্দোলন করেছি। সাধারণ মানুষ তো ছেড়েই দিন, যাঁরা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, এমনকি মহিলাদের চুলের মুঠি ধরে মারা হয়েছে। আমরা তো হিংসার পথে যাইনি। বরং পরের দিন রাজভবনের বাইরে ধর্নায় বসেছি। সবটাই শান্তিপূর্ণ, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আমি চাইব, শিক্ষকরাও যেন অহিংসার পথে থেকে আন্দোলন করেন। আন্দোলনের অধিকার সকলের রয়েছে।’ এ ব্যাপারে চাকরিহারাদের তরফে চন্ময় মণ্ডল অবশ্য বলেন, ‘অভিষেক তাঁর কথা বলেছেন। কিন্তু একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে গোটা বিষয়টা তাঁর নজরে আনা উচিত ছিল। শুধু আমরা কী করেছি না করেছি, তা নয়।’ চিন্ময় বলেন, ‘ওঁর উচিত একবার ভেবে দেখা, কেন আমরা রাস্তায় আছি, কেন আমাদের রাস্তায় এনে ফেলা হল, কেনই বা দিনের পর দিন আমাদের রাস্তায় পড়ে থাকতে হবে! দোষটা কার, চাকরিটা গেল কার জন্য, এই মুহূর্তে কী কী করা উচিত, সেটাও ভেবে দেখা উচিত তাঁর।’ তাঁর মতে, চাকরিহারা যোগ্য শিক্ষকরা কেবল একটাই বাধা অতিক্রম করেছিলেন, সেটা হল বিকাশ ভবনের গেট। বাদবাকি তাঁদের অবস্থান শান্তিপূর্ণই ছিল। চিন্ময় বলেন, ‘স্লোগানে একটাই আওয়াজ ছিল, মুখ্যমন্ত্রী অন্তত একবার আসুন। তার পরের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে, সেটা সকলেই দেখেছেন, ক্যামেরাতেও ধরা পড়েছে। বরং যাঁদের উপর নির্মম লাঠিচার্জ করা হল তাঁদের বিরুদ্ধেই এখন মামলা করা হচ্ছে। এখানে ঘুরিয়ে কথা বলার কিছু নেই। আমাদের দাবি ন্যায্য। আমাদের দাবি সত্য।’ ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার আগে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘বাংলার সরকার এখন একটা প্রাইভেট কোম্পানি। যার চেয়ারম্যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আর ভাইপো অভিষেক সেই কোম্পানির এমডি। গোটা রাজ্য চলছে এই পারিবারিক কর্পোরেট শাসনে। এই কোম্পানি বাংলা চালাতে পারে না, শুধু লুটপাট আর ভোটব্যাঙ্কে বিশ্বাস করে।’ বিরোধী দলনেতার সাফ মন্তব্য, ‘তৃণমূল কোম্পানির শাসনে এই বাংলায় সাধারণ নাগরিক, শিক্ষক, হিন্দু কেউই নিরাপদ নন। প্রশাসন জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষক, সংখ্যালঘু তোষণই একমাত্র হাতিয়ার। এখনই না রুখলে বাংলা আর বাংলার ভবিষ্যৎ ধ্বংসের পথে।’

বালুর চিঠি কী ‘রেশন লুট’-এর নকশা?

হস্তাক্ষর মিলিয়ে তদন্তে ইডি

ফাইল চিত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন: রেশন দুর্নীতিতে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের ভূমিকা নিয়ে এবার প্রমাণের নতুন হাতিয়ার খুঁজছে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দাবি, ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময় প্রাক্তন মন্ত্রী তাঁর কন্যা প্রিয়দর্শিনী মল্লিককে একটি চিঠি লেখেন, যা উদ্ধার হয় হাসপাতালে মোতায়েন সিআরপিএফ জওয়ানদের নজরদারিতে। ইডির অভিযোগ, সেই চিঠিতেই রেশন দুর্নীতির ‘চালচিত্র’ ছিল।

চিঠিটি আদৌ জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের লেখা কি না, তা নিশ্চিত করতে এবার তাঁর হস্তাক্ষরের নমুনা সংগ্রহ করল ইডি। সোমবার দুপুরে কলকাতা বিচার ভবনে ১৯ নম্বর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে হাজির করানো হয় তাঁকে। আদালতের অনুমতি মেলায় সেখানেই তাঁর লেখা সংগ্রহ করে পাঠানো হয় ফরেন্সিক পরীক্ষায়। ইডি সূত্রে দাবি, চিঠিতে উল্লেখ রয়েছে কীভাবে কালো টাকা সংগ্রহ ও পাচার করতে হবে, কার মাধ্যমে তা চলবে এবং কারা রেশন দুর্নীতির লাভভাগী।

এমনকি বনগাঁর প্রাক্তন তৃণমূল পুরপ্রধান ও মামলায় ধৃত শঙ্কর আঢ্য ওরফে ‘ডাকু’-র নামও ছিল বলে জানা গিয়েছে। প্রভাবশালীদের নামও নথিভুক্ত। এসবই তদন্তকে অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছে বলেই দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার। তবে একাধিক প্রশ্নও উঠছে, হাসপাতালে কীভাবে কাগজ ও কলম পেলেন বন্দি মন্ত্রী? কেন্দ্রীয় বাহিনীর নজরদারিতেও কীভাবে চিঠি পৌঁছে গেল তাঁর মেয়ের কাছে? ইডির দাবি, শুরুতে চিঠি লেখার কথা স্বীকার করলেও পরে তা অস্বীকার করতে পারেন বালু। তাই এবার প্রমাণ চাই, হাতের লেখায়।

কুণাল ঘোষ-সহ ৮ জনের বিরুদ্ধে রুল জারি, সশরীরে হাজিরার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাইকোর্ট চত্বরে হেনস্থা-কাণ্ডর জেরে সোমবার রুল জারি করল সব্যসাচী ভট্টাচার্য, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বিশেষ বেঞ্চ। আইনজীবীদের চেম্বারের সামনে বিক্ষোভ ও হেনস্তার অভিযোগে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ-সহ আটজন চাকরিপ্রার্থীর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিল কলকাতা হাইকোর্ট। সোমবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য, বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিচারপতি রাজর্ষি ভরদ্বাজের বিশেষ বেঞ্চ রুল জারি করে জানায়, আগামী ১৬ জুন দুপুর ১২টা ৩০ মিনিটের মধ্যে তাঁদের সশরীরে হাজির হয়ে ব্যাখ্যা দিতে হবে, কেন তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে না। ব্যর্থ হলে আদালত গ্রেপ্তারির নির্দেশ দিতে পারে। গত ২৫ এপ্রিল, বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য-সহ একাধিক আইনজীবীর চেম্বারের সামনে চাকরিপ্রার্থীদের বিক্ষোভ ও হেনস্থার অভিযোগ ওঠে। সেই প্রেক্ষিতে রাজু দাস, শুভেন্দু দাস, অতনু রায়, তপন মণ্ডল, চন্দন মিদ্দা, শিবানী কুইট্টি, সঞ্জয় বৈরাগী ও কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হয়। এর আগে ২ মে, তাঁদের ১৫ দিনের মধ্যে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে তা জমা না পড়ায় রুল জারি করা হয়। আদালতে কুণাল ঘোষের আইনজীবী বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য দাবি করেন, ঘটনার সময় কুণাল নিউটাউনে একটি অনুষ্ঠানে ছিলেন। নিজে হাজির হয়ে কুণাল বলেন, ‘বিক্ষোভে আমি ছিলাম না। ওই আচরণ সমর্থন করি না। আমাকে ইচ্ছাকৃতভাবে ফাঁসানো হচ্ছে। আমার বিচারপতিদের উপর পূর্ণ আস্থা রয়েছে।’ এদিন কলকাতার পুলিশ কমিশনারের রিপোর্টও পেশ হয় আদালতে। এই ঘটনার সূত্র ধরেই আবার চর্চায় রাজ্যের এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি, কারণ চাকরিপ্রার্থীদের বড় অংশ এসএলএসটি-র ভুক্তভোগী। উত্তেজনা ছড়িয়েছে তৃণমূল নেতৃত্বেও। হাইকোর্টের পরবর্তী পদক্ষেপে রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বেহালায় ৯০ দিনের ট্র্যাফিক রদবদল, একাধিক রাস্তায় বন্ধ থাকবে রুট বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভূগর্ভস্থ নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আগামী তিন মাস ব্যাপক যানবাহন নিয়ন্ত্রণ চালু হচ্ছে দক্ষিণ কলকাতার বেহালায়। কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের কারণে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় বাস এবং ভারী যান চলাচল বন্ধ থাকবে। ফলে বেশ কিছু রুটে ঘুরপথে চলতে হবে গাড়িগুলিকে। জানা গিয়েছে, এম এল গুপ্ত রোডের বেশ কয়েকটি সংযোগস্থলে পাইপ বসানোর কাজ হবে। ভুবন মোহন রায় রোড মোড়, সোদপুর ফার্স্ট লেন, ব্রিকফিল্ড রোড, হেমচন্দ্র ও কালীপদ মুখার্জি রোড জংশনে কাজ চলবে। এই এলাকাগুলিতে সব ধরনের বাস ও ভারী যান চলাচল নিষিদ্ধ থাকবে। এই পরিস্থিতিতে পরিবর্তন আসছে একাধিক বাসরুটে। এসও১, এসি৩১, ২১, এসডি ৪/১ এবং সারদা পার্ক-আনন্দপুর রুটের বাসগুলি মুচিপাড়া ক্রসিং থেকে রাজা রামমোহন রায় রোড, জেমস লং সরণি ও বিরেন রায় রোড ঘুরে গন্তব্যে যাবে। ফেরার সময় ছোট গাড়িগুলিও সন্তোষ রায় রোড হয়ে জেমস লং সরণি ধরে মুচিপাড়া পর্যন্ত ঘুরপথে চলবে। এই নির্দেশ ইতিমধ্যেই কার্যকর হয়েছে এবং আগামী ৯০ দিন বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে পুলিশের তরফে। জনসাধারণকে আগাম সতর্ক করে বিকল্প পথ ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে শিল্পাঞ্চলে তেরঙ্গা যাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানিয়ে সোমবার বিকেলে শ্যামনগর চৌরঙ্গী মোড় থেকে শুরু হয় তেরঙ্গা যাত্রা। ঘোষপাড়া রোড ধরে সেই তেরঙ্গা যাত্রা বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিক্রমা করে ইছাপুর মানিকতলায় শেষ হয়। উক্ত তেরঙ্গা যাত্রায় এদিন বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ সমবেত হয়েছিলেন। তেরঙ্গা যাত্রায় অংশ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীরা দেশের মা-বোনদের মাথার সিঁদুর মুছে দিয়েছিল। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি পাকিস্তানের সন্ত্রাসবাদীদের মোক্ষম জবাব দিয়ে প্রমান করেছেন, কিভাবে মা-বোনদের সিঁদুরের দাম দিতে হয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি আর মা-বোনদের সিঁদুর মুছতে দেবেন না।’

তেরঙ্গা যাত্রায় এদিন হাজির ছিলেন ভাটপাড়ার বিধায়ক পবন কুমার সিং, বিজেপির উত্তর ২৪ পরগনা জেলার ইনচার্জ কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে ও কৌস্তভ বাগচী, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি প্রমুখ।

সাম্প্রতিক বিস্ফোরণের তালিকা সমূহ

পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন সময়ে নানা জায়গায় বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। নিচে সাল, তারিখ ও স্থান ধরে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা তুলে ধরা হল--

- ১৬ মার্চ ১৯৯৩ কলকাতার বউবাজারে মহম্মদ রশিদ খানের একটি গোপন বোমা তৈরির কারখানায় বিশাল বিস্ফোরণে ৪৫ জনের মৃত্যু হয়।
- ২ অক্টোবর ২০১৪ বর্ধমানের খাগড়াগড়ে জামাত-উল-মুজাহিদিন বাংলাদেশ জঙ্গিদের আস্তানায় বোমা বিস্ফোরণ ঘটে। ঘটনায় ২ জন নিহত হন। পরে এনআইএ তদন্তে উঠে আসে আন্তর্জাতিক জঙ্গিযোগের তথ্য।
- ২০ নভেম্বর ২০০৬ নিউ জলপাইগুড়ি-হলদিবাড়ি ট্রেনের একটি কামরায় বিস্ফোরণে ৫ জন নিহত হন, আহত হন ২৫ থেকে ৬৬ জন।
- ৮ মে ২০১৫ পশ্চিম মেদিনীপুরে অবৈধ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ১২ জনের মৃত্যু হয়। কারখানার মালিক ছিলেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতা।
- ২৩ আগস্ট ২০১৮ পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিসে বিস্ফোরণ ঘটে। ১ জন নিহত হন, আহত হন ৫ জন।
- ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীর আমঝোরা গ্রামে কাঁচা বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে ৪ জন আহত হন। দুই তৃণমূল গোষ্ঠীর সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে ঘটনাটি ঘটে।
- ২৭ আগস্ট ২০২৩ উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরের মোচপোলে অবৈধ বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে ৯ জন নিহত হন, আহত হন ১২ জন।
- ৬ মে ২০২৪ হুগলির পান্ডুয়ায় পুকুরপাড়ে খেলতে গিয়ে কিশোরদের হাতে থাকা বোমা বিস্ফোরণে একজন নিহত হয়, দু'জন গুরুতর আহত হন।
- ৮ ডিসেম্বর ২০২৪ মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়ার খয়েরতলায় কাঁচা বোমা তৈরির সময় বিস্ফোরণে ৩ জনের মৃত্যু হয়।
- ২৬ মার্চ ২০২৫ উত্তর ২৪ পরগনার ভাটপাড়ায় বিজেপি নেতা অর্জুন সিংয়ের বাড়িতে বোমা ও গুলি ছোড়ার ঘটনা ঘটে। ১ জন আহত হন।
- ২৬ মার্চ ২০২৫ মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে মাঠে পাওয়া ব্যাগের ভিতর থাকা বোমা বিস্ফোরণে আনোয়ারা বিবি ও তাঁর ১১ বছরের নাতি আহত হন।
- ২৮ মার্চ ২০২৫ বীরভূমের নানুরে ছাগল চরাতে গিয়ে ১২ বছরের রতন মণ্ডলের হাতে থাকা বোমা বিস্ফোরণে তার তিনটি আঙুল উড়ে যায়।
- ২৯ মার্চ ২০২৫ দক্ষিণ ২৪ পরগনার নারেন্দ্রপুরে খেলার সময় দুই শিশু, ৮ ও ১০ বছর বয়সি ভাইবোন বোমা বিস্ফোরণে গুরুতর জখম হয়। এক শিশুর চোখের দৃষ্টি চলে যায়।
- এই ঘটনাগুলি থেকে স্পষ্ট যে, রাজনৈতিক হিংসা, অপরাধচক্র ও প্রশাসনিক গাফিলতির জেরে রাজ্যে বারংবার বোমা বিস্ফোরণ ঘটছে, যার বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ, এমনকি শিশুরাও।

আন্দোলনরত শিক্ষকদের পাশে আরজি করের নির্যাতিতার মা-বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসএসসি দুর্নীতির জেরে চাকরি হারানো ‘যোগ্য’ শিক্ষকদের পাশে এবার দাঁড়ালেন আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের নির্যাতিত চিকিৎসকের পরিবার। বিকাশ ভবনের সামনে আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে রবিবার রাত গভীরে দেখা করেন নির্যাতিতার বাবা ও মা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দেন তাঁরা।

নিহত চিকিৎসকের মা বলেন, ‘যিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তিনি পড়াশোনার গুরুত্বই বোঝেন না। না হলে এই শিক্ষকদের ক্লাসরুমে থাকার বদলে রাস্তায় অনশন করতে হতো না। শিক্ষকদের অপমান মানে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অপমান করা।’ শুধু শিক্ষা নয়, নিজের মেয়ের মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ‘সরকারের উদাসীনতায় আমার মেয়েকে সহকর্মী চিকিৎসক ও শিক্ষকদের হাতে ধর্ষণ ও খুন হতে হয়েছে। একদিকে স্বাস্থ্য দপ্তর দায়ী, অন্যদিকে শিক্ষা দপ্তরের দুর্নীতির জন্য যোগ্য শিক্ষকদের চাকরি গেছে।’ নির্যাতিতার মা আরও বলেন, ‘চালের মধ্যে কাঁকড় ঢুকেছে, কে মেশালো বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু এখন খেতে গিয়ে গলায় বিঁধছে। এসএসসি দুর্নীতি যখন হচ্ছিল, তখন সরকার কী করছিল?’ পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। ‘লাঠিচার্জ করা পুলিশকর্মীদের বাড়িতেও তাঁদের সন্তান আছে। কাল সেই সন্তান কী শিক্ষবে? যদি বলে, ‘তুমি আমার শিক্ষককে মেরেছ, আমিও স্কুলে গিয়ে শিক্ষককে মারব’ তখন কেমন লাগবে?’ মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নির্যাতিতার পরিবারের স্পষ্ট বার্তা, ‘এই শিক্ষকরা যদি একদিন কালীঘাট ঘেরাও করেন, আমরা সেখানেও তাদের পাশে থাকব।’

ফের ফেডারেশনের দাপটে কোণঠাসা পরিচালকরা

রাজ্যের দায়িত্বকে স্মরণ করালো হাই কোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: টলিউডে পরিচালকদের কাজ থামাতে আর পারল না ফেডারেশন। সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের কড়া নির্দেশ, কোনও সংগঠনেরই অধিকার নেই কারও জীবিকা বন্ধ করে দেওয়ার। নির্দেশ বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেওয়া হল রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিবকে। একুশো শতকে দাঁড়িয়ে শিল্পীমনস্কতার চেয়ে প্রভাবশালী ইউনিয়নের আধিপত্যই কি চালিকা শক্তি? টলিউডের সাম্প্রতিক চিত্র অন্তত সে কথাই বলে। বছর ঘুরতেই আবার ফেডারেশনের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতের শরনাপন্ন ১৫ জন পরিচালক। তালিকায় রয়েছেন কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সুদেষ্ণা রায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্যের মতো প্রথম সারির নাম। মূল অভিযোগ, ফেডারেশনকে সমালোচনা করলেই কাজ আটকে দেওয়া হয়! বিচারপতি অমৃতা সিংহ সোমবারের শুনানিতে জানিয়ে দেন, স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাওয়া পরিচালকদের বাধা দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে সমাধান খুঁজতে হবে। না হলে পুলিশি সহায়তা নিতে পারবেন পরিচালকেরা। এই রায়ে খুশি ডিরেক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়ার সম্পাদক সুদেষ্ণা রায়। তাঁর কথায়, ‘শুরু থেকেই আদালত আমাদের পক্ষে। এ বার রাজ্যকেও দায়িত্ব নিতে হবে।’ তবে ফেডারেশন সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাসের প্রতিক্রিয়া মেলেনি, ফোন ধরেননি তিনি। এই মামলার সূত্রপাত হয়েছিল বিদুলা ভট্টাচার্যের মাধ্যমে। পরে তাঁর পাশে দাঁড়ান আরও ১৪ জন পরিচালক। তাঁদের একাংশের কাজ একের পর এক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, কারণ তাঁরা মুখ খুলেছিলেন। সব ঠিকঠাক চললে ১৬ জুন এই মামলার চূড়ান্ত রায় দেবে হাই কোর্ট। পরিচালকেরা আপাতত তাকিয়ে সেই দিকেই। প্রশ্ন একটাই, এই বার কি তবে শিল্পীর স্বাধীনতা ফেরত মিলবে তার দিকেই তাকিয়ে আছেন শিল্পীমহল।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্যর ‘থিয়েটার-প্রীতি’ নিয়ে কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে নিয়ে সরাসরি কটাক্ষ করলেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। সোমবার সকালে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে একটি ব্যঙ্গাত্মক পোস্ট করেন তিনি, যেখানে শিক্ষামন্ত্রীর ছবি-সহ থিয়েটার-প্রীতির প্রসঙ্গ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে প্রশাসনিক দায়িত্বহীনতার অভিযোগ তোলেন সুকান্ত। সুকান্তব তাঁর পোস্টে ব্রাত্য বসুর একটি ছবি ব্যবহার করেন। সেই ছবির ক্যাপশনে সুকান্ত লেখেন, ‘কেউ যদি তাঁকে থিয়েটারের বাইরে বা তৃণমূলের জন্য নাটকের চিত্রনাট্য লিখতে দেখতে পান, তাহলে দয়া করে তাঁকে মনে করিয়ে দাও যে তিনি শিক্ষামন্ত্রী, নিজের দায়িত্ব পালন করুন।’

এই মন্তব্যের মাধ্যমে কার্যত শিক্ষামন্ত্রীর সাংস্কৃতিক ব্যস্ততাকে কটাক্ষ করে সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ তুলেছেন যে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়লেও শিক্ষামন্ত্রী সেই দায়িত্ব পালনের বদলে নাট্যচর্চা ও রাজনৈতিক চিত্রনাট্য রচনায় বেশি ব্যস্ত। উল্লেখ্য, রাজ্যের এসএসসি দুর্নীতি মামলাকে ঘিরে একাধিক বিতর্কে জর্জরিত শিক্ষা দপ্তর। কয়েক হাজার শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছে, হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। সেই আবহেই বিজেপি সভাপতি শাসক দলের ‘মন্ত্রিসভা সংস্কৃতি’কে আক্রমণ করে ব্রাত্য বসুর পেশাগত ও রাজনৈতিক ভূমিকার মধ্যে সংঘাতের ইঙ্গিত দেন। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এই কটাক্ষের পাল্টা কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে শাসক দলের একাধিক নেতাই আগে ব্রাত্য বসুর থিয়েটার-প্রীতিকে ‘রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্যের নিদর্শন’ হিসেবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। যদিও রাজ্যের গেরুয়া শিবির সেই ব্যাখ্যায় বিশ্বাস না করে, শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার অভিযোগ তুলে তাঁর যোগ্যতাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করালো। সুকান্ত মজুমদারের এই কটাক্ষকে কেন্দ্র করে সেই রাজনৈতিক চাপ আরও বাড়াবে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

সম্পাদকীয়

রাজনৈতিক কারণেই কি চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা!

সরকারের প্রতিহিংসা পরায়ণ মনোভাব, নিয়োগ-দুর্নীতি চাপা দেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টার কারণেই আজ যোগ্য শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই দুরবস্থা! এই সুযোগে রাজনীতির ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে পড়েছে বিজেপি-ও। অথচ, ২০১৭ সালে ত্রিপুরায় বাম আমলে শিক্ষক নিয়োগ-দুর্নীতির মামলায় দশ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি গিয়েছে। তখনও বিজেপি বলেছিল, আমরা সরকারে এলে সকলের চাকরি ফিরিয়ে দেব। পরবর্তী কালে বিজেপি সরকারে বসলেও সেই প্রতিশ্রুতির ধারে-কাছে যায়নি। তবে চাকরিহারাদের নিয়ে রাজনীতির খেলায় এ রাজ্যের বাম দল বা সিপিআই (এম) কিছুটা পিছিয়ে। কারণ তারা জানে ত্রিপুরার ২০১৭ সালে বাম আমলের শিক্ষা দুর্নীতির কারণে দশ হাজারের বেশি শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি হারানোর কলঙ্ক এখনও তাদের গায়ে লেগে আছে। তাই এ রাজ্যে চাকরিহারাদের সরকার-বিরোধিতায় উস্কানি দেওয়া ছাড়া এই মুহূর্তে তাদের কাছে আর কোনও বিকল্প পথ খোলা নেই। তারা এটাও জানে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে 'শূন্য'-এর গেরো থেকে বেরিয়ে এসে সরকার গড়া তাদের কাছে অলীক স্বপ্ন। না হলে তারাও চাকরিহারাদের 'গিনিপিগ' বানিয়ে তৃণমূল, বিজেপির মতো রাজনীতির খেলা খেলত। আসলে, রাজ্য সরকার থেকে শুরু করে বিরোধী দল, সিপিআই(এম) সকলেই চাকরিহারাদের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি আর আশ্বাসবাণী শুনিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের জন্য সহানুভূতি আদায়ে ব্যস্ত। সব রাজনৈতিক দলই চাইছে, এই বিষয়টিকে আগামী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত জিইয়ে রাখতে। তাই চাকরিহারাদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঢাকা।

শব্দবাণ-২৭৮

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. কর্পূর ৩. গবাক্ষ ৫. জীবিকা, রুটিরুজি ৬. ভাগর, অদৃষ্ট ৭. পর্দা ৯. বায়ু, বাতাস ১১. দৈববাণী, আকাশবাণী ১২. অংশ, ভাগ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বড়ো রন্ধনপাত্র ২. পর্যটক ৩. বিষ ৪. রাক্ষস ৭. ধ্বংস, দফারফা ৮. কাব্যলংকারবিশেষ ৯. শাস্তি, সাজা ১০. ঘন ফুলে গাঁথা দীর্ঘ মালা।

সমাধান: শব্দবাণ-২৭৭

পাশাপাশি: ২. জীবিতেশ্বর ৩. মচ্চিমুলুক ৬. নানারকম ৭.মুখমারুত।

উপর-নীচ: ১. কসাইখানা ২. জীবমন্দির ৪. মুটমহাত ৫. কপিকেতন।

জন্মদিন

আজকের দিন

শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯৪৫ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ সিমরনজিৎ সিং মানের জন্মদিন।*
১৯৭৪ *বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৭৮ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় রমেশ পাওয়ারের জন্মদিন।*

অপারেশন সিঁদুরের সিন্দুকে উন্মুক্ত ভিতর বাহিরে কূটনীতি

সুবীর পাল

বিজ্ঞান যেখানে শেষ দর্শন সেখানে শুরু।

তেমনই, যুদ্ধ যেখানে শেষ রাজনীতি সেখানে শুরু।

এটাই যুদ্ধ তাড়িত বিশ্বের এক ও একমাত্র চিরাচরিত দস্তুর। সমগ্র পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের জন্যই এই নিয়ম যেন চূড়ান্ত ভাবে অপ্রতিরোধ্য। যুদ্ধের ক্ষতে রাজনীতির শল্য চিকিৎসা যেন অনিবার্য হয়ে ওঠে সর্বক্ষেত্রে, সর্বস্তরে, সর্বকালে, সর্বদেশে।

'অপারেশন সিঁদুর'ও এর ব্যতিক্রম হতে পারে কি করে? সুতারাং অপারেশন সিঁদুরের সংঘর্ষ বিরতির সন্ধিক্ষণে রাজনীতির ময়দানে অনেকটা উপযাচক হয়েই মার্কিন মোসাহেব 'ফার্স্ট বয়' সাজতে চেয়েছিলেন বিশ্বের খোলা জানালার সামনে। যদিও ভারত স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছে, পাকিস্তানের অনুরোধেই অপারেশন সিঁদুর আপাতত স্থগিত করা হয়েছে। এমনকি জঙ্গি নির্মূল করার লক্ষ্যে ভারত কোনও তৃতীয় পক্ষের মধ্যস্থতা মানবে না বলেও সাফ জানিয়ে দিয়েছে আমাদের দেশের বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পাকিস্তানের বদান্যতায় আগেভাগে এক্স হ্যান্ডেলে ঘোষণা করেছিলেন, 'আমেরিকা বাণিজ্য বন্ধ করবে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে যদি না দুই দেশ যুদ্ধ বন্ধ করে। ফলে পরমাণু যুদ্ধ রোধ করতে পারলাম।'

এবিষয়ে সরাসরি আমেরিকার সমালোচনা মুখে না করলেও ভারত তার দৃঢ় অবস্থান রাজনৈতিক অস্ত্রেই তাক করেছে মার্কিন মুলুকের প্রান্তে। যুদ্ধের সঙ্গে বাণিজ্যের ব্ল্যাকমেইলের উত্তর বাণিজ্যিক পন্থাতেই দারুণ ভাবে চপেটাঘাত কষালো ভারত। ব্যবসায়িক আঙ্গিকে বেশ কিছু মার্কিন দ্রব্যের উপর অতি সম্প্রতি অতিরিক্ত মাত্রায় শুল্ক চাপিয়ে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদীর ভারত। বোঝো ঠ্যালা। ভারতের এই পদক্ষেপে বেজায় চটেছেন ট্রাম্প সাহেব। ফলস্বরূপ তিনি অ্যাপেল কর্তৃপক্ষকে ভারতে উৎপাদন বন্ধ রাখতে পরামর্শ দেন। কিন্তু অ্যাপেল কর্মকর্তারা রাজনীতির চাইতে ব্যবসাটা ভালো বোঝেন। এটাও তাঁরা অনুধাবন করেছেন, ভারতের উন্মুক্ত বাজার হলো তাঁদের কাছে এক প্রকার হাতে পাওয়া সোনার হাঁস। তাই তড়িঘড়ি অ্যাপেলের সিইও টিম কুক জানিয়ে দিয়েছেন, কোনও অবস্থাতেই তাঁরা ভারত থেকে ব্যবসার পাততাড়ি গোটাবেন না। সুতারাং বিশ্ব রাজনৈতিক স্তরে অপারেশন সিঁদুরের উত্তর আবহে আমেরিকার দাদাগিরিকে কার্যত ল্যাজে গোবরে করে ছেড়েছে ভারত। ট্রাম্পের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে মোদী কাছ থেকে পাওয়া এমন নাকখত দ্বিতীয়বার পেয়েছেন এমন এযাবৎ দৃষ্টান্ত ম্যাগনিফাইং গ্লাসেও খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে ভারতের বৈদেশিক রাজনীতির উপমা এখানেই শেষ নয়। জঙ্গি দমনে ভারতের এই পদক্ষেপ প্রসঙ্গে মোদী সরকার কূটনৈতিক ভাবে পাকিস্তানের নেতিবাচক অবস্থানকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জোরদার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। শাসক ও বিরোধী সাংসদদের এককাট্টা করে বিশ্বের দরবারে পাঠানোর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। 'ভারত আদতে যুদ্ধ চায় না। কিন্তু জঙ্গিপনাকে সামনে রেখে পাকিস্তান অপারেশন সিঁদুর বাস্তবায়ন করতে বাধ্য করছে। পাকিস্তান হলো বিশ্ব উগ্রপন্থার বিশ্ববিদ্যালয়। তাই জঙ্গিমুক্ত পৃথিবী গড়ার অধিকার ভারতের আছে। এই ইস্যুতে ভারতের অভ্যন্তরে সমস্ত রাজনৈতিক দল সম মনোভাবাপন্ন।', এই বার্তাটাই বগলদাবা করে এবার ৫৯ জন সর্বদলীয় সাংসদেরা সাতটি পৃথক দলে বিভক্ত হয়ে ৩২ টি দেশের সর্বোচ্চ নেতাদের সঙ্গে মিলিত হবেন বিভিন্ন পর্যায়ে। সুতারাং অপারেশন সিঁদুর যখন সাময়িক ভাবে ন যযৌ ন তস্থৌ তখন ভারতের পক্ষ থেকে মোস্ট ওয়ান্টেড বিশ্ব কূটনীতিতে অংশ নিতে আপত্তির তো কারণ থাকতে পারে না। ফলে শুভস্য শীঘ্রম 'মিশন মোদী ওয়ার্ল্ড পলিটিক্স।' সৌজন্যে অপারেশন সিঁদুর।

রাজনীতি শুধু বিশ্বের মঞ্চে থেমে থাকবে এমন দিব্যি কেইবা দিতে পারে হলফ করে। সুতারাং অপারেশন সিঁদুরের সিন্দুক থেকে রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে এই গানটা অদ্ভুত রকমের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। 'আমার ভিতর বাহিরে অন্তরে অন্তরে..।' অতএব প্রত্যাশিত ভাবেই দেশের ভিতর অন্তরে বিরোধী নেতৃবর্গ সুর সপ্তমে করতে শুরু করেছেন শীত ঘুম পরিহার করে। অপারেশন সিঁদুরের ফাঁক ফোকর খোঁজার উন্মত্ততায়।

মাঠে ময়দানে বিরোধী পক্ষের প্রশ্ন উঠছে অবধারিত ভাবে, এটা কি পূর্ণ যুদ্ধ নাকি ছায়া যুদ্ধ? আদৌ এটা কি দেশের লক্ষ্যপূরণ নাকি ভারতের আত্মসমর্পণ?

'অপারেশন সিঁদুর'এর পরাক্রমে একটা যতি অবশ্যই আপাতত টেনে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অপারেশন সিঁদুরের যাবতীয় সাফল্যের কৃতিত্ব ভারতীয় সেনাবাহিনীকেই দিয়ে দাবি করেছেন, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর এই প্রত্যাঘাত জঙ্গিপনার কোমর ভেঙে দিয়েছে। প্রতিবেশী দেশ বুঝতে পেরেছে ভারতীয় নারীর উজাড় হওয়া সিঁদুরের প্রতিবাদ কতটা বিধ্বংসী হতে পারে। অপারেশন সিঁদুর স্রেফ একটা নাম নয়। এটা গোটা দেশের অখন্ড স্বভিমানের প্রতীক।' অন্যদিকে দেশের বিরোধী দলগুলো সহ প্রতিপক্ষ দেশকে বিশেষ রকমের বার্তা দিতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সাফ জানিয়েছেন, এটা ট্রেইলার হয়েছে। দরকারে পুরো সিনেমাটা দেখাবো।

আপাতত যুদ্ধের সাইরেন নিনাদ যেখানে শেষ, সেখানে কাল বিলম্ব না করে রাজনীতির চুলচেরা দমদার জিগিরবাজী ফের শুরু। প্রত্যাশিত রুটিনে। সারা দেশের কোনে কোনে। এটাই হলো দেশীয় রাজনীতির একটা অকৃত্রিম ট্র্যাডিশন। বর্তমান সময়ে, অপারেশন সিঁদুরের সাময়িক যতি টানার অপেক্ষাটুকু হয়তো করেছিলেন সর্বভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে আঞ্চলিক দলের কারবারীরা। খুঁতের কলকেতে টিপন্নীর ছিলিম মৌতাতে বুঁদ হবার এইতো সুবর্ণ সুযোগ। সুতারাং যুদ্ধ আবহের লেবার রুমে স্বাভাবিক প্রসবের অপেক্ষায় মারো গোলি, চালাও ছুরি কাঁচি তড়িঘড়ি ভারতমাতার পেট কাটা সমালোচনার সিজারে। ফলে যুদ্ধ যতির আঁতুরঘর থেকে পড়িমরি কেন্দ্রীয় সরকার বিরোধিতার সরাসরি মিশাইল হামলা শুরু হয়ে গেছে অতি দাপটে। পাল্টা ট্রেজারি শিবির তো এস ৪০০ সুদর্শন চক্র দিয়ে বিরোধিতা শুধু সামলাচ্ছে তাই নয়, সুকৌশলে ব্রহ্মাস্ত্র ব্যবহার করে বিরোধী শিবিরকেই তছনছ করে চলেছে অনায়াস পরিপক্কতা।

ইতিমধ্যেই দেশের সবচেয়ে বর্ষীয়ান সর্বভারতীয় রাজনীতিক দল কংগ্রেস সরাসরি মোদী সরকারের বিরুদ্ধে রে রে করে কামান দেগেছে। অপারেশন সিঁদুর আচমকা স্থগিত হওয়ায়। দলের মুখপাত্র জয়রাম রমেশ বলেছেন, 'আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষায় পাকিস্তানকে যে প্রত্যাঘাত করছিল আমাদের সেনাবাহিনী তার থেকে ভারত পিছিয়ে এসেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট এমন মন্তব্য করেছেন। অথচ আমরা সহ সমস্ত বিরোধী দল কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একমত ছিলাম যুদ্ধ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে। কেন যুদ্ধ বন্ধ হলো সহ ডোনাল্ড ট্রাম্পের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমরা প্রধানমন্ত্রীর মতামত শুনতে চাই। এই ইস্যুতে সংসদে অধিবেশন ডাকা হোক।'

মজার বিষয় হলো কংগ্রেসের এই দাবির পিছনে ইন্ডি জোটের সব শরিক যে এক বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে এমন নজির বাস্তবে নজরে পড়লো না। ন্যাশনাল কনফারেন্সের নেতা ও জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এবিষয়ে মোদী সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বললেন, 'সবকিছুর যেমন শুরু আছে তেমন শেষও আছে। দেশের লক্ষ্যপূরণ ছিল জঙ্গি নিকেশ। সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের সেনাবাহিনী সাফল্যের সঙ্গে তা কার্যকর করেছে। পাকিস্তানের সেনা নিয়ন্ত্রিত বিমান ঘাঁটিও আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। পাকিস্তানকে মুছে দেওয়া ভারতের পরিকল্পনা ছিল না। সুতারাং পাকিস্তান উপযাচক হয়ে সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিলে আমরা তা ইতিবাচক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মেনে নিয়েছি।'

উল্লেখযোগ্য ভাবে সবাইকে অবাক করে ওমর আবদুল্লার কণ্ঠস্বরের প্রায় একই সুর শোনা গেল নরেন্দ্র মোদীর কট্টর সমালোচক আসাদউদ্দিন ওয়াইসির গলায়। অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসলিমিনের সভাপতি ওয়াইসি বলেন, 'পাকিস্তানের থেকে বেশি মুসলিম ভারতে থাকে। অথচ দুর্ভাগ্যজনক ভাবে আমরা লাগাতার জঙ্গি আক্রমণের শিকার হয়ে চলেছি ওই দেশের পৃষ্টপোষকতায়। ভারতের অপারেশন সিঁদুরের পদক্ষেপ যথার্থ। ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়া পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতির প্রস্তাব দিয়েছিল। দ্বিপাক্ষিক স্তরেই ভারত সাময়িক ভাবে এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছে।'

রাজনীতির বদলা রাজনীতিই। এই তত্ত্বে শীলমোহর দিয়ে বিজেপির মুখপাত্র প্রেম শুক্লাও জানালেন, 'প্রধানমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে অপারেশন সিঁদুর আজ সফল। সেনাবাহিনীর শৌর্যে সারা দেশ গর্বিত। কিন্তু কিছু রাজনৈতিক দল মোদীর যুগান্তকারী সাফল্যে কার্যত হতাশ হয়ে নানা অপপ্রচার চালাচ্ছে। তাই এইসব অপপ্রচারের জবাব দিতে আমরা দেশের প্রতিটি রাস্তায় এগারো দিন ব্যাপী তিরঙ্গা যাত্রার কর্মসূচি গ্রহণ করেছি।'

তবে সমালোচনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে না করলেও তাঁর অনুগত সাংসদ সৌগত রায় ছেড়ে কথা বলেননি মোদী সরকারকে। তিনি চাঁচাছোলা ভাষায় বলেন, 'যুদ্ধ করতে গিয়ে যেখানে ইউক্রেনের জেলেনস্কি নতি স্বীকার করেননি সেখানে ভারতের নরেন্দ্র মোদী মাথা নোয়ালেন আমেরিকার ট্রাম্পের কাছে। কোথায় জঙ্গি নির্মূল হয়েছে? প্রমাণ কোথায়? জঙ্গিদের কয়েকটা বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলেই সব জঙ্গি খতম হয়ে গেল নাকি? ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল পাকিস্তানকে নরেন্দ্র মোদী কোথায় সেই দেশের কোমর ভেঙেছে? মাঝপথে কার নির্দেশে যুদ্ধ বন্ধ করা হলো?' যদিও সৌগত রায়ের এই কঠোর সমালোচনার পড়েই ড্যামেজ কন্ট্রোলে আসরে নেমে পড়েন দলেরই অপর দুই সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের বক্তব্য, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থ নেতৃত্ব দিয়েছেন। অপারেশন সিঁদুর প্রকৃতই সফল। পাকিস্তান উচিৎ শিক্ষা পেয়েছে।' আমজনতার নার্ভের পালস অনুভব করতে তাই দলের সাংসদদের দিয়েই এই মুহূর্তে সমালোচনার পাশাপাশি প্রশংসার ভারসাম্যগত মিশেল ঘটালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার প্রকাশ্য বিরোধিতা না করলেও 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'র মতো রাজ্য জুড়ে তৃণমূল ঘোষণা করেছিল জাতীয়তাবাদী মিছিল। 'শনিবার ও রবিবারের এই মিছিল কোনও রাজনৈতিক কারণে সংগঠিত হচ্ছে না। যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাফল্য তুলে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও গোয়া, আসাম ও ত্রিপুরাতেও এই মিছিল চলবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পরে পরেই রাজ্যে কিন্তু আদতে শুরু হয়ে গিয়েছে দ্বিজ মিছিলের আড়ে বহড়ের রাজনৈতিক পাঞ্জা লড়াই। বিজেপি বনাম তৃণমূলের। ভোটের দাঁড়িপাল্লার ওজন ঝুঝে নিতে।

কংগ্রেস ও বিজেপি যেখানে এমন পরিস্থিতিতে অলআউট পেশি দেখাতে মাঠে নেমে পড়েছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে নরমে গরমে রাজনৈতিক জল মাপতে শুরু করেছে তৃণমূল। এক বছর বাদে রাজ্যে বিধানসভা ভোট হতে চলেছে। তাই শাসক তৃণমূল সুপ্রিমো এখনও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই ইস্যুতে লিউকোপ্লাস্ট লাগিয়ে বসেছেন। চতুর এই রাজনীতিবিদ বিলক্ষণ জানেন, সারা দেশে একটা আবেগ কাজ করছে অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে। বিজেপি এই বিজয়কে হাইপে তোলার চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের অনুকরণে এখনই এর বিরোধিতা করলে আগত ভোটের মুহূর্তে রাজ্যবাসীর মনে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়তে পারে তৃণমূলের বিরুদ্ধে।

তবে সমালোচনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে না করলেও তাঁর অনুগত সাংসদ সৌগত রায় ছেড়ে কথা বলেননি মোদী সরকারকে। তিনি চাঁচাছোলা ভাষায় বলেন, 'যুদ্ধ করতে গিয়ে যেখানে ইউক্রেনের জেলেনস্কি নতি স্বীকার করেননি সেখানে ভারতের নরেন্দ্র মোদী মাথা নোয়ালেন আমেরিকার ট্রাম্পের কাছে। কোথায় জঙ্গি নির্মূল হয়েছে? প্রমাণ কোথায়? জঙ্গিদের কয়েকটা বাড়ি গুঁড়িয়ে দিলেই সব জঙ্গি খতম হয়ে গেল নাকি? ইন্দিরা গান্ধী যেভাবে নাস্তানাবুদ করেছিল পাকিস্তানকে নরেন্দ্র মোদী কোথায় সেই দেশের কোমর ভেঙেছে? মাঝপথে কার নির্দেশে যুদ্ধ বন্ধ করা হলো?' যদিও সৌগত রায়ের এই কঠোর সমালোচনার পড়েই ড্যামেজ কন্ট্রোলে আসরে নেমে পড়েন দলেরই অপর দুই সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁদের বক্তব্য, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যথার্থ নেতৃত্ব দিয়েছেন। অপারেশন সিঁদুর প্রকৃতই সফল। পাকিস্তান উচিৎ শিক্ষা পেয়েছে।' আমজনতার নার্ভের পালস অনুভব করতে তাই দলের সাংসদদের দিয়েই এই মুহূর্তে সমালোচনার পাশাপাশি প্রশংসার ভারসাম্যগত মিশেল ঘটালেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। এমনকি বিজেপির তিরঙ্গা যাত্রার প্রকাশ্য বিরোধিতা না করলেও 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী'র মতো রাজ্য জুড়ে তৃণমূল ঘোষণা করেছিল জাতীয়তাবাদী মিছিল। 'শনিবার ও রবিবারের এই মিছিল কোনও রাজনৈতিক কারণে সংগঠিত হচ্ছে না। যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সাফল্য তুলে ধরা হবে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও গোয়া, আসাম ও ত্রিপুরাতেও এই মিছিল চলবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এমন ঘোষণার পরে পরেই রাজ্যে কিন্তু আদতে শুরু হয়ে গিয়েছে দ্বিজ মিছিলের আড়ে বহড়ের রাজনৈতিক পাঞ্জা লড়াই। বিজেপি বনাম তৃণমূলের। ভোটের দাঁড়িপাল্লার ওজন ঝুঝে নিতে।

আর অন্যদিকে সিপিএম? ক্ষয়িষ্ণুতার নামাবলী এখন যে দলের শরীরে দৃশ্যতঃ প্রকট। তাদের টোকেন মিছিল ঠারে ঠোরে হচ্ছে ঠিকই। স্লোগানের ট্যাগলাইনে সেই বস্তাপচা যুগের ভাবধারা থেকে দলটা উত্তীর্ণ হতে পারলো কই? 'যুদ্ধ নয় শান্তি চাই।' এমন স্লোগানে জঙ্গিহানা নিয়ে একদম স্পিকটি নট্। কিন্তু জঙ্গিদের দুরমুশ করলেই গেল গেল শান্তি নষ্ট। ৩৪ বছর রাজ্য শাসন করা একটা দল কিভাবে সংসদীয় রাজনীতিতে শূন্যে নামতে পারে, আর কেনই বা এই নিত্য পতন, তা রাজ্যবাসী তাড়িয়ে তাড়িয়ে তো অনুভব করেই। দেশের তিরঙ্গা পতাকা দেখে যে দল জয় হিন্দ বলতে শেখেনি তারা যে জঙ্গি দমনে অশান্তির ছায়া দেখবে, এতে আর আশ্চর্যের কি?

দেশের যে কোনও ইস্যুতে রাজনৈতিক চাপানউতোর থাকবেই। এটাইতো গণতান্ত্রিক রীতিতে সুস্থ ইতিবাচক রাজনীতির সুস্পষ্ট লক্ষণ। কিন্তু তাই বলে যখন জঙ্গির বন্দুকের নলের সামনে ভারতীয় নারীর সিঁদুর মুছে যায়, ঠিক সেই বিন্দুতে জঙ্গি নিকেশ মিশনে কিভাবে শান্তি উজাড় হয়, এমন অভিনব লজ্জাকর তত্ত্ব ভারতবাসীর মুখে কি শুনতে পারবেন? উত্তর একটাই, 'না, না, না।' তবু উত্তর বেলায় ব্যতিক্রম যে রয়েই গেছে ভারতের দুর্ভাগা ভাগ্যাকাশে। সেই ব্যতিক্রমের নাম 'দেশীয় বামপন্থা।' যার বেহায়া মুখ হলো সিপিএম।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুরশুড়ায় নদী বাঁধের কাজ নিম্নমানের ক্ষোভে কাজ বন্ধ করলেন গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আর দুই এক মাস পড়েই বর্ষা। বাঁধ সংস্কার নাহলে বন্যায় সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। তাই আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটচ্ছে গ্রামবাসীরা। এই রকম পরিস্থিতিতে ভাঙা বাঁধ নির্মাণের কাজ শুরু হলেও তা নিম্নমানের বলে অভিযোগ। নদী বাঁধ কংক্রিটের করার দাবি তুলে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামের মানুষ। পাশাপাশি নদী বাঁধ সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দেয়। এবারের ঘটনা আরামবাগ মহকুমার পুরশুড়া ব্লকের কাঁদিরপুর এলাকার। জানা গেছে, ২০২৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় কাঁদিরপুরের মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ ভেঙে পড়ে। বেশ কয়েকটি গ্রামের ঘর বাড়ি বন্যার জলে প্লাবিত হয়। ভয়ংকর পরিস্থিতির হয়।

মুণ্ডেশ্বরী নদীর বাঁধ একেবারেই বেহাল হয়ে পড়ে রয়েছে। ওই এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, বাঁধ ভাঙলেই ১৪ থেকে ১৫ টি গ্রামের মানুষ যেমন জলের তলায় চলে যাবে তেমনি কয়েক একক জমি বালি চাপা পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই অবিলম্বে মজবুত করে বাঁধ বাধা প্রয়োজন। সেই মতো থুতু দিয়ে ছাতু গোলার মতো কাজ শুরু হলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি। তাই বাঁধ বাধার কাজ বন্ধ করে দেয় গ্রামের মানুষ। গ্রামের মানুষের দাবি, প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বাঁধ বাধার কাজ হবে কংক্রিট দিয়ে। কিন্তু তা হয়নি। আবার একটা বিধানসভা ভোট আসছে। কিন্তু নদীর জলের বন্যা প্রতিরোধে কোনও কাজ হচ্ছে না বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের। তাদের আরও দাবি, বছরের পর বছর ধরে নদীবাঁধ মজবুত ভাবে সংস্কার হয়নি। যার ফলে নদীর জল স্বাভাবিক অবস্থাতেই নদী বাঁধ উপচে জমির ফসল নষ্ট করে দেয়। ভোট এলেই শাসক দলের নেতারা ভোট চাইতে নেমে পড়েন। কিন্তু সাধারণ মানুষের কথা কেউ ভাবে না। প্রায় আট নয় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরে যদিও বা নদী বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু হল, তা আবার ধসে পড়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ। কেবল শালবোল্লা দিয়ে মাটি দিয়ে বাঁধ বাধার জন্য ধসে পড়ছে বলে অভিযোগ। শ্রীরামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আজিম মল্লিক বলেন, বন্যার সময় এখানে ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। আমরা সেচ দপ্তরকে জানিয়েছিলাম। সেই মতো কাজ শুরু হয়। কংক্রিটের কাজ করার কথা। প্রশাসনকে জানিয়েছি। আশা করব এটি দীর্ঘস্থায়ী কাজ হবে। আরামবাগের এসডিও রবি কুমার মিনা জানান, বিষয়টা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হবে। নদী বাঁধ যাতে মজবুত হয় সেই বিষয়ে নজর দেওয়া হবে। সবমিলিয়ে এখন দেখার কাঁদিরপুরের নদী বাঁধ এলাকার মানুষকে বাঁচাতে প্রশাসন কি পদক্ষেপ নেয়।

NOTICE

In the matter of the WBCS Act, 2006 and in the matter of The West Bengal State Co-op. Agriculture& Rural Development Bank Ltd., situated at ICMARD Building, 6th Floor, 14/2, CIT Scheme – VIII(M), Ultadanga, Kolkata – 700067; Notice is hereby given to all Members, Debtors, Creditors and to all concerned, that the Statutory Audit of the above named Society for the **Financial Year 2024-2025** will be taken up by the undersigned on and from **May 19, 2025** at its Registered address. All are requested to get their balance [Dr/ Cr] as on **March 31, 2025** verified with the Books and Records of the Society during the course of the Audit at the registered address of the Society and report discrepancy, if any, to the undersigned during Audit, failing which, the Accounts submitted by the Society will be taken into consideration. No separate individual verification slip is being issued.

Sen & Co.,
CHARTERED ACCOUNTANTS
1/13 Chittaranjan Colony,
Jadavpur, Kolkata- 700 032

গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত

সাগর • গঙ্গাসাগর • দক্ষিণ ২৪ পরগণা

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল অধিবাসীকে জানানো হচ্ছে ২০২৫-২৬ আর্থিক বছরে একজন অতিরিক্ত কর আদায়কারী নিয়োগ করা হইবে। পঞ্চায়েত এলাকাবাসী মাধ্যমিক পাশ ৩০ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে ইচ্ছুক জনগণকে গ্রাম পঞ্চায়েতে আগামী **ইং ২০.০৫.২৫ হইতে ০২.০৬.২৫** যে কোন কাজের দিন বেলা **১২ টা হইতে ২ ঘটিকার** মধ্যে আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হইল। বিষদ জানতে গ্রাম পঞ্চায়েতে যোগাযোগ করুন।

স্বাঃ/- প্রধান
গঙ্গাসাগর গ্রাম পঞ্চায়েত
সাগর দঃ ২৪ পরগণা

পাকুড়ী রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

রেজিস্ট্রেশন নং ১৩/এইচ জি তাং-১১-০২-১৯৬৬
গ্রাম + পোঃ- পাকুড়ী, থানা- পান্ডুয়া, জেলা-হুগলী

প্রতিনিধি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পাকুড়ী রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত সদস্যকে জানানো হচ্ছে যে পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আইন (২০০৬) ও নিয়মাবলী (২০১১) অনুযায়ী এবং পশ্চিমবঙ্গ সমবায় আয়োগের বিধি, ২০১২ মোতাবেক সমিতির প্রতিনিধি (ডেলিগেট) নির্বাচন আগামী **২৯ জুন, ২০২৫, রবিবার, বেলা ১১ টে থেকে ৩ টে পর্যন্ত** সমিতির প্রধান কার্যালয় ও শিবরাই শাখা অফিসে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনে ৮-টি নির্বাচনী ক্ষেত্র থেকে মোট ৭৭ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন। ৩০ ও ৩১ শে মে, ২০২৫ মনোনয়নপত্র পেশ এবং ২ জুন, ২০২৫ মনোনয়ন পরীক্ষা হবে। ৩ জুন, ২০২৫ বেলা ৩ টে পর্যন্ত প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করা যাবে। প্রত্যাহার শেষে ওই দিনই চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশিত হবে।
এই নির্বাচন সংক্রান্ত বিশদ বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনক্ষেত্রের বিবরণ, প্রতিনিধি সংখ্যা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ সমিতির কার্যালয়ে সদস্যদের অবগতির জন্য প্রদর্শিত রয়েছে। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণের জন্য সমিতির নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে। সমিতির সকল সদস্যকে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

স্বা/- প্রবীর পাড়ে, স্বা/- সন্দীপ সেন
সহকারী নির্বাচনী আধিকারিক
তারিখঃ২০/০৫/২০২৫ পাকুড়ী রাধানগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

RABIBHAG S.K.U.S. Ltd.

P.O. Rabibhag, P.S. Bagnan, Dist. Howrah
Regn. No. 05, dated- 03.08.76

NOTICE

As per order of the Returning Officer of Rabibhag S.K.U.S. Ltd. and ARCS, Howrah Range it is hereby notified for information to all the members of the Rabibhag S.K.U.S. Ltd. (Regn No-05, Dated 03.08.76) that a Special General Meeting of the Society will be held on 09.06.2025 at 11:00 A.M. at the premises of the Registered Office of the Society (i.e. P.O & P.S-Bagnan, Howrah-711303) under section 31 of WBCS Act 2006 to transact the following agendum.
1. Election to the Board of Directors of Rabibhag S.K.U.S.Ltd.(Election Schedule is attached below).
All the members of the above noted Society are requested to attend the Special General Meeting on the scheduled date and time positively and to take part in the election to the Board of Directors of the Society.

Pritha Chakraborty
Inspector of Co-Operative Societies
Bagnan-II Block

SCHEDULE FOR ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS
Memo no. 04/BOD Election/2025 **Date: 16.05.2025**

In pursuance of W.B. Co-operative Election commission Regulation-2012 & **Order no. 907/II-06/12, dated-23.07.24** of the Returning Officer, Rabibhag S.K.U.S.Ltd.& ARCS, Howrah Range all the members are hereby informed that the Election of the Board of Directors of the above mentioned Society will be held on **09.06.2025 (Monday)** as per the following schedule.
Number of Directors to be elected: 09 out of which 02 (two) are reserved for women and 01 (One) for SC/ST.

SL. No.	Programme	Date	Time	Place	Authorised person
	Publication of final voter list	Already Done			
1	Issue of Nomination papers	26.05.25-27.05.25	11.00 a.m. to 1.00 p.m.	Society's Office	Mrs. Smritikana Dolui, Manager, Rabibhag S.K.U.S.Ltd.
2	Submission of Nomination Papers	26.05.25-27.05.25	11.00 a.m. to 3.00 p.m.	Society's Office	Mrs. Smritikana Dolui, Manager, Rabibhag S.K.U.S.Ltd.
3	Scrutiny of Nomination Papers	29.05.25	From 12:00 (Noon)	Society's Office	ARO
4	Publication of list of Valid Nominations	29.05.25	Immediately after Scrutiny	Notice Board of the Society	ARO
5	Last Date of Withdrawal of Nomination Papers	30.05.25	Upto 3:00 p.m.	Society's Office	Mrs. Smritikana Dolui, Manager, Rabibhag S.K.U.S.Ltd.
6	Publication of Final List of Contesting Candidates	30.05.25	After 3.00 p.m.	Notice Board of the Society	ARO
7	Election (if required)	09.06.25	11.00 a.m. to 2.00 p.m.	Society's Office	Polling Personnel
8	Counting of Votes & Publication of Results	09.06.25	After completion of Poll	Society's Office	Polling Personnel & ARO

N.B.- 1) Eligibility for being elected as Director: As per WBCS Act 2006 and Rules 2011 as amended up to date.
2) At the time of Election of the BOD, voters have to produce a photo ID Card as recognized by the Election Commission of India.
3) Photocopy of Certificate from competent authority must be submitted with nomination paper (if applied for SC/ST reservation)and original to be produced before the ARO at the time of scrutiny.

Date: 16.05.25
Sd/-
Assistant Returning Officer
Rabibhag S.K.U.S.Ltd.

রাজবলহাট মধ্যপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড

গ্রাম + পোস্ট :- রাজবলহাট , থানা :- জাঙ্গীপাড়া, জেলা- হুগলী,
নিবন্ধন সংখ্যা : ১৪৪, তারিখ -১০/১০/১৯৬৩

পরিচালকমন্ডলী নির্বাচন-২০২৫

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা রাজবলহাট মধ্যপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড-এর সমস্ত /সদস্য/সদস্যাগণকে জানানো যাইতেছে যে আগামী ইংরাজির০৫/০৭/২০২৫ তারিখ, (বাংলা ২০ আষাঢ়) সকাল ১১ টায়, রাজবলহাট মধ্যপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়নসমিতি লিমিটেড- এর প্রধানকার্যালয়ে নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী এই সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষ সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত বিশেষসাধারণ সভায় পরিচালকমণ্ডলীর সদস্যনির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক প্রতিনিধি সদস্য/ সদস্যাগণকে উপস্থিত হইয়া পঃবঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃবঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ওয়েস্টবেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান্ কমিশন রেগুলেসান্ ২০১২ অনুসরণ করিয়া পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন করিতে অনুরোধ করাইতেছে।

তারিখ: ১৪/০৫/২০২৫ স্বা/- ইন্দ্রনীল মোহান্ত
স্থান: রাজবলহাট মধ্যপাড়া, হুগলী সমবায় পরিদর্শক, জাঙ্গীপাড়া উন্নয়ন ব্লক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

১. পরিচালক পদের সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য। পরিচালক পদের মোট সংখ্যা-১২। অসংরক্ষিত - ৯.তপশিলী জাতি/তপশিলী উপজাতি পরিচালক পদ(সংরক্ষিত) -১, মহিলা পরিচালক পদ (সংরক্ষিত) -২।
২. নির্বাচন সূচি

ক্রম	বিষয়	তারিখ	স্থান	সময়
১	খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ	১৯/০৫/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা
২	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তি প্রদান	২০/০৫/২০২৫- ৩১/০৫/২০২৫ (ছুটির দিন ব্যাতিত)	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ৩ টা থেকে ৪টা পর্যন্ত
৩	খসড়া ভোটার তালিকা সম্পর্কিত আপত্তির শুনানি	০২/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ১ টা হতে শুনানি শেষ হওয়া পর্যন্ত
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	০৪/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	দুপুর ৩ টা
৫	মনোনয়নপত্রবিতরণ	০৯/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৬	মনোনয়নপত্রগ্রহণ	১০/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ২ টা
৭	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১২/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
৮	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ	১২/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষার অব্যবহিত পর
৯	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ	১৩/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩.০০টার পূর্বে
১০	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১৩/০৬/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	১৩.০৬.২০২৫ তারিখ বিকাল ৩.০০টার পর
১১	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	০৫/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩ টা পর্যন্ত
১২	ভোট গণনা	০৫/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	ভোট গ্রহনের অব্যবহিত পর
১৩	ভোটের ফল প্রকাশ	০৫/০৭/২০২৫	সমিতির প্রধান কার্য্যালয়	ভোট গননার অব্যবহিত পর

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশন কমিশন রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশন এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৮. কোন সদস্য/ ভোটার / প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/- শ্রী সন্দীপ সেন স্বা/- শ্রী ইন্দ্রনীল মোহান্ত
তারিখ : ১৪/০৫/২০২৫ এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
স্থান: রাজবলহাট মধ্যপাড়া, হুগলী রাজবলহাট মধ্যপাড়া কৃষি সমবায় সমিতি লিমিটেড

পাইকারা রুদ্রষান্ডা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড

গ্রাম:-পাইকারা, পোস্ট:- ছোট সরসা, জেলা- হুগলী,
নিবন্ধন সংখ্যা : 47HG তারিখ -28.03.1960

বিশেষ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা পাইকারা রুদ্রষান্ডা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড এর সমস্ত সদস্য/সদস্যা গন কে জানানো হচ্ছে যে আগামী ইংরাজি ২২/০৬/২০২৫ (রবিবার) সকাল ১১টা থেকে বেলা ৩ টাপর্যন্ত পাইকারা প্রাথমিক বিদ্যালয় নীচের আলোচ্যসূচী অনুযায়ী(সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন) বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত বিশেষ সাধারণ সভায় পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে পঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, পঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরণ করে পরিচালক মণ্ডলীর বারো (১২) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২ (দুই) টি মহিলাদের এবং ১(এক) টি আসন তপশিলি জাতি/তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত)নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারণ সভায় অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের স্বাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

১. আলোচ্যসূচি :পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন
তারিখ: ১৯/০৫/২০২৫ স্বা/- সন্দীপ নিয়োগী
স্থান : পাইকারা সমবায় পরিদর্শক

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ

১. নির্বাচন ক্ষেত্র, পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য (উপবিধি তে উল্লিখিত ধারা কিংবা পরিচালক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী)সমিতির সমস্ত নির্বাচক সদস্য যথোপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর ১২টি পদের জন্য প্রার্থী হতে পারবেন এবং ভোটদান করতে পারবেন।
২. নির্বাচন সূচি

ক্রম	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকারীর পরিচিতি
১.	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	(ইতিপূর্বে প্রকাশিত) ২৬/১১/২০২৪	সমিতির কার্যালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান		এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
২	মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	২৬/০৫/২০২৫ ২৭/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যক্তি
৩	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	২৯/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১১টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৪	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়নপত্রের তালিকা প্রকাশ	২৯/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ৩০/০৫/২০২৫ বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়ন পত্র জমা দেবার পর থেকে ইং ৩০/০৫/২০২৫ বিকাল তিনটা পর্যন্ত।	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৬	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ	৩০/০৫/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩(তিন)টার পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৭	প্রার্থীদের প্রতীক বিতরণ (যদি প্রয়োজন হয়)	০৩/০৬/২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১২টা থেকে বেলা ২টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৮	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২২/০৬/২০২৫	পাইকারা প্রাথমিক বিদ্যালয়	সকাল ১১ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৯	ভোট গণনা	২২/০৬/২০২৫	ঐ	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
১০	ভোটের ফল প্রকাশ	২২/০৬/২০২৫	ঐ	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

৩. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক বছর হতে হবে। সমিতির কোন খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া তাকে পঃ বঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি(১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২(সংশোধিনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৪. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক(কেবল মাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৫. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহ কিংবা প্রাপ্ত বিজ্ঞপ্তির নিদর্শ সঙ্গে আনতে হবে।
৬. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৭. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৮.ওয়েস্ট বেঙ্গল কোঅপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর নিয়ম অনুযায়ী ভোটপত্রে প্রার্থীর নাম বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় লেখা থাকবে এবং নাম ইংরাজি বর্ণমালার বর্ণক্রমে(এ থেকে জেড) সাজান থাকবে
৯. কোন সদস্য/ ভোটার /প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

স্বা/- শ্রী সমীর মুখার্জ্জী
তারিখ : ১৯/০৫/২০২৫ এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার,
স্থান: পাইকারা পাইকারা রুদ্রষান্ডা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

NABAGRAM PEOPLES' CO-OPERATIVE CREDIT BANK LTD.

(Regd.No.49, Dated 14-06-1962)
11, VIVEKANANDA ROAD, NABAGRAM, DIST: HOOGHLY, PIN- 712246, WEST BENGAL

SCHEDULE OF ELECTION OF 56 (FIFTY SIX) NO.S OF DELEGATES OF THE BANK

S.N.	Particulars	Date	Time	Place
1	Issue of Nomination Papers	27-05-2025 & 28-05-2025	12 pm to 3.00 pm By the ARO	At the Registered Office of the bank
2.	Submission of Nomination Papers	27-05-2025 & 28-05-2025	12 pm to 3.00 pm By the ARO	At the Registered Office of the bank
3	Scrutiny of Nomination papers	30-05-2025	12 Noon	At the Registered Office of the bank
4	Publication of list of valid Nominations	30-05-2025	Immediately after scrutiny	On the Notice Board of the Registered Office of the bank
5	Last Date of withdrawal of Nomination Papers	31-05-2025	Up to 3 pm.	At the Registered Office of the bank
6	Publication of the List of contesting candidates	31-05-2025	After 3 pm.	On the Notice Board of the Registered Office of the bank
7	Election of the Delegates (in case of election is held)	15-06-2025	12 pm to 4 pm.	1.Nabagram High School 2.Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya 3.Nabagram Vidyapith
8	Counting of Votes (in case of election is held)	15-06-2025	Immediately after the closure of poll	1.Nabagram High School 2.Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya 3.Nabagram Vidyapith
9	Publication of the result of election (in case of election is held)	15-06-2025	Immediately after the counting is over	At the above High Schools. & On the Notice Board of the Registered Office of the Bank

Details of Polling Stations:-

Constituency No.	Area of the Constituency	No. of Delegates	Name of Polling Premises
1	Damodar Colony,Barabahera	4	Nabagram High School
2	Nabagram 'C' Block	5	Nabagram High School
3	Barabahera, Bidhan Pally	2	Nabagram High School
18	Choto Bahera, Adarsha Nagar,Sastri Nagar, Wireless Para, Chakraborty Nagar, Naity Road, Barabahera (South)	6	Nabagram High School
11	Vivekananda Road (8 to 43), Adibartma(32 to end)	3	Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya
12	Rabindranath Road,P.R. Das Road,Kadampukur	2	Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya
13	College Road (10 to end),Jhilpath(12 to end), Harisava Road(1 to 15)	2	Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya
14	Adibartma(1 to 18), Vidyasagar Road(1 to 24)	3	Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya
15	Khudiram Road, Sarat Chatterjee Road (35 to end),Shyamaparasad Road (13 to end)	3	Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya
16	College Road (1 to 9), Shyamaprasad Road (1 to end), Vivekananda Road (1 to 7), Adibatma(19 to 31),Aurobinda Road(1 to 16),Jhil Path (1 to 11)	4	Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya
17	Station Road, Surendra Bazar,Samabaypath,Jagadish Bose Road, Aswini Datta Road, Pancahnantala,Sarat Chatterjee Road(1 to 34)	5	Nabagram Hiralal Paul Balika Vidyalaya
4	Paramhansa Deb Road (7/2 to 14),Rani Rashmoni Road	2	Nabagram Vidyapith
5	Hospital Road, Saradamoni Road, Ramprasad Road	3	Nabagram Vidyapith
6	Subhashnagar, Vivekananda Road, Khudiram Sarani.	2	Nabagram Vidyapith
7	Kantapukur(w), Baghajatin Road, Viddyasagar Road (48 to end)	2	Nabagram Vidyapith
8	Nabin Sen Road, Natun Bazar, Netaji Subhas Road, Vivekananda Road	3	Nabagram Vidyapith
9	Baghajatin Road (1 to 35), Vidyasagar Road (25 to 47), Harisava Road (16 to end)	2	Nabagram Vidyapith
10	Rammohan Road, Michael Road, Bankim Chatterjee Road, Netaji Subhash Road, Aurobindo Road (17 to end)	3	Nabagram Vidyapith

NB:
1. The eligibility for being a Delegate in the Board of Directors of the society shall be guided by the WBCS Act, 2006 (Amended up to date) read with the WBCS Rules, 2011 (Amended up to date) and the Bye-Laws of the Bank.
2. Every voter must produce document in support of his/her identity as prescribed by CEC Regulations, 2012.
3. Nomination of a member willing to contest shall be submitted in Form- X as prescribed in terms of Rule 40(7)(i) of the WBCS Rules, 2011.

Sd/-
Date: 20.05.2025 **(Gouranga Chowdhury) (Prabir Pandey) (Raju Ghosh)**
Place: Nabagram, Hooghly **Assistant Returning Officer**
Nabagram Peoples' Co-operative Credit Bank Ltd.

BISHNUPUR PARAMBUA S.K.U.S. LTD.

Regd. No.- 2 H.G., Date- 03.04.1951

বিষ্ণুপুর পাড়াম্বুয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ (ধনিয়াখালী ব্লক)
পরিচালক মন্ডলী নির্বাচনের জন্য বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

বিষ্ণুপুর পাড়াম্বুয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ (ধনিয়াখালী ব্লক) Regd. No.- 2 H.G., Date- 03.04.1951, গ্রাম-পাড়াম্বুয়া, পোঃ- চেঁচুয়া, জেলা-হুগলী পক্ষে জানাইতেছি যে, আগামী ৬ই জুলাই, রবিবার দুপুর ১২টা হইতে বিকাল ৩টা পর্যন্ত সমিতির পরিচালক মন্ডলীর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষ্যে বিস্তারিত নির্ঘন্টের জন্য সমিতির নোটিশ বোর্ড দেখার জন্য এবং প্রয়োজনে সমিতির প্রবন্ধক মহাশয়ের সঙ্গে সমবায়ের কার্যালয়ে দেখা করার জন্য আহ্বান জানাইতেছি।

সুব্রত অধিকারী
এ.আর.ও.
বিষ্ণুপুর পাড়াম্বুয়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

SBI — পাবলিক নোটিশ

রিজিওনাল বিজনেস অফিস (৬২৯৫৭)
বহরমপুর, আর-২, এ.ও.-বিধাননগর, ১৫, স্কয়ার ইস্ট রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪২১০১, ই-মেইল: agmr2.zobid@sbi.co.in

জনসাধারণের উদ্দেশ্যে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, **শ্রী তন্ময় রায়, শ্রীমতি কল্পনা রায় এবং শ্রী কল্যাণ রায়ের** ৮৭, হরিদাস মাটি, বহরমপুর, এলআর-৭১২৭ এবং ১২৭৭, পিন- ৭৪২১০১ -এ অবস্থিত বাড়িটি (জি+২ তলা) সারফেইসি অ্যাকশনের মাধ্যমে অধিগ্রহণ করা হয়েছে এবং ১৪.১১.২০২৪ তারিখে ই-অকশনের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়েছে (ID-40218, সাইট: psballiance/https://ebkray.in) যেখানে বিক্রয় মূল্য ছিল **৭৭,৭৭,০০০/- টাকা (সাতাত্তর লক্ষ সাতাত্তর হাজার টাকা মাত্র)**। সর্বোচ্চ দরদাতা ছিলেন **শ্রী শঙ্কর দাস** পিতা- বিষ্ণুপদ দাস, পোস্ট- বহরমপুর, পিন-৭৪২১৮৭ উক্ত মূল্যে সম্পত্তিটি কিনেছেন। বিভিন্ন ব্যাংক খরচ সহ ঋণ বন্ধের পরিমাণ (৫৯,৫৮,৩৯৬.৫২/- টাকা) নিম্নরূপ বরাদ্দ করা হয়েছে :-
ক) ঋণ বন্ধের পরিমাণ = ৪৬,৬১,৪৫৭/- টাকা + (খ) ব্যাংক খরচ = ৮,৮৪,৬৩৪.৫২/- টাকা গ) রেজোলিউশন এজেন্সিকে প্রদত্ত চার্জ = ৪১২,৩০৫.০০/- টাকা
মালিকদের প্রদেয় পরিমাণ **শ্রী তন্ময় রায় এবং শ্রীমতি কল্পনা রায় এবং শ্রী কল্যাণ রায়ের** প্রদেয় ৭৭,৭৭,০০০.০০ টাকা - ৫৯,৫৮,৩৯৬.৫২ টাকা = ১৮,১৮,৬০৩.৪৮/- টাকা, মালিকদের যথাযথ পরিচয় প্রমাণপত্রের সাথে আসল কাগজপত্র নিয়ে আসতে হবে এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে **স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, আরবিও ২, বহরমপুর, ১৫, স্কয়ার, ইস্ট রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১** -এর অনুমোদিত অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ডিমান্ড ড্রাফট সংগ্রহ করুন (ডিমান্ড ড্রাফট নং-১২৭৮৫০, **পরিমাণ:** ১৮,১৮,৬০৩.৪৮/- টাকা, **তারিখ**- ২৬.০৩.২০২৫)

তারিখ: ২০.০৫.২০২৫ অনুমোদিত অফিসার
স্থান: বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সিদ্ধি ট্রেডার্স প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালন ব্যবস্থা এবং মালিকানা পরিবর্তনের বিজ্ঞপ্তি :
এতদ্বারা জনসাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্কুলার নং RBI/DoR/2023-24/106 DoR.FIN. REC.No. 45/03.10.119/2023-24 অনুসারে, যা ১০ অক্টোবর ২০২৪ অনুযায়ী সময়ে সময়ে আপডেট করা হয়েছে এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক (আরবিআই) বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা এবং শর্তাবলী পূরণের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে।
ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক ১৬ মে, ২০২৫ তারিখের পত্র KOL.DOR.DOR.No. S 87 /01 -01-005/ 2025-2026 অনুযায়ী পরিচালন ব্যবস্থা এবং নিয়ন্ত্রণ পরিবর্তনের জন্য আগাম অনুমোদন দিয়েছে, যা কোম্পানি কর্তৃক ১৬ মে, ২০২৫ তারিখে গৃহীত হয়েছে।
ক) শামসুর রহমান (DIN -10939585)
খ) টনিকা জৈন (DIN -10631845)
গ) নমন পান্ডে (DIN - 08820088)
কোম্পানির বর্তমান পরিচালক হিসেবে পূর্বতন ডিরেক্টরগণ সদীপ কুমার ঘোষ, দেবশ্রী ঘোষের স্থলাভিষিক্ত হয়ে কোম্পানির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, একটি নন-ব্যাংকিং ফিনান্স কোম্পানি (এখানে ''কোম্পানি'' হিসাবে উল্লিখিত) রেজিস্টার্ড অফিস হোল্ডিং নং ১১৩/৭২২, পিরামিড স্টিল ফার্নিচারের উপরে ফায়ার স্টেশনের কাছে, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭৩৬১২১। এর সাথে বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডাররাও থাকবেন, যার ফলে পরিচালনা পর্ষদ, কোম্পানির ব্যবস্থাপনা এবং নিয়ন্ত্রণ সংশোধিত হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যাবলীকে একীভূত, শক্তিশালী এবং বিস্তৃত করা।
এই পরিবর্তনের ফলে যাদের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে, তারা অধিগ্রহণকারী, স্থানান্তরকারী বা কোম্পানিকে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং/অথবা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক, ডিএনবিএস, ১৫ নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বি.বি.ডি. বাগ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০০১-এ জানাতে পারেন, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে, যাতে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করা থাকে।
অধিগ্রহণকারী, কোম্পানি এবং নতুন পরিচালন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত।

ফর্ম নং ৩

[রেগুলেশন-১৩ (১)(এ) দেখুন]
ডেটস্ রিকভারি ট্রাইব্যুনাল কলকাতা (ডিআরটি-২)
৭ম ফ্লোর, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২-সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০০৭১
কেস নং- টিএ/৫৩৩/২০২০
আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীনে সমন, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলস, ১৯৯৩ এর রুল ৫ এর উপ-রুল (২এ) সঙ্গে পঠিত
ইএক্সএইচ নং ২৪২৩
ইউকো ব্যাঙ্ক
বনাম
বিপুল পাল এবং অন্যান্য
প্রতি
(১) বিপুল পাল এবং অন্যান্য, পিতা-মন্টু পাল, ১৫৫/৩, শশিবাবু রোড, পোস্ট অফিস কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
(২) অমল পাল, পিতা-মন্টু পাল, ১৫৫/৩, শশিবাবু রোড, পোস্ট অফিস কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ
(৩) মন্টু পাল, ১৫৫/৩, শশিবাবু রোড, পোস্ট অফিস কাঁচরাপাড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ

সমন

যেহেতু, টিএ/৫৩৩/২০২০ মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসারের রেজিস্ট্রারের কাছে তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল **২১/০৪/২০২৫** তারিখে।
যেহেতু উক্ত মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আপনার বিরুদ্ধে আইনের (ওএ) সেকশন১৯(৪) এর অধীনে ১১,৮৮,১৫২/- টাকার ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়েরকৃত উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিশ জারি করতে পেরে খুশি। (আবেদন সহ নথির কপি ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয়েছে)।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাকে, বিবাদীদেরকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-
(১) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানো যে কেন প্রার্থনা করা ত্রাণ মঞ্জুর করা হবে না;
(২) মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ-এর অধীনে আবেদনকারীর দ্বারা নির্দিষ্ট করা সম্পত্তি এবং সম্পদ ব্যতীত অন্য সম্পত্তি বা সম্পদের বিবরণ প্রকাশ করা;
(৩) আপনি মূল আবেদনের ক্রমিক নম্বর ৩এ এর অধীনে প্রকাশ করা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি, সম্পত্তি সংযুক্তির জন্য মুলতুবি শুনানি এবং আবেদনের নিষ্পত্তি করা সুরক্ষিত সম্পদের সাথে লেনদেন বা নিষ্পত্তি করা থেকে বিরত থাকবেন;
(৪) আপনি বিক্রয়, ইজারা বা অন্য কোন উপায়ে হস্তান্তর করবেন না, তার ব্যবসার সাধারণ কোর্সে যে সমস্ত সম্পদের উপর নিরাপত্তা সুদ তৈরি হয়েছে এবং/অথবা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রমিক নম্বর ৩এ মূল আবেদন এর অধীনে নির্দিষ্ট বা প্রকাশ করা ট্রাইব্যুনালের পূর্বানুমতি ছাড়াই;
(৫) ব্যবসার সাধারণ গতিপথে সুরক্ষিত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ ও সম্পত্তি বিক্রির মাধ্যমে প্রাপ্ত বিক্রয় আয়ের জন্য আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন এবং এই ধরনের সম্পদের নিরাপত্তা ধারণকারী ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা অ্যাকাউন্টে এই ধরনের বিক্রয় আয় জমা দিতে হবে।
আপনাকে আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **১৮/০৮/২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০ টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এতে ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর দেওয়া হল ২২/০৪/২০২৫ তারিখে।
সমন জারি করার অনুমোদিত অফিসারের স্বাক্ষর
স্বা/-
অ্যাসি. রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডিআরটি-২

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট,
CIN : L65190MH2004GOI148838
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং - ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮/০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯

পরিশিষ্ট - IV (রুল -৮(১)) **দখল নোটিশ** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন। ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি. জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল), শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭**-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ আইনি উত্তরাধিকারীগণের নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. স্বত্ব দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
প্রসেনজিৎ চৌধুরি (ঋণগ্রহীতা)	১. ৩১.০১.২০২৫ ২. ১৪.০৫.২০২৫ ৩. **১৫,১৩,১০০.১৪ টাকা** (পনের লাখ তেরো হাজার একশ টাকা এবং চৌদ্দ পয়সা) ১৯.১২.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া	মঞ্জু অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত বিল্ডিং এর দ্বিতীয় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং সি ২ এর সকল যার পরিমাপ প্রায় ১০০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং প্রায় ৫ কাঠা ১ ছটাক ৯ বর্গফুট জমির উপর নির্মিত এবং নির্মিত একটি । হোল্ডিং নং বি-১২/১২৫/সি-২, থানা-কল্যাণী, ওয়ার্ড নং ১১, কল্যাণী পৌরসভা, জেলা নদিয়ার সীমানার মধ্যে অবস্থিত, যার **চৌহদ্দি- উত্তর দিকে**- বাড়ি নং বি-১২/১১৪, **দক্ষিণে**-৭ নম্বর রাস্তা, **পূর্ব দিকে**- বাড়ি নং বি-১২/১২৪, **পশ্চিমে**- বাড়ি নং বি-১২/১২৬ দ্বারা।
ড. শ্রী নারায়ণ ঝা, মণীশা চৌধুরি, মণীশ নারায়ণ ঝা (আইনি উত্তরাধিকারীগণ) **অনিতা ননকানি** (জামিনদাতা)	১. ৩১.০১.২০২৫ ২. ১৭.০৫.২০২৫ ৩. **৩৫,৫৩,২৩০.২০ টাকা** (পঁয়ত্রিশ লাখ তিপান্ন হাজার দুশো তিরিশ টাকা এবং কুড়ি পয়সা) ১০.০৭.২০২৪ অনুযায়ী বকেয়া	ভদ্রাসন, বাসস্থান, জমি, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি এবং প্রেমিসেস এর সকল যার এলাকা ২ (দুই) কাঠা, ৩ (তিন) ছটাক এবং ৩ (তিন) বর্গফুট এলাকা সম্বলিত বা সামান্য কমবেশি, সেইসঙ্গে তার উপর থাকা খুব পুরানো ২ (দুই)টি পাথরের তৈরি ভবন যার মোট আচ্ছাদিত এলাকা ২০০০ বর্গফুট কমবেশি দাঁড়িয়ে আছে, যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৮৭ নং ওয়ার্ডের সীমানার মধ্যে ২৩বি নং লেক টেম্পলরোড, থানা- টালিগঞ্জ, কলকাতা- ৭০০০২৯, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) প্রেমিসেসে অবস্থিত এবং এটি কলকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট স্কিম নং XXXIII এর উদ্বৃত্ত জমির প্লট নং ৩৬৯, ৩৭০, ৩৯০ এবং ৩৯১ এর একটি নির্দিষ্ট অংশ বা অংশে গঠিত। পুরাতন প্রেমিসেস নম্বর ৩৬, ৩৭, ৪৬ এবং ৪৮/১ যথাক্রমে, মুদিয়ালি রোড, ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) জেলা, ডিহি পঞ্চাননগ্রামে, সাব-ডিভিশন টি, ডিভিশন-৬- -তে যথাক্রমে ৪১, ৪২, ৪৬ এবং ৪৮ নম্বর হোল্ডিং নং-এর অংশ। **উক্ত সম্পত্তিটি নিম্নরূপে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত- উত্তরে**- লেক টেম্পল রোড, **দক্ষিণে**- শিব মন্দির, **পূর্বে**- প্রেমিসেস নং ১০, শরৎ চ্যাটার্জি অ্যাভিনিউ, **পশ্চিমে**- কমন প্যাসেজ দ্বারা। মাধ্যমে।

তারিখ : ১৯.০৫.২০২৫, স্থান : কলকাতা **স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**

L&T Finance

এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড
(পূর্বে যা এল&টি ফাইনান্স হোল্ডিংস লিমিটেড নামে পরিচিত ছিল)
রেজিস্টার্ড অফিস: এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড, বৃন্দবন বিল্ডিং, প্লট নং 177, কালিনা, সিএসটি রোড, মার্সিডিজ শোরুমের কাছে, সান্তাক্রুজ (পূর্ব), মুম্বাই 400 098
CIN No.: L67120MH2008PLC181833
ব্রাঞ্চ অফিস: কলকাতা

দখলগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি
[আইন-8(1)]

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর অনুমোদিত আধিকারিক (রিস্টহোয়াইল, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লি.এল&টি ফাইনান্স লি.-এর সঙ্গে একত্রিত হয়েছে অ্যামালগামেশন স্কীমের অধীনে যেভাবে অন্তর্ভুক্তিকরণ অনুমোদিত এনসিএলটি মুম্বাই দ্বারা সেইসঙ্গে এনসিএলটি কলকাতা, এল&টি হাউসিং ফাইনান্স লিমিটেড একত্রিত হয়েছে এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড ('এলটিএফ') যা হয়েছে 12ই এপ্রিল, 2021) সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইনান্স অ্যাসেট অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সোসাইটি ইন্টারেস্ট আইন, 2002 অনুসারে, এবং উক্ত আইনের ধারা 13(12) প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যাতে উক্ত আইন পড়া হয় [আইন 3] সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) আইন, 2002 অনুসারে যা ইস্যু হয়েছে ডিমান্ড নোটিশে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্সদের আহ্বান জানিয়ে যাতে পুন:প্রদান করা হয় ডিমান্ড নোটিশে উল্লেখিত অ্যামাউন্ট উক্ত নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার 60 দিনের মধ্যে এবং পরবর্তী সুদ এব অন্যান্য চার্জেস ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন তারিখ পর্যন্ত। ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স অ্যামাউন্ট পুন:প্রদানে ব্যর্থ হলে, এতৎদ্বারা নোটিশ জারি করা হবে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা / গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে যে নিম্নস্বাক্ষরিত ব্যক্তি বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত আইনের ধারা 13-এর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে যা আইন 8-এর এই নোটিশের রুলস অনুসারে পড়া হয়।

লোন অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহণকারী / রা এবং সহ-ঋণগ্রহণকারী / রা এবং গ্যারেন্টারের নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ডিমান্ড নোটিশ: তারিখ	ডিমান্ড নোটিশ: বকেয়া অ্যাকাউন্ট (₹)	তারিখ এবং পজেশনের গ্রহণের ধরণ
H005412708 21052211, KOLHL2000 0028	1) মেসার্স কুমার অ্যাণ্ড কোং (ইহার মালিক দীপক কুমার মাধ্যমে) ঋণগ্রহীতা এবং 2) দীপক কুমার, সহ-ঋণগ্রহীতা 3) তনু কুমার, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং 4) মার্টিন কুমার, সহ-ঋণগ্রহীতা	অনুসূচি-I সমস্ত খণ্ড ও অংশের 3 কাঠা 8 ছটাক 36 বর্গমিটার পরিমাপের জমির ওপর কাঠামো সহ ঝোরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত চৌহদ্দির মধ্যে মৌজা ঝোরহাট, জে.এল. নং 30, আর.এস. খতিয়ান নং 44, এল.আর. খতিয়ান নং 3068, আর.এস. দাগ নং 289/2026, 289,290, এল.আর. দাগ নং 324, 325, 326, থানা – সাঁকরাইল, জেলা – হাওড়া'তে যেটা আছে ও অবস্থিত। যা নিম্ন দ্বারা চতুর্সীমাবদ্ধ – পূর্ব – দিলীপ কুমারের সম্পত্তি পশ্চিম – নিতাই চন্দ্র কুমারের সম্পত্তি উত্তর – দাগ নং 301-এর সম্পত্তি দক্ষিণ – 6 ফুট কমন প্যাসেজ	10.05.2024	টাঃ 28,95,429.09/- (আটাশ লাখ পঁচানব্বই হাজার চারশো উনত্রিশ টাকা নয় পয়সা মাত্র)	বাস্তবিক দখল 14.05.2025

বিশেষ করে ঋণগ্রাহীতা / উপ-ঋণগ্রাহীতা এবং গ্যারেন্টর্স এবং সাধারণ জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে তাঁরা যেন এই সম্পত্তির কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনও রকম লেনদেনের জন্য এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড দ্বারা উক্ত ডিমান্ড নোটিশে ঘোষিত অ্যামাউন্ট ধার্য করা হবে একত্রে সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ ডিমান্ড নোটিশের তারিখ থেকে পেমেন্ট / রিয়েলাইজেশন পর্যন্ত ধার্য করা হবে।

তারিখ: 20.05.2025 স্বাক্ষরিত
স্থান: কলকাতা **অনুমোদিত আধিকারিক**
এল&টি ফাইনান্স লিমিটেড-এর তরফে

মুখ্যমন্ত্রীর সফরের আগে তৃণমূল কর্মীর গলা কেটে খুনের অভিযোগ

৭ জনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের মৃতের ছেলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরের মধ্যেই মালদায় তৃণমূল কর্মীকে ধাওয়া করে গলা কেটে খুন করার অভিযোগ উঠল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। রবিবার রাত দশটা নাগাদ চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোদুয়ারি এলাকায়। বাড়ি থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে একটি অনুষ্ঠান বাড়িতে যাওয়ার পথেই ওই তৃণমূল কর্মীকে সশস্ত্র বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে গলা কেটে খুন করে বলে অভিযোগ। রাতেই এই ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর রাতেই মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে পুলিশ। এই ঘটনায় হামলাকারী মূল অভিযুক্ত লালচাঁদ ঘোষের স্ত্রীকে আটক করেছে পুলিশ। বাকি হামলাকারীদের খোঁজ শুরু করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পাশাপাশি বাবাকে খুনের ঘটনায় সাত জনের বিরুদ্ধে ইংরেজবাজার থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ছেলে সুজন ঘোষ।

পুলিশ ওই স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম সুবল ঘোষ (৫০)। তাঁর বাড়ি মহদিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোদুয়ারি এলাকায়। এদিন রাত দশটা নাগাদ একটি অনুষ্ঠান নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছিলেন সুবলবাবু। বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে একদল দুষ্কৃতী রীতিমতো রাস্তার পথবাতির আলো নিভিয়েই ধারালো হাঁসুয়া দিয়ে কুপিয়ে খুন করে ওই তৃণমূল কর্মীকে। মৃতের ছেলে সুজন ঘোষ পুলিশকে অভিযোগে জানিয়েছেন, হামলাকারী লালচাঁদ ঘোষ, বাপি ঘোষ, হৃদয় ঘোষ, বিজয় ঘোষ ও তার দলবল , এরা প্রত্যেকে বিজেপির সক্রিয় কর্মী। দীর্ঘদিন ধরেই বাবাকে তারা দলে টানার চেষ্টা চালাচ্ছিল। মহদিপুর এলাকায় বাবা সুবল ঘোষের একটা দলীয় প্রভাব রয়েছে। মূলত বাবার জন্য গত লোকসভা ভোটে এখানে তৃণমূলের কয়েকটি বুথে ভালো ফল হয়েছিল। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই এখন থেকেই ওরা আমার বাবাকে দলে টানার জন্য নানান ভাবে প্রলোভন দেখিয়েছিল । কিন্তু কোনোভাবেই তৃণমূল ছাড়তে চায়নি আমার বাবা। এরপরই বদলা নিতে রীতিমতো পরিকল্পনা করে গলা কেটে বাবাকে খুন করা হয়েছে।

মৃতের এক শ্যালক শুভঙ্কর ঘোষ জানিয়েছেন, রাজনীতির বাইরে জামাইবাবু গোরুর দুধ ও ছানার কারবার করতেন। তবে তাঁকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই হামলাকারীরা খুন করেছে। ঘটনার সময় ছয় থেকে সাতজন দুষ্কৃতী আগে থেকেই ওরা রাস্তার পথবাতি নিভিয়ে রেখেছিল। ফলে এটা যে পরিকল্পনামাফিক খুন, তা বোঝা যাচ্ছে। শুধুমাত্র তৃণমূল করার অপরাধেই এভাবেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করল জামাইবাবুকে। পুরো ঘটনার ব্যাপারে পুলিশকে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে। তৃণমূলের জেলার মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু বলেন, মৃত সুবলবাবু তৃণমূল দল গঠন হওয়ার পর থেকেই সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করে এসেছেন। এদিন তাকে পরিকল্পনা করে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা খুন করেছে। পুলিশ সুপারকে বলেছি অবিলম্বে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে। বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গাঙ্গুলি বলেন, ভিত্তিহীনভাবে বিজেপির নাম জড়ানো হচ্ছে। এটা সম্পূর্ণ পারিবারিক একটি পুরনো বিবাদ।

মালদার পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব জানিয়েছেন, এই খুনের ঘটনায় এক হামলাকারীর স্ত্রীকে আটক করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

অমৃত ভারত স্টেশন পানাগড়, ২২ তারিখে হবে ভার্চুয়াল উদ্বোধন

পরিদর্শন করলেন রেলের আধিকারিকরা

সুজিত ভট্টাচার্য্য ● কাঁকসা

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্টেশনের মতোই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেশন হল পানাগড় স্টেশন। যার কারণে পানাগড় স্টেশনকে অমৃত ভারত স্টেশনের আওতায় আনা হয়। সেইমতো ২০২৪ সাল থেকে শুরু হয় এই স্টেশনের কাজ। আগামী ২২ তারিখে পানাগড় স্টেশন সহ ভারতের মোট ১০৩ টি স্টেশনের ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। যার মধ্যে রয়েছে আসানসোল ডিভিশনের মধ্যে পানাগড় ও শঙ্করপুর স্টেশন।

পানাগড় স্টেশনের এক ও দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মের মাঝেই করা হয়েছে অস্থায়ী ছাউনি। আগামী ২২ তারিখে সেখানে জায়েন্ট স্ক্রিনের মাধ্যমে এলাকার বাসিন্দাদের এবং ট্রেনের যাত্রীদের সরাসরি উদ্বোধন অনুষ্ঠান দেখানো হবে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে সেই অস্থায়ী ছাউনি তৈরির কাজ। অন্যদিকে অমৃতভারত স্টেশন হওয়ার পর পানাগড় স্টেশনের উন্নতিকরণ ও সৌন্দর্যায়নের কাজ কতটা হয়েছে তা খতিয়ে দেখতে সোমবার বিকেলে পানাগড় স্টেশনে আসেন আসানসোল ডিভিশনের রেলের আধিকারিকরা। এদিন রেলের আধিকারিকরা পানাগড় স্টেশনের কাজ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সাংবাদিক বৈঠক করে রেলের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, পানাগড় স্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্টেশন। এই স্টেশনটিকে অমৃতভারত স্টেশনের আওতায় আনার পর দ্রুত কাজ শুরু হয়। সেই কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছে। এখনো পর্যন্ত সাধারণ মানুষ পানাগড় স্টেশনে রেলের পক্ষ থেকে যাত্রী সুবিধার জন্য কি কি ব্যবস্থা করেছে, সেই বিষয়ে অনেকেই অবগত হননি। যার কারণে সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা তারা সাধারণ মানুষের কাছে পানাগড় স্টেশনে যাত্রীরা কি কি সুবিধা পাবেন এবং অমৃত ভারত স্টেশনের আওতায় আগামী দিনে আরও কি কি সুবিধা তারা পেতে চলেছেন সেই বিষয়ে সাধারণ মানুষকে অবগত করার জন্যই তারা এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছেন।

উল্লেখ্য, পানাগড় স্টেশনের একদিকে যেমন রয়েছে ভারতীয় স্থল বাহিনী সেনার ছাউনি, অপর প্রান্তে রয়েছে ভারতীয় বায়ু সেনার ছাউনি। ফলে সাধারণ যাত্রীদের পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ানদের এবং তাদের পরিবারদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য আগেই পানাগড় স্টেশনে বহু দূর পাল্লা ট্রেনের স্টপেজ

করা হয়েছে। পানাগড় স্টেশনের মধ্যেই রয়েছে সাধারণ যাত্রীদের জন্য বিশ্রামাগার। যাত্রীদের ওঠা নামার সুবিধার জন্য স্টেশনের দুই এবং তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে বসানো হয়েছে লিফট। গোটা পানাগড় স্টেশনে এবং স্টেশন চত্বরে বসানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা যা ভিডিও -র সঙ্গে শব্দ রেকর্ড করার রাতেও পরিষ্কার ভিডিও তোলার সক্ষম। গোটা স্টেশন যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তার জন্য কয়েক মিটার দূরত্বেই রাখা হয়েছে ডাস্টবিন। যাত্রীদের বসার জন্য অতিরিক্ত চেয়ারের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি লাগানো হয়েছে পাখা, করা হয়েছে মোবাইল চার্জের ব্যবস্থা। যেহেতু পানাগড় স্টেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই স্টেশনে থাকছে রেল পুলিশের কড়া নজরদারি। স্টেশনের দুই ধারে থাকছে টিকিট কাউন্টারের ব্যবস্থা। যার কারণে যাত্রীদের অনেকটাই সুবিধা হবে। থাকবে অত্যাধুনিক টিকিট কাউন্টার।

সেনা জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতে মিছিল আরামবাগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: অপারেশন সিঁদুরের সাফল্যে নিয়ে সোমবার হুগলির বিজেপি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার কার্যালয় দৌলতপুর থেকে একটি 'তিরঙ্গা যাত্রা'র আয়োজন করা হয়েছিল। এই মিছিলে সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সহ বিভিন্ন নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা তারা জাতীয় পতাকা নিয়ে শহর পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুশান্ত কুমার বেরা, পুরশুড়া বিধায়ক বিমান ঘোষ, আরামবাগ বিধায়ক মধুসূদন বাগ, সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি উপাসক দে, পুরমণ্ডলের সভাপতি সুমন তিওয়ারি, প্রাক্তন সভাপতি কার্তিক দত্ত থেকে শুরু করে হাজার বিজেপি কর্মীরা। জেলা সভাপতি সহ বিধায়ক বিমান ঘোষ তাঁরা ভারতীয় সেনা ও দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে আরামবাগের বিধায়ক মধুসূদন বাগ জানান, ভারতের লক্ষ্য সন্ত্রাস দমন করা। পাকিস্তান বরাবরই সন্ত্রাসে মদত দিয়েছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সেই সন্ত্রাসবাদকে নির্মূল করতে বদ্ধপরিকর। তার নেতৃত্বে ভারতবর্ষ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পাকিস্তানকে প্রত্যাঘাত করা হয়েছে। জঙ্গি দমন চলছে। এই জঙ্গি দমনে বীর সেনাদের অবদান অপরিসীম। তাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাতে এই মিছিল। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারতের লড়াই চলবে। সন্ত্রাসবাদ ভারত বরদাস্ত করবে না। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সেনা জওয়ানদের অবদান ভারতবাসী কোনওদিনই ভুলবে না। সেনা জওয়ানদের শ্রদ্ধা জানাতেই এই মিছিল।

প্রতিবেশীর হাতে খুন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা, আহত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদন, রঘুনাথগঞ্জ: জায়গা বিবাদকে কেন্দ্র করে প্রতিবেশীর হাতে খুন হলেন বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে রঘুনাথগঞ্জে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ালো। বাড়ির পাঁচিল দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিবাদের জেরে রঘুনাথগঞ্জে দফরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যাকে লোহার রড দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। রবিবার রাতে ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম মেনকা মণ্ডল (৪০)। তাঁর বাড়ি রঘুনাথগঞ্জ থানার জগদানন্দবাটি গ্রামে। তিনি দফরপুর গ্রামপঞ্চায়েতের বিজেপির নির্বাচিত সদস্যা ছিলেন। তিনি গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপি দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ী হন। রবিবার দুপুরে প্রতিবেশী কুড়ান মণ্ডলের সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয়। তখন সদলবলে বাড়িতে চড়াও হয়ে গ্রাম

পঞ্চায়েতের সদস্যা সহ পরিবারের লোকজনকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। মেনকাদেবীকে উদ্ধার করে জঙ্গিপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে আনা হলে সেখানেই রবিবার গভীর রাতে মৃত্যু হয়। ঘটনায় গুরুতর জখম আরও দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, গন্ডগোলের ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে প্রতিবেশী কুড়ান মণ্ডলকে। জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার অমিত কুমার সাউ বলেন, ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির সীমানা পাঁচিল দিচ্ছেলেন মৃত পঞ্চায়েত সদস্যা। এই নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে ববাদ চলছিল। রবিবার দুপুরে পাঁচিল গাঁথার সময় উভয় পক্ষের মধ্যে চরম অশান্তি হয়। এরপরই প্রতিবেশীরা মেনকাদেবী ও তাঁর পরিবারের উপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে চড়াও হওয়ার অভিযোগ ওঠে। মেনকাদেবী ও তাঁর পরিবারের উপর হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে। পঞ্চায়েত সদস্যের মাথায় গুরুতর চোট লাগে। মৃতের ছেলে অমিত মণ্ডল বলেন, ওরা আমাদের জায়গা দখল করতে এসেছিল। আমরা বাধা দেওয়ায় বাবা, মা, আমাকে ও আমার ভাইকে লোহার রড, শাবল দিয়ে পিটিয়েছে। বাবা, ভাই হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কল্যাণী: বরাকের ভাষা আন্দোলনকে স্মরণ করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে আয়োজিত হল রক্তদান শিবির। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক কল্লোল পাল উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, মাতৃভাষা বাংলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলা ভাষাভাষী মানুষ যে আন্দোলন করেছিলেন, তারই ফলস্বরূপ আসামের বাঙালিরা বাংলায় কথা বলছেন। আশা রাখব, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ও এগিয়ে আসবে বরাকের ভাষা শহিদ স্মরণে। ১৯৬১ সালের ১৯ মে শিলচরে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন ১১ জন বাঙালি। যেমন কমলা ভট্টাচার্য, শচীন্দ্রচন্দ্র পাল, চণ্ডীচরণ সূত্রধর, হিতেশ বিশ্বাস, সত্যেন্দ্র দেব, সুনীল সরকার, কানাইলাল নিয়োগী প্রমুখ। আসামের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক অমলেন্দু চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণায় জানা গেল, শহিদদের শ্রাদ্ধের দিন ৩০ মে আসামের সমস্ত বাঙালি বাড়িতে অরন্ধন ছিল। ১৯ মে বরাক উপত্যকায় বাঙালিদের রক্ত ঝরেছিল। আশা করব আগামীদিনে আসামের বাঙালিরাও এই দিনটিতে রক্তদান করে শহিদদের স্মরণ করবেন। ৩৬ জন শিবিরে রক্তদান করলেন। প্রায় চারশো ছাত্রছাত্রী, গবেষকের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক সাবিত্রী নন্দ চক্রবর্তী, অধ্যাপক নন্দিনী বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. তুষার পটুয়া প্রমুখ।

রান্নার গ্যাস অবৈধভাবে পাচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাবড়া: ১০৬ টি রান্নার গ্যাস অবৈধভাবে পাচার করতে গিয়ে গ্রেপ্তার তিন। রবিবার হাবড়া থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় হাবড়া বদর এলাকা থেকে ইছাপুর রোড ধরে একটি গ্যাস বোঝাই ৪০৭ গাড়ি যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ইছাপুর উদয়নপল্লি এলাকায় শুরু করে নাকা চেকিং, গাড়িটি আটক করে পুলিশ। গাড়ি চালক সাঈদ হোসেন বাড়ি রহড়া থানা এলাকায় ও খালাসি সাহেব আলি গাজীর বাড়ি হিঙ্গলগঞ্জ থানা এলাকায়। দু'জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ গাড়িতে থাকা দুজনকে। গ্যাসের কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারে না আটক করে নিয়ে আসা হয় হাবড়া থানায়। বাজেয়াপ্ত করা হয় গাড়ি-সহ ১০৬ টি রান্নার গ্যাসের সিলিন্ডার। গ্রেপ্তার করা হয় দুজনকে। দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানতে পারে হাবড়া থানার বদর এলাকার গ্যাস ডিস্ট্রিবিউটর কমল দাসের গ্যাস নিয়ে তারা যাচ্ছিল, সেই মতো কমল দাসকেও গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

কাজ দেওয়ার নামে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: নাবালিকা কিশোরীকে দোকানে কাজ দেওয়ার নাম করে হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মাস দুয়েক আগে মিনাখাঁ থানার দক্ষিণ মিনাখাঁয় বাড়ি যুবক অরিন্দম গোলের সঙ্গে মিনাখাঁর চৈতলে বাড়ি নাবালিকা এক কিশোরীর সঙ্গে পরিচয় হয়, সেই সূত্রে যুবক কিশোরীকে তাদের একটি দোকানে কাজ দেওয়ার নাম করে স্থানীয় হোটেলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। রবিবার রাতে মেয়েটির পরিবার অরিন্দম গোলের নামে থানায় অভিযোগ করে, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার সকালে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ পকসো আইনে মামলা রুজু করে যুবক অরিন্দম গোলকে পুলিশি হেপাজাত চেয়ে বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে। অন্যদিকে নাবালিকাকে মেডিক্যাল পরীক্ষার জন্য আনা হয়েছে বসিরহাট স্বাস্থ্য জেলা হাসপাতালে, সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বসিরহাট মহকুমা আদালতের বিচারকের কাছে গোপন জবানবন্দি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পুরপিতার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: রাতে বাড়ির কেউ অসুস্থ হলে বা যে কোনও সমস্যায় অ্যাপের মাধ্যমে জানান কাউন্সিলকে। সঙ্গে সঙ্গে মিলবে সমধান। ওয়ার্ডের মানুষকে আরও বেশি পরিষেবা পৌঁছে দিতে বারাসাত পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ সুমিত কুমার সাহা রবিবার উদ্বোধন করলেন 'হ্যালো কাউন্সিল অ্যাপ'। শুধু তাই নয় সোশ্যাল মিডিয়ায় বাড়তে থাকা জনপ্রিয়তার কথা মাথায় রেখে ওয়ার্ডের মধ্যেই বানানো হল 'আই লাভ ওয়ার্ড ১৩' নামে 'সেলফি জোন'। এই সব কাজই করলেন নিজের আর্থিক খরচে। এর পাশাপাশি বারাসাতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী'র বিধায়ক তহবিলে প্রায় ৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা ব্যয়ে বসানো হল 'হাইমাস লাইট'। আর এই সব কিছুরই উদ্বোধন পৃথক পৃথক ভাবে করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, বারাসাতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ও বারাসাত পুরসভার পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি। সকলেই পুরপিতার এই কাজকে ব্যতিক্রমী অ্যাখ্যা দিয়ে তার প্রশংসা করেন। ডাঃ সুমিত কুমার সাহা জানান, ১৩ নম্বর ওয়ার্ডটি দীর্ঘদিন বামেদের দখলে ছিল। ফলে সে অর্থে উন্নয়ন তেমন কিছুই হয়নি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সর্বদাই মানুষের জন্য কাজ করে চলেছেন।

বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল, পোস্টার পড়ল শহরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের বারাসাতের বিজেপির গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে এল। পোস্টার পড়ল বারাসাত শহরে। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সদর বারাসাত শহর ও বিজেপির দলীয় কার্যালয় রাজ্য নেতৃত্ব ও জেলা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পোস্টার দিয়ে দল থেকে সরানোর আবেদন। বারাসাত মহিলা মোর্চা নেত্রী নবমিতা চক্রবর্তী ও উত্তর ২৪ পরগনা বিভাগীয় ইনচার্জ কৃষ্ণেন্দু মুখার্জির ছবি দিয়ে পোস্টারে বিভিন্ন রকম কুরুচিকর মন্তব্য এবং এদেরকে দল থেকে বহিষ্কার করার দাবিতে সরব বিজেপির একাংশ। এই পোস্টারই সোমবার দেখা গেল বারাসাত শহরের নপাড়া, হেলাবটতলা, কলোনি মোড় সহ হরিতলা সংলগ্ন বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সদর দপ্তরে। আর বিজেপির এই গোষ্ঠী কোন্দলকে নিয়ে ইতিমধ্যেই নিন্দা করতে শুরু করেছে বিরোধীরা। তৃণমূল কংগ্রেসের বারাসাত সাংগঠনিক জেলার আইএনটিটিইউসি'র সভাপতি তাপস দাশগুপ্তের দাবি, বিজেপি কোনও রাজনৈতিক দলই নয়, বিজেপি একটি ধার্মিক দল। তাদের অন্তর্দ্বন্দ্ব আগেও প্রকাশ্যে এসছে। এখনও আসছে এটি

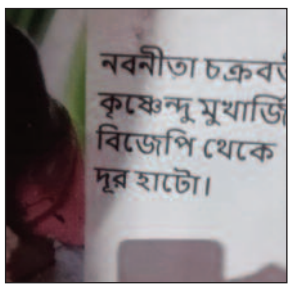

কোনও নতুন বিষয় নয়। ভোটের আগে এ ধরনের গোষ্ঠী কোন্দল আরও প্রকাশ্যে আসবে বলে তার দাবি। অন্যদিকে, সিপিআইএমের নেতা আহমেদ আলি খান বলেন, ২৬ এর আগে কেন্দ্রীয় কমিটির টাকা বারাসাত সাংগঠনিক জেলার কোনও নেতৃত্ব ভাগাভাগি করবেন তা নিয়েই মূলত এই গোষ্ঠী আন্দোলন। আর যার ফলে দিকে দিকে পোস্টার। যদিও এই সমগ্র পোস্টার কাণ্ড ঘিরে বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব সহ বারাসাত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সঙ্গে বারংবার যোগাযোগ করতে চাইলেও, এ বিষয়ে তারা কোনও মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে বিষয়টি নিয়ে কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি বলেন, সম্পূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেসের কারসাজি। দলের কেউ এ ধরনের কাজ করবে না।

নয়াগ্রামে বনাধিকার কমিটির ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নয়াগ্রাম ব্লকের বনাধিকার গ্রাম সভা মোর্চার পক্ষ থেকে নয়াগ্রাম বিডিও-কে দুটি প্রধান দাবিকে কেন্দ্র করে একটি প্রতিনিধি দল ডেপুটেশন দেয়। বনাধিকার আইন ২০০৬ অনুযায়ী গঠিত গ্রাম সভাগুলোর সমন্বয়ে গঠিত এই মোর্চা ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম ও বিনপুর-২ ব্লকের প্রায় ২০টির বেশি আদিবাসী গ্রামে সচেতনতা ছড়িয়ে দিয়ে ১৫টি গ্রাম সভার পক্ষ থেকে ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক দাবির আবেদন জমা দেয়। এই দাবিগুলির অনুলিপি জেলা ও স্থানীয় প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে পাঠানো হলেও ২০২০ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বহুবার লিখিত অভিযোগ ও আবেদন করলেও সমস্যা নিরসন হয়নি। এমনকি তথ্য অধিকার আইনে জানতে চাওয়া হলেও তথ্য যাচাই চলছে বলা হলেও বাস্তবে তার প্রমাণ দেখা যায়নি।

২০১৭ সালে খুনের চেষ্টা, মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলা

হাইকোর্টে জামিন মিলল ১২ জন তৃণমূল নেতা ও কর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: প্রায় দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে জেলে বন্দি থাকার পর হাইকোর্টে জামিন মিলল ১২ জন তৃণমূল নেতা ও কর্মীর। গত ২৮ মার্চ ২০১৭ সালের মামলায় বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কাকলিতা গুপ্তের তিনবছর কারাদণ্ড এবং ৫০০০ টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছিল বর্ধমানের ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরবিন্দ মিশ্র। একই সঙ্গে ওই মামলায় বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের যুব সভাপতি ও পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মানস ভট্টাচার্য, দলের নেতা শেখ জামাল, কার্তিক বাগ সহ ১২ জনকে ১০ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় আদালত। ২০১৭ সালে খুনের চেষ্টা, মারধর সহ একাধিক ধারায় মামলায় বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান তথা বর্ধমান ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কাকলিতা গুপ্ত, ব্লকের যুব সভাপতি মানস ভট্টাচার্য, পঞ্চায়েত প্রধান কার্তিক বাগ এবং রায়ান ১ নম্বর অঞ্চলের সভাপতি শেখ জামাল সহ ১২ জনকে গত ২৪ মার্চ দোষী সাব্যস্ত করেন বর্ধমানের ফাস্ট ট্র্যাক

সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরবিন্দ মিশ্র। সেদিনই আদালত থেকে সংশোধনাগারে নিয়ে যাওয়ার পথে অসুস্থতাবোধ করে কাকলিতা গুপ্তকে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরী বিভাগে। বুকে তীব্র ব্যথা ও ইসিজি রির্পোটে সমস্যা থাকায় সেখান থেকে কাকলিতা গুপ্ত -কে নিয়ে যাওয়া হয় বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজের উইংস অনাময় সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। পাশাপাশি কাকলিতা গুপ্তা এর আইনজীবী বিশ্বজিৎ দাস কাকলিতা গুপ্তের জন্য ৩৬০ সিআরপিসিতে আবেদন জানান। ২৮ মার্চই সাজা প্রাপ্ত কাকলিতার জামিন হয় বর্ধমান আদালতে। বর্ধমান আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের বিচারক অরবিন্দ মিশ্র ২০ হাজার টাকার বেলবন্ডের বিনিময়ে পিটিশন গ্রহণ করে জামিন ঘোষণা করেন। সোমবার বর্ধমান আদালতের তথা সাজা প্রাপ্তদের আইনজীবি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, কলকাতা হাইকোর্টের ফাস্ট ট্র্যাক সেকেন্ড কোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের বিচারক দেবাংশু বসাক ও মহম্মদ দাব্বার রশিদের রায়ে ১০ বছর সাজাপ্রাপ্ত ১২ জনের জামিন মঞ্জুর হয়েছে। মামলা চলবে, তবে আপাতত তারা জামিনে মুক্ত হয়েছেন। অন্যদিকে সাজাপ্রাপ্ত অস্থায়ী জামিনে মুক্ত কাকলিতা গুপ্তও জামিন পেয়েছেন। সোমবার হাইকোর্টে জামিন পেলেও জেল থেকে সম্ভবত মঙ্গলবার ছাড়া পাবেন ১২ জন সাজাপ্রাপ্ত বলে জানিয়েছেন আইনজীবী বিশ্বজিৎ দাস।

নিজের ‘গড়’ বলেই পরিচিত হাওড়াতেও ছেলের প্রচারে মিসিং টুটু বসু, বাড়ছে জল্পনা

অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায়

ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে। বাংলা ভাষায় জনপ্রিয় কমেডি সিনেমা। বাগানে সেই কমেডি শো’ই বোধহয় দেখাচ্ছেন সৃঞ্জয় অ্যান্ড কোং। বাগান নির্বাচনী প্রচারে দেদার চলছে গানের আসর। যেখানেই যাচ্ছেন বাগান ভক্তদের মন ভোলাতে সেখানেই পুরপিতাদের ভিড়। তিনি দাঁড়াবেন ঘোষণা করেছেন সচিব পদে। বাকি পদে কী তাহলে গোটা তৃণমূল? কাজের লোক নেই! সিনেমার নামটা বলারও একটা অর্থ আছে। আসলে, এই বগার ভূমিকায় যেন টুটু বসুকেই দেখা যাচ্ছে। ছেলে সৃঞ্জয়ের হয়ে প্রচার সারতে মোহনবাগান সভাপতি পদে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এরপর সাংবাদিক সম্মেলন করে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সভাপতি পদে থেকে কিছুতেই কোনও পক্ষের হয়ে প্রচার সারবেন না। নৈতিকতার প্রশ্ন। কিন্তু মোক্ষমভাবে যে ফেঁসে যাবেন তা কে জানত! মোহনবাগানে পরপর দু’বার কার্যকরী সভায় সদস্যরা কোনও সিদ্ধান্তই নিতে পারেননি।

বাবাকে পাচ্ছেন না কোনও প্রচারেই। নির্বাচনী সভায় নিজের হয়েই গলা ফাটাচ্ছেন সৃঞ্জয় বসু। পিছনে বসে হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়।

এবার? না পারছেন ঢোঁক গিলতে, না ওগরাতে। রবিবার হাওড়ার বাগানের জনসভার মধ্যে দিয়েই এবার প্রচার শুরু করবেন এমনটাই শোনা গিয়েছিল। সকালে আবার পাইকপাড়ার মোহিত মঞ্চে ছিল জমকালো তারকাখচিত শিল্পীদের অনুষ্ঠান। না, কোনওটাতেই তাঁকে দেখা যায়নি। হাওড়া টুটু বসুর ‘গড়’ বলেই পরিচিত। কিন্তু সেখানেই টুটু বসুর অনুপস্থিতি একাধিক প্রশ্ন তুলে দিল। তিনি ছেলের হয়ে প্রচারেই নামলেন না এতদিন পরেও। অথচ দেখলে মনে হবে স্থানীয় তৃণমূলবাহিনী সকলেই মরিয়া সৃঞ্জয় বসুকে এই তরী উতরে দেওয়ার জন্য। কে নেই সেখানে, সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন পয়লা বৈশাখেও দেবাশিস দত্তের জয়গান গেয়ে সেই শিবিরে চলে গেছেন। তেমনই প্রকাশ্যে ওপরমহলের নির্দেশ বলে সৃঞ্জয় বসুর হয়ে ব্যটন ধরে নিয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ রায়। তবু যেন হাওড়াবাসীদের আফশোস, ছেলের সভায় বাবাকে দেখতে না পেয়ে। যত দিন যাচ্ছে, ততই প্রচারের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন সৃঞ্জয় বসু। তাতে বাহবাও পাচ্ছেন। কিন্তু তাতে কতজন সত্যি ভোটার, কতজন প্রত্যক্ষভাবে মোহনবাগানের সঙ্গে জড়িত তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা নেই। কেন সভা, কী লাভ তাতে, সবই আইওয়াশ কিনা তা নিয়েই দ্বিধাবিভক্ত টুটু বসুর ‘গড়’ বলে পরিচিত হাওড়া থেকে উত্তর কলকাতা।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলতে চান শামি, ড্রাফটের আসরে সৌরভ-ঝুলনরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: ইংল্যান্ড সফরে সুযোগ না পেলে বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগে খেলবেন মহম্মদ শামি। তিনি এমন ইচ্ছাপ্রকাশ করেছেন বলে জানিয়ে দিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। সিএবির ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচারস কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস জানালেন, ১১ জুন থেকে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। চলবে ২৮ জুন অবধি। সোমবার কলকাতার বাইপাসের ধারে এক অভিজাত হোটেলে হয়ে গেল প্লেয়ার ড্রাফট।

বেঙ্গল প্রো টি২০ লিগের প্লেয়ার ড্রাফট হয়ে গেল। ছিলেন সিএসবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামী প্রমুখ।

উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ঝুলন গোস্বামীরা। অভিমন্যু ঈশ্বরণ, মুকেশ কুমার, আকাশ দীপ ভারতীয় এ দলের হয়ে ইংল্যান্ড সফরে যাবেন। ফলে তাঁদের ফ্র্যাঞ্চাইজিরা যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা লাঘব করতে পদক্ষেপ করল সিএবি। রিটেনশন উইথ কন্ডিশনাল রিপ্লেসমেন্টের মাধ্যমে । ফলে পরিবর্ত ক্রিকেটার নিতে পারবে দলগুলি। তবে ওই তিন ক্রিকেটার যদি ইংল্যান্ড সফরের পর দেশে ফেরেন, তাঁরা খেলতে পারবেন সংশ্লিষ্ট দলগুলির হয়ে। যুধাজিৎ গুহ, রাহুল প্রসাদরাও বিসিসিআইয়ের সেন্টার ফর এক্সেলেন্সে থাকায় পুরো টুর্নামেন্টে খেলতে পারবেন না। আপাতত শিলিগুড়ির হয়ে অনুষ্টুপ মজুমদার, মালদহের হয়ে ঈশান পোড়েল, রাঢ় টাইগার্সে রবি কুমার খেলার সুযোগ পাবেন।

৮টি দল ড্রাফটের আগে ৫ জন করে ক্রিকেটার ধরে রাখার সুযোগ পেয়েছিল। ৯০-এর বেশি ক্রিকেটার থাকছেন দলগুলিতে। অন্তত দুজন করে অনূর্ধ্ব ১৯ ক্রিকেটার রাখতে হচ্ছে দলগুলিকে। প্রথম একাদশে রাখতে হবে তাঁদের একজনকে। আইপিএলের ফাঁকে এদিনের ড্রাফটের আসরে হাজির ছিলেন অভিষেক পোড়েল, মুকেশ কুমার। ড্রাফট চলাকালীন রাস ছবির টিজার প্রকাশ করা হয়। রাসের টি শার্ট প্রকাশ করেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ছিলেন বিক্রম চট্টোপাধ্যায়, দেবলীনা কুমার, রণজয় বিষ্ণু, সুদীপ মুখোপাধ্যায়-সহ ছবির কলাকুশলীরা।

আইপিএল প্লে-অফের দৌড় জমজমাট, মরিয়া লড়াই লখনউয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের প্লে-অফ নিশ্চিত করে ফেলেছে গুজরাত টাইটান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ও পাঞ্জাব কিংস। চতুর্থ তথা শেষ দল কারা হবে তা স্পষ্ট হবে কয়েক দিনেই। সোমবার লখনউয়ে টস জিতে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে ব্যাট করতে পাঠায় ইতিমধ্যেই টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেওয়া সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। নির্ধারিত ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২০৫ রান তোলে ঋষভ পন্থের দল। দুই ওপেনার মিচেল মার্শ ৩৯ বলে ৬৫ ও এইডেন মার্করাম ৩৮ বলে ৬১ রান করেন। ওপেনিং জুটিতে ওঠে ১০.৩ ওভারে ১১৫। তবে সেই তুলনায় ইনিংসের দ্বিতীয়ার্ধে সুবিধা করতে পারেনি লখনউ। তিনে নামা পন্থ (৬ বলে ৭) ফের ব্যর্থ। আয়ুষ বাদোনি ৩ রানের বেশি করতে পারেননি। নিকোলাস পুরাণ ২৬ বলে ৪৫ ও শার্দুল ঠাকুর ১ বলে ৪ রান করে রান আউট হন। আবদুল সামাদ করেন ৬ বলে তিন। শেষ ওভারে পড়ে তিন উইকেট। শেষ বল খেলতে নেমে ছক্কা হাঁকিয়ে অপরাজিত থাকেন আকাশ দীপ। ঈশান মালিঙ্গা ২টি এবং হর্ষ দুবে, হর্ষল প্যাটেল ও নীতীশ কুমার রেড্ডি ১টি করে উইকেট পান। মার্করাম আইপিএলে হর্ষলের দেড়শোতম শিকার।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করলেন লখনউ সুপার জায়ান্টসের মিচেল মার্শ ও এইডেন মার্করাম। ছবি- আইপিএল

মন্দারমণিতে স্পোর্টস মিউজিয়াম

নিজস্ব প্রতিনিধি: কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব ও আমার ট্রি গ্রুপের উদ্যোগে সোমবার পূর্ব মেদিনীপুরের মন্দারমণিতে স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধন হল। আন্দ্রে রাসেলের হেলমেট, ঋদ্ধিমান সাহার ব্যাটিং গ্লাভস, অলিম্পিয়ান দীপা কর্মকারের জার্সি, ২০২৪ সালে আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কেকেআরের পুরো দলের স্বাক্ষর করা জার্সি, মহেন্দ্র সিং ধোনির জার্সি থেকে শুরু করে ক্রীড়া জগতের বহু কিংবদন্তির নানা সামগ্রী নিয়ে পথ চলা শুরু করল অভিনব এই স্পোর্টস মিউজিয়াম। কিংবদন্তি অ্যাথলিট জ্যোতির্ময়ী শিকদার, অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক ও ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী হাজির ছিলেন স্পোর্টস মিউজিয়ামের উদ্বোধনে। সাধারণের জন্যও খুলে দেওয়া হলো এই মিউজিয়াম। অনুষ্ঠান ঘিরে উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো।

এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াতে পারে ভারত!

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াতে পারে ভারত। ৬ দেশকে নিয়ে এই টুর্নামেন্ট হওয়ার কথা সেপ্টেম্বরে। ভারত আয়োজক। তবে বর্তমানে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক যেখানে দাঁড়িয়ে তাতে এশিয়া কাপ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এমনকী জুনে অনুষ্ঠেয় মেয়েদের ইমার্জিং এশিয়া কাপ স্থগিত রাখা হতে পারে বলে খবর। এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হয়েছেন মহসীন নাকভি, যিনি পাকিস্তানের মন্ত্রী। পহেলগাঁওয়ের ঘটনার পর ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীর সাফ জানিয়েছেন, ভারতের পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা উচিত নয়। এই আবহে ভারত এশিয়া কাপ থেকে সরে দাঁড়াতে বলে জোর চর্চা। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সাইকিয়া জানালেন, এখনও কিছু সিদ্ধান্ত হয়নি। এশিয়া কাপ-সহ এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের অন্যান্য ইভেন্ট নিয়ে তাদের সঙ্গে কথাও হয়নি বিসিসিআইয়ের।

২০২৫ ফিফা আন্তর্জাতিক উইন্ডোর জন্য ভারতের সিনিয়র ফুটবল দলের অনুশীলন শুরু নিউটাউনের এনসিই গ্রাউন্ডে। আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে সুনীল ছেত্রী।

জুনিয়র অনূর্ধ্ব ১৫ খেতাব মোহনবাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সিএবির জুনিয়র অনূর্ধ্ব ১৫ খেতাব জিতল মোহনবাগান। সোমবার ফাইনালে মেনল্যান্ড সম্বরণ ক্রিকেট আকাদেমিকে হারাল ৭ উইকেটে। সল্টলেক যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস মাঠে দ্বিতীয় দিনে জেতার জন্য দরকার ছিল ৭৯ রান। তিন উইকেট হারিয়ে ১৪.৩ ওভারে মোহনবাগান ৮১ রান তোলে। ৪০ বলে ৪২ রান করেন দিতিরাজ নাথ। প্রথম দিনে মেনল্যান্ড সম্বরণ ক্রিকেট আকাদেমি ৭৮ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল।

মহম্মদ জিশান খান তিনটি ও অরিত্র দেবনাথ ২ উইকেট নেন।

বৃষ্টির কারণে ম্যাচের ওভার কমিয়ে ৬৫ করা হয়। ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে মাঠে হাজির ছিলেন সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়, ট্যুর অ্যান্ড ফিক্সচারস কমিটির চেয়ারম্যান সঞ্জয় দাস, অবজারভার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক প্রমুখ।

নিয়মরক্ষার ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে বদলা লক্ষ্য ধোনির চেন্নাইয়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলে আজ দিল্লিতে চেন্নাই সুপার কিংস মুখোমুখি হচ্ছে রাজস্থান রয়্যালসের। দুই দলের কেউই প্লে-অফে যেতে পারবে না। রাজস্থান রয়েছে পয়েন্ট তালিকার নয়ে, ১৩ ম্যাচে ছয় পয়েন্ট নিয়ে। ১২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে সিএসকে আছে দশে। চলতি আইপিএলে প্রথম সাক্ষাতে গুয়াহাটিতে নিজেদের হোম ম্যাচে ঋতুরাজ গায়কোয়াড়ের নেতৃত্বাধীন চেন্নাইকে ৬ রানে হারিয়েছিল রাজস্থান। দিল্লিতে হোম ম্যাচ খেলবে সিএসকে। নজর থাকবে মহেন্দ্র সিং ধোনির দিকে।

কন্যাশ্রী কাপের সেমিফাইনালে সাদার্ন, প্রতিপক্ষ ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কন্যাশ্রী কাপের সেমিফাইনালে উঠল সাদার্ন সমিতি। সেমিফাইনালে তারা খেলবে ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। কোয়ার্টার ফাইনালে ২-০ গোলে হারাল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ স্পোর্টস ক্লাবকে। ২২ মিনিটে বর্ষা মাজি ও ৭৭ মিনিটে পিয়ালি রায় গোল করেন।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

সঞ্জয় রাউতকে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা শরদের

মুম্বই, ১৯ মে: পাকিস্তানের মুখোশ খুলতে বিদেশে ভারতের প্রতিনিধি দল পাঠাবে ভারত। কেন্দ্রের সেই সিদ্ধান্তকে রবিবার কটাক্ষ করেছিলেন শিবসেনা (উদ্ধব গোষ্ঠী) নেতা সঞ্জয় রাউত। একদিন পর সোমবার রাউতকে ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা দিলেন এনসিপি (শরদ গোষ্ঠী) প্রধান শরদ পাওয়ার। বলেন, ‘সবার আগে দেশ। স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে সব কিছুকে এক আসনে বসিয়ে দেখা উচিত নয়।’

মহারাষ্ট্রের বারামতীতে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন, ‘আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি যখন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখন দলীয় রাজনীতি এড়িয়ে চলা উচিত।’ তিনি আরও বলেন, ‘পহেলগাঁও সন্ত্রাস এবং অপারেশন সিঁদুরের পর পাকিস্তানের জঙ্গিবাদের মুখোশ তুলে ধরতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিনিধি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করা উচিত।’ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও অটল বিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে জাতিসংঘে যে প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিলেন, সেই দলের সদস্য ছিলেন শরদ। এদিন এই প্রসঙ্গটিও তিনি উত্থাপন করেন।

‘অবৈধ অনুপ্রবেশ’ রুখতে ভারতীয় ট্রাভেল এজিন্সেগুলির উপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা

ওয়াশিংটন, ১৯ মে: ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর বদলে গিয়েছে সে দেশের অভিবাসী নীতি। ইতিমধ্যে কয়েকশো ‘অবৈধ অভিবাসী’ ভারতীয়কে দেশে ফেরত পাঠিয়েছে মার্কিন প্রশাসন। এবার ভারতীয় ট্রাভেল এজিন্সেগুলির কর্ণধার এবং শীর্ষ আধিকারিকদের উপরেও ভিসা নিষেধাজ্ঞা চাপাল আমেরিকা। যেহেতু তারাই মার্কিন মুলুকে ভারত থেকে ‘অবৈধ অনুপ্রবেশে’ দায়ী বলে মনে করছে হোয়াইট হাউজ।

সোমবার মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, আমাদের দূতাবাস এবং

উপদূতাবাসগুলি প্রতিদিন কাজ করে অবৈধ অভিবাসন, মানব পাচার এবং পাচারের কাজে সহায়তাকারী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে। আরও বলা হয়েছে, ভারতে অবস্থিত এবং পরিচালিত ট্রাভেল এজেন্সিগুলির মালিক, নির্বাহী এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের উপর ভিসা বিধিনিষেধ আরোপের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। মার্কিন স্বরাষ্ট্র দপ্তর স্পষ্ট করেছে, এরাই সে দেশের অবৈধ অনুপ্রবেশের জন্য দায়ী।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসার পরই দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ট্রাম্প প্রশাসন। সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই হাজার হাজার অবৈধ বসবাসকারীদের বিমানে তুলে নিজ নিজ দেশে ফেরানো হয়েছে। বাদ পড়েনি অবৈধভাবে আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়রাও। রীতিমতো হাতে ও কোমরে দড়ি বেঁধে দাগি অপরাধীদের মতো ব্যবহার করা হয় এইসব নাগরিকদের সঙ্গে। যা নিয়ে বিতর্কও হয়। মাঝে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন, অবৈধবাসীরা যদি স্বেচ্ছায় আমেরিকা ছেড়ে চলে যান সেক্ষেত্রে তাঁদের এক হাজার ডলার করে সরকার দেবে। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৮৫ হাজার টাকা।

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Shikarpur Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Shikarpur, Nadia. **NIET No. 02/5th SFC/SGP/2025-26, 05/15th CFC-TIED/SGP/2025-26, 06/15th CFC- UNTIED/SGP/2025-26,** Last date of submission **27.05.2025 up to 3pm.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Shikarpur Gram Panchayat.

TENDER
E- Tenders are invited by the Prodhan, **Karimpur- II Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Karimpur, Nadia. **NIET No. 01/5thSFC/ Karimpur-II/2025-26,** visit **www.wbtenders.gov.in NIT NO- KGP-II/120 & NIQ NO - KGP-II/121,** Last date of submission **27.05.2025 up to 4p.m.** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan,
Karimpur- II Gram Panchayat.

TENDER NOTICE
E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No:- **01/15th. FC/K-II GP/2025-26 & 02/15th. FC/K-II GP/2025-26 With Vide Memo No. 111(8)/K-II GP & 112(8)/K-II GP Dated: - 16-05-2025,** The Last date for online submission of tender is **26/05/2025 Upto 11.00 A.M.** For details please visit website:- **htpp://wbtenders.gov.in**
Sd/-, Prodhan
Kedarchandpur-II GP

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
DATE CORRIGENDUM NOTICE-3
Notice Inviting e-Tender No.: UKM/PWD/039(e)/2024-25 (2nd Call) Date- 08/04/2025
1. Construction of M.S. roof shed at Community hall Makhla (3rd Floor) near Debiswari in Ward No-23. The bid Submission Closing date is hereby extended **up to 30-05-2025 in place of 17-05-2025.** Date Corrigendum published. For Details: **wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairman**
Uttarpara-kotrung Municipality

Tender Notice
Percentage rate e - Tender invited vide NieT **No 01/PGP/15th. FC/2025-26 (UN Tied), NIeT No 02/PGP/15th. FC/2025 -26 (Tied), NIeT No 03/PGP/5th. SFC/2025**- 26. by the Prodhan, **Paharpur Gram Panchayat.** Last date of application **26.05.2025 up to 5.00P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders.gov.in** or Notice board of the Paharpur Gram Panchayat, Raninagar-I, Murshidabad for details.
Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat

Tender Notice
Percentage rate e-Tender invited vide **NIT No.-01/KGP/2025-26 of 15th F.C Memo No.:- 110/1(12)/KATA, Date:- 19-05-2025.** by the Prodhan, **KATABARI GRAM PANCHAYAT.** Date & time of publication of e-NIT **20/05/2025 AT 10:00 A.M.** Last date of submission of bid (online) **28/05/2025 UP TO 05:00 P.M.** Intending bidders may download tender documents from **htpp://wbtenders. gov.in** or Notice board of the Katabari Gram Panchayat, Jalangi, Murshidabad for details.
Sd/- PRODHAN
KATABARI GRAM PANCHAYAT
Katabari, Jalangi, Murshidabad

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY
CORRIGENDUM NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. : UKM/PWD/043(e)/2024-25, Date- 04/03/2025. 1. Renovation of Roof shed at SWM plant (waste storage, segregation and processing yard) at Makhla, Ward No.20 under Uttarpara-Kotrung Municipality. **The bid Submission Closing date is hereby extended up to 12-04-2025 in place of 03-04-2025.** Date Corrigendum published. **For Details: - wbtenders.gov.in**
Sd/- Chairman
Uttarpara-Kotrung Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work
WBMAD/ULB/RSM/47/25-26 Dated 17.05.2025	Supply of various stationary (printed and non-printed) items for Rajpur-Sonarpur Municipality for the financial year 2025-2026.

Bid Submission end date:**07.06.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- EO,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Notice e-Tender
The Prodhan Garibpur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied and resourceful Contractors for **NIeT No.:05/PRODHAN/GARIBPUR GP/2025-26. (FOR-1 NosWORKS) Dated: 19/05/2025.** Last date of Bid submission **27.05.2025 upto 02:00 Hours.** For details please visit website **www://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Garibpur G.P.
DOMKAL BLOCK,
MURSHIDABAD

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএনজিজি–০২/২৫–২৬ (ওপেন), তারিখঃ ১৫.০৫.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, ক্যারেজ/লোকো কমপ্লেক্স, উত্তর ২৪ পরগণা, ডাকঘর– কাঁচরাপাড়া, পিন–৭৪৩১৪৫, পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পূর্বে বিশেষত রেলওয়ে/সিপিডব্লুডি/পিডব্লুডি/এমইএস/সেচ অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থায় সমপ্রকৃতির কাজ সম্পাদন করার পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা এবং আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ নামী কন্ট্রাক্টরদের থেকে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ই–টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **টেন্ডার নংঃ ডব্লুটি–০২–২৫–২৬, কাজের নামঃ** কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে–রেলওয়ে মিক্সড্ প্রাইমারী স্কুল, কাঁচরাপাড়ায় পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং নবীকরণ। **টেন্ডার মূল্যঃ** ১,১২,৯৭,৩২২.৩২ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি * ঃ** ২,০৬,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (অফেরতযোগ্য)ঃ** শূন্য। **এলওএ ইস্যুর তারিখ থেকে সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার খোলার তারিখ এবং সময়ঃ** ১০.০৬.২০২৫। *রেলওয়ে বোর্ডের ভাইড এল. নং ২০২০/সিই–১/সিটি/৩ই/জিসিসি/পলিসি তারিখ ৩০.১২.২০২০ অনুযায়ী, নির্দেশ দেওয়া আছে যে ৩১.১২.২০২১ পর্যন্ত যে কোনও কাজের টেন্ডারের জন্য কোনও প্রকার ইএমডি নেওয়া যাবে না। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও পরবর্তী নির্দেশ না আসায় সেই জন্য ইএমডি সিস্টেম ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজের পরিধি সাংকেতিক মাত্র। অবশ্য বিস্তারিত বিবরণ ইন্ডিয়ান রেলওয়ে ই–টেন্ডারিং সাইট (আইআরইপিএস) অর্থাৎ **https://www.ireps.gov.in**–তে দেখা যাবে। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমাঃ** সময় যখন টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য সকল তথ্য পাওয়া যাবে কিন্তু অফার জমা করা যাবে না। **অফার জমা করার সময়সীমাঃ** টেন্ডার খোলার তারিখের পনেরো দিন আগে থেকে যখন টেন্ডারদাতারা তাঁদের অফার জমা করতে পারবেন। টেন্ডার ১০.০৬.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টোয় বন্ধ হবে এবং খোলার আধিকারিক এবং নেট অ্যাকসেসিবিলিটির উপলব্ধতা অনুযায়ী ওই একই তারিখে দুপুর ২টো ৩০ মিনিটের পরে যে কোনও সময় টেন্ডার খোলা হবে। MISC-66/2025-26
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in – এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tendersare invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Total Estimated Amount(in Lakh)	Last date for submission
1.	Construction of 23 no. works (C. C. Roads, PCC Roads with RCC Drain, C. C. Roads with Drian) at Ward No. 1, 5, 6, 7, 9 and 12 within BeldangaMunicipaliy under PMAY-HFA(U) ID works for F.Y. 2018-19	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-01/2025-26	96.34	28.05.2025 at 2.00 PM

For details visit - **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

টার্গেট

‘স্পেডেক্স’ মিশনে সফল ইসরো

শুভাশিস বিশ্বাস

২০২৪-এর শেষের ঠিক আগের দিনে অর্থাৎ ৩০শে ডিসেম্বর ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশের নেলোর জেলার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে ভারতীয় সময় রাত ১০টা নাগাদ লঞ্চ করা হয় ‘স্পেডেক্স’ মিশন। এই ‘স্পেডেক্স’ অর্থাৎ স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্টের উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান দু’টো মহাকাশযানকে সংযুক্ত করা বা ডকিং এবং তাদের বিচ্ছিন্ন করা বা আনডকিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় যে প্রযুক্তি তাকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা। এই অভিযানে মূলত দু’টো ছোট মহাকাশযান রয়েছে- ‘এসডিএক্স-০১’ এবং ‘এসডিএক্স-০২’। এদের ওজন প্রায় ২২০ কেজি। এই দুটি মহাকাশযান বানাতে এবং অন্যান্য সরঞ্জামের জন্য ভারতীয় মূল্যে আনুমানিক ১২৫কোটি টাকা এবং উৎক্ষেপণ যন্ত্রের জন্য আনুমানিক ২৫০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। এদের প্রত্যাশিত অভিযানের মেয়াদ দুই বছর পর্যন্ত বলেও আশা করছেন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা।

সূত্রে খবর, স্পেস ডকিং এক্সপেরিমেন্ট ওরফে ‘স্পেডেক্স’ অভিযান করা হয় ইসরোর তরফ থেকে। দুই কৃত্রিম উপগ্রহ চেসার এসএক্স-০১ ও টার্গেট এসডিএক্স-০২ নিয়ে মহাকাশে পাড়ি দেয় পিএসএলভি সি-৬০ রকেট। সোমবার রাত ১০টায় অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে সফলও হয় এই উৎক্ষেপণ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, যখন মহাকাশে থাকা একাধিক বস্তুকে কোনও নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে একত্রিত করার প্রয়োজন হয় তখন ডকিং নামে এই প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। মহাকাশে মহাকাশচারীদের ভ্রমণে ডকিংয়ের প্রয়োজন হয়। আর ‘ডকিং’ হল এমন এক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দু’টো স্পেস অবজেক্ট একত্রিত হয় এবং সংযুক্ত করা হয়। এতে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করে সম্পন্ন হতে পারে। যেমন সফ্ট মেকানিজম, হার্ড মেকানিজম। এছাড়াও মানব স্থানান্তরের জন্য প্রেসারাইজড কম্পার্টমেন্টের ব্যবহার করা যায়। আর দুটি মহাকাশযানের মধ্যে ডকিং সম্পন্ন হলে মহাকাশচারীরা স্পেস স্টেশনে প্রবেশ করতে পারেন। এবার এই ডকিং প্রযুক্তিই খতিয়ে দেখবে এই দুই কৃত্রিম উপগ্রহ। এরফলে ভারতের স্পেস স্টেশন গড়ার স্বপ্নে দেশকে আরও একধাপ এগিয়ে দিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা বা ইসরো। মহাকাশে ডকিং সংক্রান্ত গবেষণাই এই দুই কৃত্রিম উপগ্রহের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কক্ষপথে চেসার ও টার্গেট ২৮ হাজার কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে প্রদক্ষিণ করবে। তবে ডকিংয়ের আগে তাঁদের গতিবেগ ০.০৩৬ কিমি প্রতি ঘণ্টায় নামিয়ে আনতে হবে। একই কক্ষপথে দুটি দ্রুতগতির মহাকাশযানকে যুক্ত করার প্রক্রিয়াই হল স্পেস ডকিং। বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহ ও মহাকাশচারীদের স্থানান্তরের জন্য এই ডকিং সিস্টেম গুরুত্বপূর্ণ। এই সংক্রান্ত গবেষণা সফল হলে স্পেস স্টেশন নির্মাণে বড় সাফল্য পাবে ভারত। এর থেকে স্পষ্ট যে, ভারতের মহাকাশ গবেষণায় তাৎপর্যপূর্ণ মাইলফলক এই স্পেডেক্স মিশন। স্পেস ডকিং প্রযুক্তি খতিয়ে দেখবে এই দুই উপগ্রহ। আগামিদিনে মহাকাশ বিমান, চাঁদ অবতরণ ও ফিরে আসার অভিযানের ক্ষেত্রে তা কাজে দেবে বলে জানিয়েছে ইসরো। শুধু তাই নয়, সর্বোপরি মহাকাশে ভারতের প্রস্তাবিত স্পেস স্টেশন তৈরি করার ক্ষেত্রেও উপযোগী হবে এই দুই উপগ্রহের গবেষণা। দুটি কৃত্রিম উপগ্রহ চেসার (এসএক্স-০১) ও টার্গেট (এসডি-০২) প্রাথমিকভাবে একে অপরের থেকে ৫ কিমি দূরত্বে অবস্থান করবে। তারপর আগামী ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে ওই দুই কৃত্রিম উপগ্রহকে কাছাকাছি আনার প্রয়াস চালাবেন ইসরোর বিজ্ঞানীরা। পৃথিবী থেকে ৪৭০ কিমি উপরে মহাকাশে অক্ষাংশে তাদের অবস্থান হবে। জানা গিয়েছে, প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটিতে রয়েছে উচ্চ রেজোলিউশন সম্পন্ন ক্যামেরা ও দ্বিতীয় উপগ্রহে রেডিয়েশন মনিটর ও প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধানের ও উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি তোলার ব্যবস্থা থাকবে। স্পেডেক্স মিশনে ২৪টি গৌণ পেলোড -ও বহন করে নিয়ে যাবে পিএসএলভি সি-৬০ রকেট। এরমধ্যে ১৪টি পেলোড ইসরোর নিজের ও বাকি ১০টি বিভিন্ন শিল্প ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বলে জানা গিয়েছে। রকেট উৎক্ষেপণের ৯০ মিনিটের মধ্যে সেগুলিও মহাকাশে স্থাপন করা হবে।

এই প্রসঙ্গে ইসরো-র চেয়ারম্যান ড. এসপি সোমনাথ জানিয়েছেন, ‘স্পেডেক্স’-এর সাফল্যের উপর অনেকটাই নির্ভর করছে ভারতের আগামী দিনের একাধিক মহাকাশ পরিকল্পনা। একইসঙ্গে তিনি এও জানান, ভারতের মহাকাশ বিজ্ঞানের বিকাশ এবং আগামী অভিযানের জন্য এই প্রযুক্তি রপ্ত করা প্রয়োজন। তবে এই অভিযান শুরুর আগে বহু চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয় বিজ্ঞানীদের। কারণ, পৃথিবীতে মহাকাশের মতো মাধ্যাকর্ষণ শূন্য পরিবেশ নেই। সেই কারণে গ্রাউন্ড টেস্টিং-এর কাজটা ভীষণ কঠিন। এজন্য প্রয়োজন আমাদের উদ্ভাবনী হার্ডওয়্যার এবং রোবোটিক টেস্ট সেটআপ। এই অভিযানের জন্য দেশজ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

ড. সোমনাথ একইসঙ্গে এও ব্যাখ্যা করে জানান, তীব্রগতিতে দুই উপগ্রহকে মহাকাশে কাছাকাছি এনে সংযোগ স্থাপন করা বেশ কঠিন। কারণ, তাদের উচ্চ বেগ সত্ত্বেও, নিরাপদ সংযোগ নিশ্চিত করতে তাদের মধ্যে আপেক্ষিক গতি প্রতি সেকেন্ডে মাত্র সেন্টিমিটার বা মিলিমিটারে হ্রাস করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংঘর্ষ এড়াতে স্যাটেলাইটগুলোর অ্যাপ্রোচ বেগ প্রতি সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটারের কম হতে হবে।

এর পাশাপাশি ড. এসপি সোমনাথের সংযোজন, ভারতের মহাকাশ উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্য ডকিং এবং আনডকিং প্রযুক্তি আয়ত্ত করা অপরিহার্য। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি বলতে রয়েছে চাঁদে পাড়ি দেয়া, চাঁদ থেকে নমুনা সংগ্রহ, ভারতীয় মহাকাশ স্টেশন বিএএস নির্মাণ ও পরিচালনা করার মতো নানা কাজ। শুধু তাই নয়, ‘স্পেডেক্স মিশন’ ডকিংয়ের চেয়ে আরও বেশি কিছু ক্ষমতা প্রদর্শন করবে। ডকিংয়ের পরে, উপগ্রহগুলি রিমোট সেন্সিং বা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মতো স্বতন্ত্র কাজগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য তাদের পৃথক করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী, ভূ-বিজ্ঞান প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং বলেন, চলতি বছরে ইসরোর শেষ অভিযান ‘ঐতিহাসিক’, কারণ এর উদ্দেশ্য মহাকাশে দুটো কৃত্রিম উপগ্রহকে একত্রিত করার জটিল পদ্ধতি রপ্ত করা।

এদিকে মহাকাশ গবেষকেরা এবং প্রযুক্তিবিদরা জানাচ্ছেন, ‘ডকিং’ এবং ‘আনডকিং’ প্রযুক্তি ভারতের মহাকাশ অভিযান সংক্রান্ত ভবিষ্যত পদক্ষেপে সফলতার জন্য যেমন অপরিহার্য, একইভাবে মহাকাশ প্রযুক্তিতে বলীয়ান দেশের তালিকায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রেও এটি ভারতকে সুবিধা দেবে।

ডেয়ারি টেকনোলজি নিয়ে ভবিষ্যৎ গড়ুন

আজকের দিনে যেখানে মূল্য সংযুক্ত খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা পৃথিবীব্যাপী প্রসারিত হয়েছে, সেখানে ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষা ও গবেষণা জীবিকা অর্জনের একটি অন্যতম বিষয়রূপে শিক্ষাসমাজে গুরুত্ব লাভ করেছে। আমাদের দেশে প্রাণীজ প্রোটিনের ঘাটতি পূরণের জন্য দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্যদ্রব্যের গুরুত্ব অপরিসীম। সঙ্গত কারণেই বর্তমানে ডেয়ারি টেকনোলজি বা দুগ্ধ প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণা ভারত তথা সমগ্র বিশ্বে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার বিষয় হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

ভারতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ডেয়ারি টেকনোলজির শিক্ষা ও গবেষণা প্রথম শুরু হয় ১৯২৩ সালে তদানীন্তন ব্যাঙ্গালোরে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট অফ অ্যানিম্যাল হাজব্যান্ড্রি অ্যান্ড ডেয়ারিং প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ইন্ডিয়ান ডেয়ারি ডিপ্লোমা (আইডিডি) ছিল ভারতে প্রথম ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষার আনুষ্ঠানিক সোপান যা বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠানটিতে ১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু হয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউট হরিয়ানার কার্নালে স্থানান্তরিত হয় ভারতীয় দুগ্ধ অনুসন্ধান কেন্দ্র (ইন্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট) নামে। ১৯৫৫ সালে ইন্ডিয়ান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট পুনঃনামাঙ্কিত হয় রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্র (ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট) রূপে। বেঙ্গালুরুর প্রতিষ্ঠানটি এই অনুসন্ধান কেন্দ্রের দক্ষিণী আঞ্চলিক সংস্থা হিসাবে পরিচিত হয়। ১৯৬২ সালে তদানীন্তন বম্বে এবং ১৯৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রের যথাক্রমে পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চল শাখা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৭ সালে কার্নালে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রে সর্বপ্রথম ডেয়ারি টেকনোলজিতে বিএসসি কোর্স চালু হয়। একই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের হরিণঘাটা ও বম্বেতে ডেয়ারি টেকনোলজির ডিপ্লোমা শিক্ষার প্রসারণ ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গে ডেয়ারি টেকনোলজির চার বছরের ডিগ্রি কোর্স প্রথম চালু হয় ১৯৭৭ সালে বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রাণী চিকিৎসা অনুষদের অধীনে। ১৯৯৫ সালে নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে স্বতন্ত্র অনুষদরূপে ডেয়ারি টেকনোলজির আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং ডেয়ারি টেকনোলজিতে বি টেক পাঠ্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে বি টেকের পাশাপাশি এই অনুষদের অধীনে থাকা ডেয়ারি টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিস্ট্রি এবং মাইক্রো বায়োলজি বিভাগগুলিতে স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পাঠ্যক্রমও চালু আছে।

এই বিষয়ে কী কী কোর্স রয়েছে

পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মোহনপুরস্থিত ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের বর্তমান বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) কোর্সটি ভারত সরকারের কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (জ্জঋঙ্ক্ট) অনুমোদিত একটি চার বছরের পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কোর্স। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ প্রণীত একটি অভিন্ন পাঠ্যক্রমকে মান্যতা দিয়ে এই কোর্সটি পড়ানো হয়। বি টেক ডেয়ারি টেকনোলজি কোর্সে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্র বা ছাত্রীকে ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ভর্তির বছরের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের নিরিখে ১৭ বছর বয়সী হতে হবে এবং পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতের স্বীকৃত কোনও বোর্ড থেকে ১০+২ বোর্ড পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, অঙ্ক ও ইংরেজি,সহ ন্যূনতম ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে পাশ করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের মোহনপুর ক্যাম্পাসের ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের অধীন বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) কোর্সটিতে বর্তমানে ৪৯টি আসন রয়েছে, যার ৮০ শতাংশ ভর্তি হয় পশ্চিমবঙ্গ জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ড আয়োজিত প্রবেশিকা পরীক্ষার (WBJEE) মাধ্যমে। বাকি ২০ শতাংশ আসন ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ (ICAR) নিয়ন্ত্রিত এবং সেগুলি পূর্ণ হয় সর্বভারতীয় CUET□ পরীক্ষার মেধাতালিকার ভিত্তিতে।

নদিয়া জেলার মোহনপুরে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদে বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি ডেয়ারি টেকনোলজি, ডেয়ারি ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেয়ারি কেমিস্ট্রি এবং ডেয়ারি মাইক্রোবায়োলজিতে স্নাতকোত্তর পঠন পাঠনেরও সুবিধা রয়েছে।

এই বিষয়ে কী কী পড়ানো হয়

বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) একটি চার বছরের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যক্রম যেটি আটটি সেমেস্টারে বিভক্ত। এতে ডেয়ারি টেকনোলজি, ইঞ্জিনিয়ারিং, মাইক্রোবায়োলজি, কেমিস্ট্রি এবং বিজনেস ম্যানেজমেন্টের মতো বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত এবং একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে থিওরি বা তাত্ত্বিক এবং প্র্যাকটিক্যাল বা ব্যবহারিক শিক্ষালাভের পর ডিগ্রি অর্জন করতে হয়। তাত্ত্বিকা জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সেমেস্টারে রেডি (READY) কর্মসূচির মাধ্যমে দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণের ওপর হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। চার বছরের মধ্যে সপ্তম সেমেস্টারে ছাত্রছাত্রীরা ভারতের বিভিন্ন দুগ্ধজাত দ্রব্য উৎপাদন সংস্থায় ইনপ্ল্যান্ট ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে সম্যকভাবে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জন করে।

কতটা উচ্চশিক্ষার সুযোগ রয়েছে

ডেয়ারি টেকনোলজিতে বি টেক করার পর দেশ ও বিদেশে উচ্চশিক্ষার প্রভূত সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ভারতে প্রায় ৩০টি ডেয়ারি টেকনোলজি কলেজ রয়েছে এবং এদের মধ্যে অনেকগুলিতেই ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রম চালু আছে। এছাড়া ছাত্রছাত্রীরা সর্বভারতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্রের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তি হতে পারেন। গেট (GATE) পরীক্ষার মাধ্যমে বি টেক (ডেয়ারি টেকনোলজি) পাশ ছাত্রছাত্রীদের আইআইটি, গুলিতে ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং এবং রুরাল ডেভেলপমেন্টের স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তির সুযোগ মেলে। এছাড়া ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের সুযোগ রয়েছে কেন্দ্রীয় খাদ্য অনুসন্ধান সংস্থা (CFTRI), র খাদ্য প্রযুক্তিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমে ভর্তি হওয়ার। GRE এবং TOEFL পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডেয়ারি বা খাদ্য প্রযুক্তির স্নাতকোত্তর স্তরে পঠনপাঠনের সুযোগও ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকরা নিতে পারে।

স্নাতক কোর্সে উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ছাত্রছাত্রীরা আগ্রহী হলে স্নাতকোত্তর বা গবেষণায় যেতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে স্নাতকোত্তর পাঠক্রমগুলিতে ভর্তি হতে পারে।

কর্মসংস্থানের কী কী সুযোগ রয়েছে

বর্তমানে দেশের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে প্রভূত কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। এর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। সাধারণভাবে বেসরকারি ক্ষেত্রে কর্সংস্থানের সুযোগ বেশি হলেও বিভিন্ন রাজ্যে সরকারি ও আধা সরকারি সংস্থায় ডেয়ারি টেকনোলজিস্ট নিয়োগ করা হয়ে থাকে। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্র, কেভেন্টার, আইটিসি, রেডকাউ ডেয়ারির মতো বেসরকারি দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থায় ডেয়ারি টেকনোলজিস্ট নিযুক্ত হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে ভিনরাজ্যের সমবায়, বেসরকারি দুগ্ধ ও খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প সংস্থায়, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও। বর্তমানে ডেয়ারি টেকনোলজি অনুষদের স্নাতকরা ক্যাম্পাস ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে এই সমস্ত সংস্থায় কাজের সুযোগ পেয়ে থাকে। ভারতের বৃহত্তম দুগ্ধ সমবায় সংস্থা আমুল উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের নিযুক্ত করে থাকে।

স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি করা থাকলে ডেয়ারি টেকনোলজির ছাত্রছাত্রীরা নেট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ডেয়ারি টেকনোলজি কলেজ ও গবেষণা সংস্থায় সহকারি অধ্যাপক, গবেষক বা বিজ্ঞানী হিসাবে নিযুক্ত হতে পারেন।

একজন ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতক কর্মজীবনের শুরুতে সংস্থাভেদে মাসে ৩০, ৬০ হাজার টাকা আয় করতে পারেন। অভিজ্ঞতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ডেয়ারি টেকনোলজি স্নাতকদের আয় দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। স্নাতকোত্তর পাঠ্যক্রমের পর সহকারি অধ্যাপক বা গবেষকদের প্রারম্ভিক মাসিক আয় ৬০, ৭০ হাজার টাকা হয়ে থাকে।

ভবিষ্যতে চাহিদা নিয়ে রূপরেখা

বর্তমান সময়ে প্রক্রিয়াজাত দুগ্ধজাত দ্রব্য এবং মূল্যযুক্ত দুগ্ধজাত দ্রব্যের বাজার যেভাবে প্রসারিত হচ্ছে তার ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে ভবিষ্যতেও ডেয়ারি টেকনোলজির স্নাতকদের কর্মসংস্থানের অভাব হবে না। দুধ একটি অত্যাবশ্যকীয় পণ্য এবং এর বাজার সর্বদাই প্রসারণশীল। মৌলিক পঠনপাঠনের পাশাপাশি হাতেকলমে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারলে ডেয়ারি টেকনোলজি শিক্ষা আগামিদিনে স্বচ্ছল জীবনযাপনের হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে। এতে প্রশিক্ষিত ডেয়ারি প্রযুক্তিবিদদের চাহিদা শিল্পক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে।

এই বিষয়ে দরকারি কিছু ওয়েবসাইট

ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ
(https//icar.org.in)
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্যবিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়
(https//wbuafscl.ac.in)
রাষ্ট্রীয় ডেয়ারি অনুসন্ধান কেন্দ্র
(https//ndri.res.in)
কেন্দ্রীয় খাদ্য প্রযুক্তি অনুসন্ধান কেন্দ্রীয়
(https//cftri.res.in)

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট

কোন যোগ্যতায়, কীভাবে আপনি পেশার সঙ্গে যুক্ত হবেন

হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট তথা হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থা স্বাস্থ্য পরিষেবায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যার মধ্যে রোগীর সুস্থতা থেকে সুরক্ষা, আর্থিক বিষয়, সহ হাসপাতালের সব ধরনের কার্যাবলি ও তদারকি এর অন্তর্ভুক্ত। হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে বিবিএ ডিগ্রির চাহিদা ছাত্রছাত্রীদের কাছে ক্রমেই বাড়ছে। কর্পোরেট জগতের আকর্ষণীয় বেতন বরাবরই ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি অভিভাবকদের পছন্দ। পশ্চিমবঙ্গ তথা দেশের অন্যান্য রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি করার সুযোগ রয়েছে। এবার আসা যাক হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি করতে গেলে কী ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন। কোনও ছাত্রছাত্রী যে কোনও বিষয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর এই কোর্সে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারে। জাতীয় শিক্ষানীতি (২০২০) অনুযায়ী হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার জন্য চার বছর সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে। এই সময়সীমার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়গুলির উপর থিওরেটিক্যাল এবং হসপিটাল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে দক্ষ করে তোলা হয়। গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার পরেই এই কোর্সে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিভিন্ন সরকারি হাসপাতাল, বেসরকারি মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, নার্সিংহোমে, বিমা সংস্থা, এনজিও এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থায় চাকরির সুযোগ থাকে। প্রায় প্রত্যেক শিক্ষা সংস্থাতেই নিয়মিত ক্যাম্পাসিংয়ের ব্যবস্থা থাকে। এই ক্যাম্পাসিংয়ে বিভিন্ন মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতাল, স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা অংশগ্রহণ করে এবং তাদের প্রয়োজন অনুসারে ছাত্রছাত্রীদের বেছে নেয়। হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোর্সটি পড়ার সময় ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সেমেস্টারে একাধিকবার সরকারি এবং বেসরকারি মাল্টিস্পেশ্যালিটি হাসপাতালে ট্রেনিংয়ের সুযোগ দেওয়া হয়, যা ছাত্রছাত্রীদের হাসপাতাল পরিচালনায় দক্ষ করে তোলে। পরবর্তীতে ছাত্রছাত্রীরা সরকারি অথবা বেসরকারি হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ, যেমন, ওপিডি, রিসেপশন, পাবলিক রিলেশন, বিলিং, মার্কেটিংয়ে কাজের সুযোগ পায়। এছাড়াও এই কোর্সের ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিনটেনডেন্ট (নন, মেডিক্যাল) পদে, ব্লাডব্যাঙ্ক এবং স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারে।

গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করার পর বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রী চাকরির পথ বেছে নিলেও অনেকে আবার উচ্চশিক্ষার পাঠ নেয়। এক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীরা হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে স্নাতকোত্তর (এমএইচএ) অথবা অন্যান্য বিষয়ে ম্যানেজমেন্ট কোর্স (এমবিএ)-র পথ বেছে নিতে পারে। স্নাতকোত্তর স্তরে হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত অত্যাধুনিক বিষয়গুলি নিয়ে পড়ানো হয় এবং নির্দিষ্ট কোনও অধ্যাপকের অধীনে বিশেষ কোনও বিষয়ের ওপর ডেজারটেশন জমা করতে হয়। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সংস্থায় সরাসরি ইন্টার্নশিপের সুযোগ পায়, যা তাদের হাসপাতাল পরিচালনায় দক্ষ করে তোলে এবং চাকরির ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে।

হসপিটাল ম্যানেজারদের অবশ্যই নিজেদের ভূমিকায় সফল হতে ভিন্ন প্রয়োজনীয় দক্ষতা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়। এই দক্ষতাগুলির মধ্যে রয়েছে নেতৃত্ব ও পরিচালনার দক্ষতা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা, কৌশলগত পরিকল্পনা, বিমা সংক্রান্ত বিষয়, রোগীর উন্নতমানের পরিষেবা এবং নিরাপত্তার দিকটি নিশ্চিত করা, অভিযোগ নিষ্পত্তি, স্বাস্থ্যসেবা বিধি এবং নীতি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা থাকা এবং সর্বোপরি হসপিটালের সিস্টেম পরিচালনার দক্ষতা। এছাড়াও রোগী ও তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলাও হসপিটাল ম্যানেজারদের কাজের মধ্যেই পড়ে।

বর্তমানে হসপিটাল ম্যানেজারদের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নতুন দক্ষতা এবং তার বিকাশে নজর দেওয়া হচ্ছে। প্রতিযোগিতামূলক এই দক্ষতাগুলির মধ্যে ডেটা বিশ্লেষণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ (রোবটিক সার্জারি), উন্নতমানের স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান এবং প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত অত্যাধুনিক জ্ঞান অর্জন অন্তর্ভুক্ত।

হসপিটাল ম্যানেজমেন্টে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করার পর ছাত্রছাত্রীরা স্বল্প পরিসরে নিজস্ব উদ্যোগে ব্যবসার চেষ্টা করতে পারে। এক্ষেত্রে মেডিক্যাল ট্যুরিজম, টেলিমেডিসিন, এনজিও, হেল্‌থকেয়ার কনসালটেন্সি প্ল্যানিং এবং হসপিটাল প্ল্যানিং প্রভৃতি ক্ষেত্রে আকর্ষণীয় কেরিয়ার গড়ে তোলার সুযোগ থাকে।

অন্যদিকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পূর্ণ করার পর ছাত্রছাত্রীরা ইউজিসি পরিচালিত ‘নেট’ বা ‘সেট’ প্রভৃতি পরীক্ষার মাধ্যমে ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে গবেষণার সুযোগ পেতে পারে। নেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা গবেষণা চলার সময় ফেলোশিপ পায়। এছাড়াও নেট বা সেট উত্তীর্ণ প্রার্থীরা বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে চাকরির জন্য আবেদন জানাতে পারে।

হসপিটাল ম্যানেজমেন্টকে পুঁথিগত ভাষায় হাসপাতাল পরিচালন ব্যবস্থাপনা বলা যেতে পারে। শুধুমাত্র কোনও হাসপাতাল বা স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান নয়, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বিমা প্রতিষ্ঠান বা স্বাস্থ্য উন্নয়নমূলক সংস্থাগুলিতে হসপিটাল ম্যানেজমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ গুরুত্ব পায়। এই সকল সংস্থায় কর্মীদের কার্য পরিচালনা, পরিষেবার উন্নতি, কর্মী প্রশিক্ষণ, রোগী ও তার পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সর্বোপরি প্রতিষ্ঠানকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই হল হসপিটাল ম্যানেজারদের অন্যতম দায়িত্ব।

বর্তমানে মানুষজন অনেকটাই স্বাস্থ্য সচেতন। তাই সাধারণ হেল্‌থ চেকআপ থেকে শুরু করে বিভিন্ন জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য মানুষ এখন সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা কেন্দ্রের ওপর অনেকটাই নির্ভরশীল। এই সকল স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট ডিগ্রি করা সুদক্ষ ছাত্রছাত্রীরা। তাই হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট কোর্সের চাহিদা এখন ঊর্ধ্বমুখী এবং এই বিষয়টি নিয়ে পড়াশোনা করার পর ছাত্রছাত্রীদের সামনে এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে রয়েছে।